BANGLA POST Year: 22 ♦ Issue: 1059 ♦ Friday 20 June - Thursday 26 June 2025 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

দেশে ফেরার আর্তনাদ ইসরাইলে আটকে পড়া ব্রিটিশ নাগরিকদের

পোস্ট ডেস্ক : ষষ্ঠ দিনে পদার্পণ করেছে ইরান-ইসরাইল সংঘাত। অব্যাহত আছে হামলা, পাল্টা হামলা। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইসরাইলের আকাশসীমা বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। --১৬ পৃষ্ঠায়

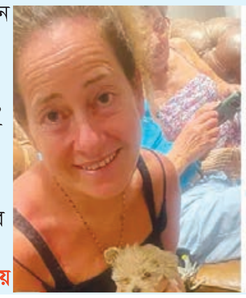

ইরান-ইসরাইল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ

পোস্ট ডেস্ক : ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, এমন দাবি করে গেল শুক্রবার ভোরে দেশটির বিভিন্ন সামরিক, পরমাণু স্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের বসতিতে নির্বিচার হামলা চালায় ইসরাইল। তাদের হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২৪০ জনের বেশি নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে অন্তত ৭০ জন নারী ও শিশু রয়েছে।

জবাবে ইসরাইলের মূল ভূখণ্ডে প্রায় ৪০০টির মতো ক্ষেপণাস্ত্র ও শত শত ড্রোন নিক্ষেপ করেছে ইরান। যাতে অন্তত ২৪ জন ইসরাইলি নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হয়েছে। ইরানের লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দেশজুড়ে ইসরাইলিদের ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই নিতে হচ্ছে।

ইরানের কিছু হামলা মধ্য ইসরাইলের আবাসিক এলাকায় আঘাত করেছে, যেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তেলআবিবে অবস্থিত ইসরাইলের সুরক্ষিত সামরিক সদর দপ্তর 'কিরিয়া'-তেও হামলা হয়েছে, যদিও সেখানকার ক্ষতি সীমিত ছিল।

মঙ্গলবার ইরান দাবি করে, তারা ইসরাইলের একটি সামরিক গোয়েন্দা কেন্দ্র এবং মোসাদের একটি অপারেশন প্ল্যানিং সেন্টারে আঘাত করেছে। যেখানে তারা ইসরাইলের বিশ্বের অন্যতম উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে ইসরাইল তার 'আয়রন ডোম'সহ অন্যান্য ব্যবস্থা ব্যবহার করে বেশিরভাগ আকাশ থেকে আসা হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। তাহলে কীভাবে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ইসরাইলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অতিক্রম করছে?

ট্রাম্পের তেহরান খালি করে দেয়ার বার্তায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য জুড়েই। বিশেষ করে তেহরানে স্রোতের মতো মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে পালাচ্ছেন। এতে করে সড়কে অকল্পনীয় যানজট সৃষ্টি হয়। ইরান-ইসরাইল যুদ্ধের খবর রাখেন এমন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ট্রাম্পের বার্তা নিছক কোনো বার্তা নয়। এতে ভয়ঙ্কর কিছুর ইঙ্গিত রয়েছে। অন্যদিকে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে হত্যার এক রকম হুমকি দিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে কি এবার তেহরানে হামলা করে সবকিছু উড়িয়ে দেয়ার ছক সাজানো হয়েছে! এমন ভয়ে মানুষের শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে হিম অনুভূতি। ইরানও নমনীয় হচ্ছে না। তাদের অবস্থান 'ডু অর ডাই'। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব জুড়ে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে বিস্ফোরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে তেহরান। মিসাইলের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত তেল আবিব। পঞ্চম দিনের প্রাণঘাতী হামলায় বাতাসে বারুদের গন্ধ। জীবন বাঁচাতে তেহরানের সাধারণ নাগরিকরা শহর ছেড়ে যাচ্ছেন। ইসরাইলিরা আশ্রয় নিয়েছে বাংকারে। --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধরা খেলেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস

এম হাসানুল হক উজ্জ্বল: সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি এবং ব্রিটিশ এমপি বহুল আলোচিত টিউলিপ সিদ্দিকী নাকি তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের কাছ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এরকম গুঞ্জন কমিউনিটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। লেবার নেতা ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার --১৬ পৃষ্ঠায়

হঠাৎ জ্ঞান হারালেন পাইলট

পোস্ট ডেস্ক : ১২১ জন যাত্রী বহনকারী একটি বোয়িং-৭৩৭ যাত্রীবাহী জেটের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সময় একজন প্রশিক্ষণার্থী পাইলট অজ্ঞান হয়ে পড়েন। গত ১০ জুন ক্যানবেরা থেকে সিডনি যাওয়ার পথে কিউএফ-৮০৩ বিমানটি সিডনি বিমানবন্দরে অবতরণ করলে পাইলট নির্ধারিত টার্মিনাল জেট --১৬ পৃষ্ঠায়

ড. ইউনুসের লন্ডন সফর

মুখোশ উন্মোচন করল বিবিসি

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের চার দিনের সফরকে 'সরকারি সফর' বলা হলেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার কেন তাকে সাক্ষাৎ দিলেন না, সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হল বাংলাদেশের সরকারপ্রধানকে।

ইউনূস গত ১২ জুন যখন 'কিং তৃতীয় চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড নিতে গেলেন তার আগে বিবিসির সাংবাদিক রাজিনি বৈদ্যনাথন তাকে ওই প্রশ্ন করেন। প্রধানমন্ত্রী দেখা না দেওয়ায় ইউনূস কতটা হতাশ-তাও জানতে চান বিবিসির এই সাংবাদিক।

সংক্ষিপ্ত ওই সাক্ষাৎকারে স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকের প্রসঙ্গ আসে। টিউলিপের সঙ্গে ইউনূস দেখা করবেন কি না, তা জানতে চাওয়া হয়। দুদকের তদন্ত নিয়ে টিউলিপ যেসব অভিযোগ করছেন, সেসব বিষয়েও প্রধান উপদেষ্টার ব্যাখ্যা চাওয়া হয় নানাভাবে।

এর পাশাপাশি জানতে চাওয়া হয়, ব্রিটিশ সরকার বাংলাদেশের সাহায্য কমিয়ে দিলে তার কতটা প্রভাব পড়বে।

রাজিনি বৈদ্যনাথনের প্রশ্ন এবং মুহাম্মদ ইউনূসের --১৭ পৃষ্ঠায়

জার্মানিতে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ইসলামবিদ্বেষ

পোস্ট ডেস্ক : জার্মানিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার এবং সহিংসতার ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছে জার্মান সংগঠনগুলির একটি জোট। তারা সতর্ক করে দিয়েছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থার অভাবের

কারণে প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। মঙ্গলবার প্রকাশিত তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে, ক্লেইম জোট ২০২৪ সালে ৩,০৮০টি মুসলিম-বিরোধী ঘটনা রেকর্ড করেছে, যা আগের বছরের ১,৯২৬টি থেকে বেশি। পরিসংখ্যানগুলি সরাসরি তুলনামূলক নয়, কারণ বছরজুড়ে উপদেষ্টা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৭ থেকে বেড়ে ২৬টিতে দাঁড়িয়েছে।

গ্রুপটি জানিয়েছে, আক্রান্তদের প্রায় ৭০ শতাংশ মুসলিম মহিলা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জার্মানিতে মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের ইহুদি-বিরোধী, সন্ত্রাসী এবং ছুরিধারী অপরাধী হিসেবে দেখানো হয়, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, রাজনৈতিক বিতর্ক এবং বৃহত্তর সমাজে সম্প্রদায়ের চিত্র প্রতিফলিত করে। মৌখিক ও শারীরিক আক্রমণও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে ৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে দক্ষিণ ইসরাইলে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের অনুপ্রবেশের পর এবং এটি গত বছর জার্মানিতে সন্দেহভাজন মুসলিমদের উপর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত। মানবাধিকার কর্মকর্তা গুজিন চেহা বলেছেন যে, জার্মানির মুসলিম বাসিন্দাদের উপর --১৬ পৃষ্ঠায়

অবশেষে অস্কার পাচ্ছেন টম ক্রুজ

পোস্ট ডেস্ক : হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা টম ক্রুজ অবশেষে পাচ্ছেন অস্কারের স্বীকৃতি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অসংখ্য সুপারহিট সিনেমা উপহার দেওয়া এই তারকাকে এবার সম্মানসূচক অস্কারে ভূষিত করতে চলেছে একাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস। --১৬ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসে ডিজেবল কমিউনিটির জন্য ৮.৫ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত বিনিয়োগের ঘোষণা

সরকারের ডিজেবিলিটি বেনিফিট বা প্রতিবন্ধীদের দেওয়া সুবিধাসমূহ কাটছাঁটের সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে টাওয়ার হ্যামলেটসের ১৬ হাজার ৩৮৮টি পরিবারের ওপর। নতুন এক বিশ্লেষণে এই তথ্য উঠে এসেছে। সরকারের এই কাটছাঁটের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পার্সোনাল ইনডিপেন্ডেন্ট পেমেন্ট (পিআইপি) এবং লিমিটেড ক্যাপাবিলিটি ফর ওয়ার্ক-রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি (এলসিডব্লিউআরএ) সুবিধা।

এমন পরিস্থিতিতে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বারার ডিজেবল বাসিন্দাদের সহায়তায় ৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। ১৩ জুন শুক্রবার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে আয়োজিত ‘মেয়র’স ডিসঅ্যাবিলিটি রোডশো’তে এই বিনিয়োগের ঘোষণা দেন নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান।

এই বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে ফ্রি হোমকেয়ার সেবার জন্য অতিরিক্ত ৫ মিলিয়ন পাউন্ড, যার মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটস হ্যামারস্মিথ অ্যান্ড ফুলহামের পর দেশের দ্বিতীয় কাউন্সিল হিসেবে এই সেবা চালু করছে। এছাড়া টেকনোলজি-সহায়ক সেবার উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হবে ১ দশমিক ১০৮ মিলিয়ন পাউন্ড, যা সংশ্লিষ্ট বাসিন্দাদের জীবন পরিবর্তনকারী সরঞ্জাম প্রদানের সুযোগ বাড়াবে।

বিশেষ শিক্ষা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন তরুণদের (সেন্ড) প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রবেশে সহায়তা করতে বিশেষায়িত কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১ মিলিয়ন পাউন্ড। আরও ১ দশমিক ৩ মিলিয়ন পাউন্ড দেওয়া হবে মেয়রের কমিউনিটি গ্রান্ট ফান্ডের মাধ্যমে ডিজেবল ব্যক্তিদের সহায়তায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনকে।

হোয়াইটচ্যাপেলস্থ টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে বারার ডিজেবল বাসিন্দা, সেবাদানকারী সংস্থা ও কেয়ার সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা পর্বটি পরিচালনা করেন কাউন্সিলের প্রিন্সিপাল সোশ্যাল ওয়ার্কার, সারা মারফি। নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান ছাড়াও অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ডেফপ্লাস এর নির্বাহী পরিচালক রেজ কোব, ভ্যালান্স কমিউনিটি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর কমিউনিটি ম্যানেজার ইকবাল হোসেন এবং হেলথ, ওয়েলবিয়িং এন্ড সোশ্যাল কেয়ার বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, বারার ডিজেবল কমিউনিটির জন্য আমাদের অঙ্গীকার অবিচল। এই রোডশো’র মাধ্যমে আমরা স্থানীয় সেবাগুলো আরও সহজলভ্য করতে চেয়েছি। সরকারের ডিজেবল বেনিফিট কাটছাঁটের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সারাদেশের লক্ষাধিক পরিবারকে চাপের মুখে ফেলেছে। আমরা স্থানীয়ভাবে সম্ভাব্য সবকিছু করছি, কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে এই কাটছাঁট বন্ধ করা প্রয়োজন।”

তিনি আরও যোগ করেন, “টাওয়ার হ্যামলেটস সবসময়ই সংকটের মুখোমুখি হওয়া বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়িয়েছে - হোক তা শীতকালীন জ্বালানি ভাতা পুনর্বহাল করা বা সার্বজনীন বিনামূল্যে স্কুল মিল চালু করা। সরকার শেষ পর্যন্ত আমাদের পদক্ষেপ অনুসরণ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তারা এখনও দেশের সকল শিশুর জন্য বিনামূল্যে স্কুল মিল নিশ্চিত করেনি, যার ফলে হাজারো শিশু এখনও ক্ষুধার্ত অবস্থায় স্কুলে যায়।”

মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে জাতীয় সরকারের দায়িত্ব পালন করা টেকসই নয়। আমরা সরকারকে এই কাটছাঁট প্রত্যাহার এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।”

হেলথ, ওয়েলবিয়িং এন্ড সোশ্যাল কেয়ার বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার বলেন, “এ ধরনের রোড শো আয়োজন কমিউনিটির মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আমরা আমাদের ডিজেবল বাসিন্দাদের জন্য আরও সমন্বিত সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করছি। তাদের জন্য আমাদের এই অতিরিক্ত বিনিয়োগ তাদের মৌলিক মানবাধিকার ও জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করবে।”

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন, যেখানে সহায়ক প্রযুক্তি, চাকরির সুযোগ এবং সামাজিক সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন।

ডাবল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ইলফোর্ডের গুডমেইজ এলাকায় কাপল আথবা মহিলার জন্য পরিবারের সাথে একটি ডাবল রুম ভাড়া দেয়া হবে।

● চাইলে দুইজন মহিলা রুম শেয়ার করতে পরবেন ● সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন, আধুনিক ডিজাইন ● গুডমেইজ স্টেশন থেকে হাটার দুরত্ব ● বিদেশী ছাত্রী কিংবা স্বামী-স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর ● সব ধরনের বিল ইনক্লোডেড।

যোগাযোগের জন্য
সেলিম মিয়া - 07931170682

লন্ডনে স্বাস্থ্যকর স্কুল অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে টাওয়ার হ্যামলেটস

লন্ডনের মেয়রের 'হেলদি স্কুলস' কর্মসূচিতে টাওয়ার হ্যামলেটস সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। ব্রোঞ্জ, সিলভার ও গোল্ড পুরস্কারের ক্ষেত্রে অন্যান্য অঞ্চলকে পেছনে ফেলে সর্বাধিক স্কুল পুরস্কৃত হয়েছে এই বরোতে।

স্কুলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় শিক্ষকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে সম্মান জানাতে এবং এই অর্জনকে উদযাপন করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল টাউন হলে একটি ‘হেলদি লাইভস সেলিব্রেশন’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বারার ২৩০-এরও বেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লন্ডনের ডেপুটি মেয়র জোয়ান ম্যাককার্টনি এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র এবং এডুকেশন, ইয়ূথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ূম তালুকদার স্কুলগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে ‘হেলদি স্কুলস লন্ডন’ পুরস্কার, ‘অ্যাজমা অ্যান্ড অ্যালার্জি ফ্রেন্ডলি স্কুল’ স্বীকৃতি এবং ‘ফ্যান্টাস্টিক ফুড ইন স্কুলস’ প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। রয়্যাল ব্যালে, ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ফাউন্ডেশন এবং স্থানীয় খামারের প্রাণীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

এডুকেশন, ইয়ূথ এন্ড লাইফলং লার্নিং বিষয়ক লিড মেম্বার কাউন্সিলর মাইয়ূম তালুকদার বলেন, “স্বাস্থ্যকর স্কুল অর্জনে টাওয়ার হ্যামলেটসের শীর্ষ অবস্থান আমাদের জন্য গর্বের। এটি আমাদের স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রতিফলন। আজকের এই উদযাপন তাদের কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে।”

লন্ডনের ডেপুটি মেয়র জোয়ান ম্যাককার্টনি বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটসের স্কুলগুলো স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় যে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এই সাফল্য কমিউনিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। লন্ডন মেয়রের হেলদি স্কুলস প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা স্কুলগুলোকে এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করছি যেখানে প্রতিটি শিশু স্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে উঠতে পারে।”

কাউন্সিলের 'হেলদি লাইভস টিম' স্কুলগুলোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা করে। প্রশিক্ষণ, সম্পদ ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শের মাধ্যমে তারা স্কুলগুলোতে সুস্থতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখছে।

ইজরায়েল কর্তৃক ইরানে হামলা বন্ধ ও ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার আহবান ইউরোপ জমিয়তের

গত ১৫জুন রোববার ফোর্ড স্কয়ার কনফারেন্স হলে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনী ও কর্মী সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এ আহবান জানান।

সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা মুফতি জিল্লুল হকের সভাপতিত্বে ও মহাসচিব মুফতি মাওসুফ আহমদ এর সঞ্চালনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় হাফিজ আব্দুল্লাহ রাব্বানির কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে।

এতে বক্তব্য রাখেন ইউরোপ জমিয়তের প্রধান উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা শামসুল হক, সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আশরাফ আলী, সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, সহ-সভাপতি হাফিজ মাওলানা মোবারক আলী, যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মামনুন মুহিউদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল বাসিত, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোখতার হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাবিল আহমদ, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সভাপতি মাওলানা জসিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুর রহমান, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আনওয়ার হোসাইন রাব্বানী, সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু সুফিয়ান, তাফসিরুল কুরআন বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আওয়াল, যুব বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা হোসাইন আহমদ, নির্বাহী সদস্য মাওলানা কামাল উদ্দিন প্রমুখ।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বক্তারা বলেনঃ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাবিত নারী নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এবং ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী। পাশাপাশি এই নারী নীতিমালা আবহমান কাল থেকে চলে আসা বাংলাদেশি সংস্কৃতির বিপরীত একটি নীতি। তাই অনতিবিলম্বে এই নীতিমালা বাতিল করতে হবে। নারীর ন্যায্য অধিকার এবং সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয় এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যৌক্তিক ও প্রয়োজনীয় সংস্কারকে আমরা স্বাগত জানাই কিন্তু সংস্কারের নামে ইসলাম বিরোধী কোনো এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা যাবেনা, সে ব্যাপারে সবাইকে সোচ্চার ও সতর্ক থাকতে হবে।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন- মুফতি ফয়জুর রহমান, মাওলানা শফিকুল ইসলাম, মাওলানা আখলাক আহমদ চৌধুরী, হাফিজ মুশাররফ আহমদ, মাওলানা মাহবুবুর রহমান, হাজী শায়েস্তা মিয়া, হাজী আব্দুল খালিক, হাজী জয়নুল ইসলাম, হাজী আনওয়ার বখত, হাজী জাফর মোহাম্মদ, মাওলানা আব্দুল করীম ও হাজী মাশুক আহমদ প্রমুখ।

লন্ডনে মুদাব্বির হোসেন মুনিম রচিত গ্রন্থ 'হৃদয়ে হৃদয়ে জিয়াউর রহমানের ছোঁয়া'র মিডিয়া লঞ্চিং অনুষ্ঠিত

"মাত্র দশ বছর বয়সে বড়লেখায় শহীদ জিয়ার হাতে করমর্দনের মাধ্যমে তাঁর জীবনদর্শনের প্রথম স্পর্শ পাই, সেই মুহূর্তটি আজও আমার হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে আছে"

লন্ডন, ১৫ জুন ২০২৫: লন্ডনে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মুদাব্বির হোসেন মুনিম রচিত 'হৃদয়ে হৃদয়ে জিয়াউর রহমানের ছোঁয়া' জীবনীগ্রন্থের মিডিয়া লঞ্চিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ জুন শুক্রবার বিকেলে লন্ডনের বাংলা প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

এসময় লেখক মুদাব্বির হোসেন মুনিমের দুই পুত্র আদরিয়াব মোদাব্বির ও অ্যালেক্স মোদাব্বির এবং তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধু অ্যাকাউন্টেন্ট মুহিত উদ্দিন ও মুহাম্মদ জুবায়ের আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট মুদাব্বির হোসেন মুনিম বলেন, ছাত্রজীবন থেকেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ জন্ম নেয়। দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি যাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ছিল- আজকের বাংলাদেশে সেই মানুষটির অভাব গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে । সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা, বিশেষত জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রগঠন ও নেতৃত্বে যে নতুন বন্দোবস্তের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সুসংগঠিত, আত্মমর্যাদাশীল ও বাংলাদেশকেন্দ্রিক এক রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রশ্নে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

'তিনি শুধুমাত্র একজন কথার মানুষ ছিলেন না; বরং তিনি কাজের মাধ্যমে নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠাকারী । তাঁর জীবন যেন এক অনিঃশেষ কাব্য। তাঁকে সীমিত পরিসরে উপস্থাপন করা কঠিন হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর আদর্শের আলোয় সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই।'

নিজের লেখার পেছনের অনুভূতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই বইটি কোনো গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়; বরং একজন সাধারণ নাগরিকের হৃদয়ে রাষ্ট্রনায়ক শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রতি যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বেঁচে আছে, তারই এক ক্ষুদ্র প্রকাশ। তাঁর রাষ্ট্রদর্শন আজকের বাংলাদেশেও নতুনভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। এই ক্ষুদ্র প্রয়াস তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধার নিঃস্বার্থ নিবেদন।

শহীদ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে নিজের শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলেন, মাত্র দশ বছর বয়সে বড়লেখায় শহীদ জিয়ার হাতে করমর্দনের মাধ্যমে তাঁর জীবনদর্শনের প্রথম স্পর্শ পাই। সেই মুহূর্তটি আজও আমার হৃদয়ে জীবন্ত হয়ে আছে। তাঁর আদর্শ আমার চিন্তা, কর্ম ও মূল্যবোধকে আজীবন প্রভাবিত করে চলেছে।

বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে মুদাব্বির হোসেন মুনিম বলেন, গ্রন্থটি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রদর্শন, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার একটি আন্তরিক প্রয়াস। এতে তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা, অর্থনীতি, রাজনীতি, কৃষি, কূটনীতি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিকসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বইয়ের প্রতিটি অধ্যায় নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে সাজানো হয়েছে

উল্লেখ করে বলা হয়েছে, একে অপরের সঙ্গে সরাসরি ধারাবাহিক না হলেও পাঠক যে কোনো অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে পড়তে পারবেন। এতে করে পাঠক অল্প সময়ের মধ্যেই বইটির মূল বার্তা ধারণ করতে পারবেন।

গ্রন্থে প্রচুর ছবি যুক্ত থাকায় পাঠকদের কাছে বিষয়বস্তু আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বইটিতে শহীদ জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রদর্শনের ২৬টি আদর্শিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষভাবে তাঁর কিছু প্রেরণাদায়ক ও ঐতিহাসিক উক্তি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: 'মানি ইজ নো প্রবলেম'-অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অদম্য আত্মবিশ্বাসের প্রতীক এবং 'আই ইউল মেক দ্যা পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্যা পলিটিশিয়ান্স'-সততা ও জবাবদিহিমূলক রাজনীতির প্রতি তাঁর দৃঢ় অঙ্গীকার।

লেখক বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক পুনর্গঠনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রদর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বইটি বাংলায় রচিত হলেও প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে পুরো গ্রন্থটি ইংরেজিতেও অনুবাদ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মুদাব্বির হোসেন মুনিম মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায় জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব থেকেই তিনি পরিবার থেকে ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সততার আদর্শ শিখে বড় হয়েছেন। তিনি বড়লেখা পিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি, তিতুমীর কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা সিটি কলেজ থেকে বি.কম (অনার্স) সম্পন্ন করেন। এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

পরবর্তীতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে পেশাগত জীবন শুরু করেন। ১৯৯৮ সালে পেশাগত জীবন শুরু করে জিলেট, প্রোক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল, কোকা-কোলা ও কডাকের মতো বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করার সুযোগ পান। ২০০৪ সালে যুক্তরাজ্যে 'এম.এইচ.সি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস' প্রতিষ্ঠা করে সেটিকে সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন । তিনি সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ডেনমার্কের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল অব স্ক্যান্ডিনাভিয়া (আইবিএসএস) থেকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি আইসিএডব্লিউ (এফসিএ), আইএফএ (এফএফএ), এটিটি (এফটিটি), আইএএ (এফএআইএ) এবং আইপিএ অস্ট্রেলিয়া (এমআইপিএ)-এর ফেলো সদস্য। ছাত্রজীবনে তিতুমীর কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রদলের কল্যাণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তিন সন্তানের জনক। বড় ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ছোট ছেলে ফাইন্যান্সে পড়াশোনা করছে এবং মেয়ে আয়শা নবম শ্রেণির ছাত্রী। তাঁর স্ত্রী জোহরা মুদাব্বির যুক্তরাজ্যে একজন সফল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে কর্মরত।

লন্ডনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ঈদ পুনর্মিলনী

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার ঈদ পুনর্মিলনী সভা গতকাল ১৫ জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে হলে অনুষ্ঠিত হয়।

শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ আল আমীন ভূঁইয়ার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান।বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, মাওলানা নাজিম উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ, সহ সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মন্‌জুরুল হক, বায়তুলমাল সম্পাদক ইমাম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মুফতী মাশহুদুর রহমান, আলহাজ্ব সৈয়দ কবি রফিকুল হক, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ, মাওলানা মাছুম আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান, বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শরিফ উদ্দিন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক মাওলানা নাঈম আহমদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব শাহ জাহান সিরাজ, নির্বাহী সদস্য আলহাজ্ব আহমদ আলী, আলহাজ্ব তাজ উদ্দীন, মুহাম্মদ জাবির আহমদ, প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, যে কোন মূল্যে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ঐক্য আমাদের ধরে রাখতে হবে।দেশ ও বিদেশে ফ্যাসিবাদের দোসররা সক্রিয় ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হলে ঐক্যবদ্ধতার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের ভবিষ্যত কে রক্ষা করতে হলে ইসলাম ও দেশ প্রেমিক ইসলামী শক্তির কার্যক্রর বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।

বৃটেনের কার্ডিফে বিগ -হালাল ফুড ফেস্টিভ্যাল সফলভাবে সম্পন্ন; স্বাদ, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির মিলনমেলা

ইসলামে হালাল খাবার হলো সেই সব খাদ্য, যা কোরআন ও হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়নি, যা পবিত্র ও উপকারী, গনতন্ত্রের মাতৃভূমি নামে খ্যাত মাল্টিকালচারাল ও মাল্টিন্যাশনাল এবং বহুসংস্কৃতির শহর বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কার্ডিফ শহরের কার্ডিফে -বে ওয়েলস মেলোনিয়াম সেন্টারে ওয়েলস বাংলা নিউজ এর সম্পাদক কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন, প্রতিবছরের মতো এবার ও কার্ডিফের বৃহত্তম হালাল খাবার উৎসব যুবসংগঠক সাজ হারিছ এর টিমের সাবিক ব্যাবস্থাপনায় আয়োজিত এই হালাল উৎসবটি শুধু বাংলাদেশ ও স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক হালাল রেস্তোরাঁ, ফুড ট্রাক এবং শেফদের তৈরি সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। এই ইভেন্টে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন সংস্কৃতির হালাল ডিশ যেমন বাংলাদেশি, ইন্ডিয়ান কুজিন, পাকিস্তানি, আরবি, তুর্কি, দক্ষিণ এশিয়, উত্তর আফ্রিকান, এবং কানাডিয়ান ফিউজন হালাল

আনন্দঘন ও উৎসবমূখর পরিবেশে প্রতিবছরের মতো গত ১৪ জুন (শনিবার) ও ১৫ জুন (রোববার) দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বিগ-হালাল ফুড ফেস্টিভ্যাল ২০২৫।

মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনাচার ও সংস্কৃতি সবার কাছে তুলে ধরতে তৃতীয় বছরের মতো এবারকার চমৎকার আয়োজনে বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর লোকের উপস্থিতি ছিলো চোখে পরার মতো।

স্বাদ, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির মিলনমেলার মূল আয়োজক ওয়েলস বাংলাদেশ ইয়ুথ সোসাইটির অন্যতম কো-অর্ডিনেটর বৃটেনে বেড়ে উঠা নব প্রজন্মের সন্তান সাজ হারিছ মেলা সফল করতে সহযোগিতাকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই উৎসব যা শুধু খাবারের স্বাদ নয়, বরং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনও দৃঢ় করেছে।

আগামী বছর ও এই আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে আয়োজকরা প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেছেন।

ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও মুসলিম কমিউনিটি নয়, সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ হালাল খাবারের স্বাদ নেওয়া সহ সব কমিউনিটিকে একত্র হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এ যেনো এক প্রাণের বন্ধন বলে উল্লেখ করে এই সব ইমেন্টে আগামীতে ও কমিউনিটির সবার সহযোগিতা প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, বিগ -হালাল ফুড ফেস্টিভ্যাল হলো বৃটেনের কার্ডিফের একটি বার্ষিক খাদ্য উৎসব, যেখানে খাবারের প্রেমিকরা একত্রিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের রান্নার স্বাদ উপভোগ করেন। এছাড়াও মেলায় রকমারী স্টলের পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধনের সুযোগ সহ শিশুদের জন্য গেমস ও ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কশপ। হস্তশিল্প ও ইসলামিক কালিগ্রাফি প্রদর্শনী সহ এই ফেস্টিভ্যালের একটি অংশ দান ও স্থানীয় চ্যারিটিকে সমর্থন করে। অনেক সময় ফুড ড্রাইভ বা অনাথ আশ্রমের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

আল কাইয়ুম জামে মসজিদের ফান্ড রেইজিং ২০জুন নর্থাম্পটনে

স্টাফ রিপোর্টার: রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। প্রতিটি মুসলমানের আকাঙ্ক্ষা থাকে মৃত্যুর পর মহান রব যেন জান্নাতে তার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আর তাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলমানগণ আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন, উদ্যোগ নেন, নির্মাণে সহযোগিতা করেন। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে জীবনের ইতি টেনে মহান রবের ডাকে চলে যাওয়া একজন তরুণ হচ্ছেন লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও চ্যানেল এস টেলিভিশন এর রিপোর্টার এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম এর ভাগনা ব্রিটেনের ব্রিস্টল সিটির সামার সেট এলাকার ব্রিটিশ বাংলাদেশী নাদিম উদ্দিন। সে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ২০১৯ সালে ১৭ নভেম্বর মারা যায়। তার রুহের মাগফেরাত কামনায় তার উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে সিলেট নগরীর শাহ জালাল উপশহর এইচ বল্ক ৪ নাম্বার রোড সংলগ্ন বুরহান উদ্দিন আবাসিক এলাকায় আল্লাহর ঘর মসজিদ আল কাইয়ুম জামে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু জমাকৃত অর্থের মাধ্যমে আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণ কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন আপনাদের সহযোগিতার। তাই আগামী ২ড় জুন

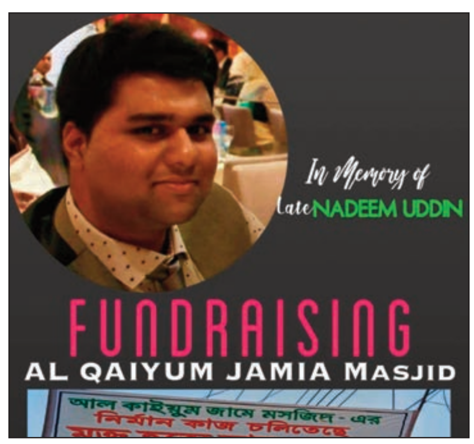

শুক্র বার বাদ জুম্মা নর্থাম্পটনের আল জামাত উল মুসলিমিন অফ বাংলাদেশ মসজিদে ফান্ড রেইজিং করা হবে। তরুনের সপ্ন বাস্তবায়নে আল্লাহর ঘর মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম জাযা দান করবেন।

শিশির মনিরের সাথে বার্মিংহামে মতবিনিময়

প্রবাসীদের শ্রম- ঘামে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে

নিজস্ব প্রতিবেদক: বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনিরের সাথে মতবিনিময় এবং সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বার্মিংহামে বসবাসরত দিরাই শাল্লাবাসী। গত সোমবার স্থানীয় একটি হলে আয়োজিত সভায় বার্মিংহাম ও আশপাশ এলাকায় বসবাসরত দিরাই-শাল্লার প্রবাসীরা যোগ দেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সাদিকুর রহমান। আবু বকরের পরিচালনায় সভায় বক্তারা বলেন, দেশের মূল চালিকা শক্তিই হচ্ছেন আমাদের প্রবাসীরা। প্রবাসীদের শ্রম- ঘাম দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। শুধু তাই নয় এলাকাভিত্তিক উন্নয়নে ও এই প্রবাসীরাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছেন। বিশেষ করে দিরাই-শাল্লার প্রবাসীরা সবসময়ই এলাকার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় বিশিষ্ট আইনজীবী শিশির মনির স্বল্প সময়ে এ ধরনের আয়োজন করায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব।

সভায় অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান বাবুল, আব্দুর রব, মনিরুল ইসলাম, তাজ উদ্দিন, জুয়েল মিয়া, মোফাজ্জল হক, কামরুল ইসলাম, রমজান মিয়া, জামাল উদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, মাহমুদুল হাসান, শাহ কামাল, শফিকুল ইসলাম চঞ্চল প্রমুখ।

লন্ডনে ইউকেবিসিসিআই-র সাথেএফবিসিসিআই-র সভা অনুষ্ঠিত

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্যে, ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) সম্প্রতি ব্রিটেন সফররত বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সাথে ইউকে বাংলাদেশ ক্যাটালিস্ট অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্টীসের এক সৌজন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১১ জুন পূর্ব লন্ডনে ইউকেবিসিআই-র হেড অফিসে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, রহিম মিয়া, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাফেয়ার্স ডাইরেক্ট। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউকেবিসিসিআই-র প্রেসিডেন্ট এম জি মাওলা মিয়া এমবিই।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জামাল উদ্দিন মুকাদ্দুস, মিডল্যান্ডস রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম উদ্দিন আহমেদ, হেড অব ইস্ট অব ইংল্যান্ড রিজিয়ন, সিদ্দিকুর রহমান জয়নাল, ভাইস প্রেসিডেন্ট পাভেল চৌধুরী, ফাইনেন্স ডাইরেকটর কামরু আলি, হারুন মিয়া, ব্যারিস্টার আনোয়ার মিয়া, আব্দুল কাইয়ুম খালিক জামাল, ডং জস উদ্দিন, অলি খান এমবিই, ফারজানা হোসাইন নীলা, সাইফুল আলম।

আরও উপস্থিত ছিলেন ইউকেবিসিসিআই মেম্বারগণ। এফবিসিসিআই এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দলনেতা মোহাম্মদ মাহবুব হাফিজ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সায়েদা আক্তার, শামীম সায়েদি, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, তানভীর মোহাম্মদ দীপু, রাহাত মিতু, মোহাম্মদ নূরে আলম, মোহাম্মদ রাহুল হাজারী, মোহাম্মদ জাকির হোসাইন, মোহাম্মদ সোলায়মান ।

বক্তারা বলেন বৃটেনের এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিনিয়োগ করার জন্য ব্যাবসায়ীদের মাঝে আরো গভীর সর্ম্পক গড়ে তুলতে হবে, তাদের আরো উৎসাহ দিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বান্দব পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছে।

লন্ডনে হিন্দু এইড ইউকের বার্ষিক সধারণ সভা অনুষ্ঠিত

মতিয়ার চৌধুরী, লন্ডন: হিন্দু এইড ইউকের বার্ষিক সধারণ সভা সেন্ট্রেল লন্ডনের হায়দ্রাবাদ-প্যারাডাইস-এ ৬ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনের সদস্য, সমন্বয়কারী ও শুভাকাঙ্খিরা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ সভায় মানবিক প্রচেষ্টার এক বছরের উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণ এবং ভবিষ্যত কাজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়।

সভার শুরুতে হিন্দু এইড ইউকে-এর প্রধান সমন্বয়কারী ড. সুকান্ত মৈত্র সভায় উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ঐক্য সফল গালা ডিনার, সংস্থার আবাসিক হিন্দু যুব শিবির এবং স্থানীয়ভাবে ও বিদেশে খাদ্য সামগ্রি বিতরণ ইত্যাদি তুলে ধরেন। সভায় কার্য্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এরপর বাবু অনুপম সাহা বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এতে ২০২৪ সালের মার্চ থেকে পরিচালিত ১৫টি স্বেচ্ছাসবী সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত প্রজেক্টগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। কোষাধ্যক্ষ বাবু সুজয় সাহা আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বাবু তপন সাহা সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন।

পৃথক করেন। বাবু কমল সাহা যোগব্যায়াম এবং মননশীলতার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি চালু করার প্রস্তাব করেন।

বাবু অধীর দাস, বাবু অজিত সাহা এবং বাবু চিন্ময় চৌধুরী, সকলেই সংগঠনের জন্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। আলোচনায় হিন্দু এইড ইউকে-এর অন্তর্ভুক্তিমূলকপ্রচেষ্টার বিষয়গুলোও উঠে আসে। এর মধ্যে সেলাই মেশিন প্রকল্প সম্পর্কে অজিত সাহার একটি নোটও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুজিত সেন, দীপঙ্কর সরকার, অমিতাভ বণিক, রঞ্জিত সাহা, প্রসনজিৎ পাল, নারায়ণ সহ বেশ কয়েকজন সদস্য কৌশলগত

এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার তার অঙ্গিকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি হিন্দু এইড ইউকে-এর অন্তর্ভুক্তিমূলক মূল্যবোধ তুলে ধরে বলেন, যারা এই নীতিতে বিশ্বাস করেন তাদের সকলকে একই উদ্দেশ্যে অবদান রাখতে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

অ্যাডমিন কোঅর্ডিনেটর বাবু অনুপম সাহা পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী সকলের হাতে তুলে দেন এবং সংগঠনের অর্জনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল খাতওয়ারী আপডেটগুলো অনুসরণ করা হয়। বাবু অনুপম সাহা প্রশাসনিক এবং আর্থিক কার্য্যক্রমের দেন । মিস শুচিস্মিতা মৈত্র যুব সমন্বয়ের উপর একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

মিসেস নন্দিতা সাহা সাংস্কৃতিক দলের প্রতিবেদন অনলাইনে জমা দেন। মিঃ দীপ শর্মা গালা ডিনার ও ম্যাগাজিনের উপর আলোকপাত করেন। বাবু শান্তনু দাশগুপ্ত বিদেশী প্রকল্পগুলো উপস্থাপন করেন। বাবু মিহির সরকার বর্তমান প্রকল্প সম্পর্কে তার আপডেট তুলে ধরেন এবং সংস্থারপরিধি বৃদ্ধির উপর জোর দেন। বাবু পিল্টন দে প্রকল্পগুলো প্রস্তাবনা পেশ করেন।

প্রভাংশু ভট্টাচার্য, অনঘ এবং শ্যামল দত্ত, ডঃ সুনীল রায় উপস্থিত সকলকে তাদের অব্যাহত নিষ্ঠা এবং সেবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাবু অনুপম সাহা নতুন কার্য্যকরী কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন এবং বাবু অজিত নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের সাথে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। নবনিযুক্ত কার্য্যকরী কমিটির অংশ হিসেবে নতুন দুজন সদস্য, মি. দেবাশীষ বণিক এবং ব্যারিস্টার শুভাগতদে-কে কমিটিতে স্বাগত জানানো হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

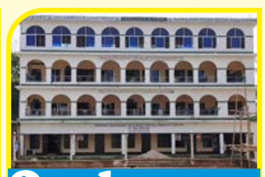
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের কার্য্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত

মানবিক সংগঠন বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের কার্য্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার (১৬ জুন) সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এই সভা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসেন আহমেদ। উপস্থাপনায় ছিলেন সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন। কোরআন তেলাওয়াত করেন সদস্য ইলিয়াছ আহমেদ।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা পীরজাদা হোসেন আহমেদ, অধ্যাপক সফিকুল হক স্বপন, সোহরাব হোসেন, ফরিজ আলী, সুহেল রহমান, সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন, শাহাব উদ্দিন আহমেদ, রিমন চৌধুরী, ইউসুফ জাকারিয়া খাঁন, জাকির আহমেদ, ইলিয়াছ আহমেদ, আব্দুল আহাদ, আব্দুল মানিক, মাহমুদ হোসেন রানা, মাহমুদ সাঈদ, আহমদ হাবিবুর, আরও বক্তব্যে রাখেন অনলাইনে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে সরফ উদ্দিন, আজিজুর রহমান, সিদ্দিক আহমেদ, সালাহ উদ্দিন এনাম, সলিসিটর আবুল কালাম রুকন, ফয়সল উদ্দিন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বিগত রোজার ঈদের সময় সমগ্র বড়লেখা উপজেলা জুড়ে মাংস বিতরণ, বর্ণী মুদৎপুর গ্রামে অসহায় পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য নগদ প্রদানসহ মানবিক কার্য্যক্রমে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং পূর্ব ঘোষিত বড়লেখা উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য নগদ অর্থ সংগঠনের সদস্যদের নিকট হতে উত্তোলন করা হয়।

উল্লেখ্য, বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বড়লেখা উপজেলার সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তায় কাজ করে যাচ্ছে। করোনাকালে সংগঠনটি মানবিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সংগঠনটির উল্লেখযোগ্য কার্য্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-হতদরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র ব্যবসা, রিকশা-ভ্যান, সেলাই মেশিন, গাভী ও ছাগল বিতরণ; সুপেয় পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন; দরিদ্র শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার খরচ বহন; মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় কম্পিউটার বিতরণ; ঈদগাহ ও গৃহ নির্মাণ; অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের হুইলচেয়ার বিতরণ; কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারকে অর্থসহায়তা; রমজান ও ঈদে খাদ্যসামগ্রী ও গরুর মাংস বিতরণ; প্রাকৃতিক দুর্য়োগে সহায়তা এবং ফ্রি চিকিৎসাসেবা প্রদান।

"ক্লাব '৮৫ ইউকে"এর বন্ধু মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

আজ ১৭ জুন এসএসসি ১৯৮৫ ব্যাচের "ক্লাব ৮৫ ইউকে" এর বন্ধু মিলনমেলা ইস্ট লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্ট ভ্যানুতে অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনর এমদাদ আহমেদ এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত রুবী জয়ন্তি অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন সদস্য সচিব আজমল হোসেন । প্রথমে কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রেজা চৌধুরী ।জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় ।

আজ থেকে ৪০ বছর পর আগে বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন স্কুল থেক এস এস সি পাশ করেছেন , যুক্তরাজ্যের মাঠিতে তাদের একত্রিত হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বন্ধু মিলনমেলা উদযাপন যেন ছিল একখন্ড বাংলাদেশ ।

আমাদের প্রিয় স্কুলগুলোর বন্ধন আজ শুধু স্মৃতিময় নয়, বরং একটি প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিলাতে এই প্ল্যাটফর্ম আমাদের একটি বড় পরিবারে পরিণত করেছে - যেখানে আমরা পেশাগত সফলতা, সামাজিক দায়িত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ।

৮৫ ব্যাচের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা। আপনাদের অংশগ্রহণ আমাদের এই উদ্যোগকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আপনাদের মাঝে অনেকেই আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন - কিন্তু হৃদয়ে বয়ে চলেছেন আমাদের স্কুলের সেই সোনালি স্মৃতি।

এই মিলনমেলা শুধু আনন্দের নয় - এটা দায়িত্বেরও। আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই ঐতিহ্য ধারণ করুক, গড়ে উঠুক একে অপরের পাশে থেকে।

চলুন, আমরা সকলে মিলে এই ক্লাবকে আরও কার্য্যকর, সক্রিয় এবং সামাজিকভাবে অবদান রাখার উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করি।

গতরাতে একজনে যথার্থই লিখেছেন যে,
"কঠিন পৃথিবি সহজ হয়
বন্ধু যদি কাছে রয়"

আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের বন্ধু আজমল, রুশী, শাহীন মোস্তফা, জুথি,মানিক, ফয়সল, সুবিন,শহীদ, রিপন, রহিম, মিশকাত, শাহজাহান, কামরুল ,রফিক হায়দার, পারভেজ কোরেশি, শাহজাহান সহ উপস্থিত সকল বন্ধুদের। আমি বিশ্বাস করি এই অনুষ্ঠান আজকে সফল করার পেছনে সবারই কোনো না কোনোভাবে সহযোগিতা আছে। কেউ রেজিস্ট্রেশনে সহযোগিতা করেছেন, কেউ বা অন্যদেরকে উৎসাহিত করেছেন, কেউ কেউ আমাদের পেইজে লাইক, কমেন্টের মাধ্যমে উৎসাহিত করেছেন এবং এভাবে প্রত্যেকেরই অবদান আছে ।

ধন্যবাদ বাংলাদেশের "ক্লাব ৮৫" এর এডমিন মাহবুব সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে। ধন্যবাদ এসএসসি ৮৫ সিলেট গ্রপ এর আহবায়ক এফজাল চৌধুরী ও সদস্য সচিব রাহেনা হক রানা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে। তাদের গতবারের অনুস্টান থেকে অনেক অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ধন্যবাদ ইম্প্রেশন হলের পরিচালকবৃন্দের প্রতি। তাঁরা আমাদেরকে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আজকের এই পুনর্মিলনীর সুযোগ করে দিয়েছেন। জনাব মঈন উদ্দিন আনছার ও হাবিবুর রহমান হাবিবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি "ক্লাব '৮৫ ইউকে" এর পক্ষ থেকে।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা বেথনাল গ্রিনের ডিসকাউন্ট বাজার অনলাইন গ্রোসারি এবং বাংলাদেশের রিয়েল এস্টেট প্রবাসী পল্লী গ্রুপকে তারা আমাদেরকে ডায়েরি, কিং রিং এবং ব্যাগ উপহার দিয়েছেন, বাংলা টাউনের পরিচালক রফিক হায়দার আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, পারভেজ কোরেশী ইউগ আমাদেরকে উনার ব্রিকলেন ফিউনারেল এর পক্ষ থেকে কলম উপহার দিয়েছেন এবং আজমল হুসেন উনাদের এরোলেক্স ট্রাভেল এজেন্সির পক্ষ থেকে র‍্যাফেল ড্র এর প্রথম পুরস্কার লন্ডন সিলেট লন্ডন রিটার্ন এয়ার টিকেট দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আমরা এখন এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যখন পুরনো দিনের গল্প বলতে গিয়ে স্মৃতিচারণে চোখে পানি আসে- আর হেসে উঠলে কোমরে টান পড়ে!

স্কুলে একসময় 'গারজিয়ান" ডেকে আনা' ছিল শাস্তি, এখন 'গার্ডিয়ান' আমরাই!

বন্ধুত্ব তখন ছিল টিফিন ভাগ করে খাওয়া নিয়ে, আর এখন দেখা হলে প্রথম প্রশ্ন করি "ডায়েটিং করো নাকি?"

আমরা গর্বিত, কারণ আমরা শুধু ছাত্র ছিলাম না-হাজারো স্মৃতির অংশ ছিলাম আমরা । আজকের এই মিলনমেলা আমাদের সেই সম্পর্কগুলোর নতুন করে জোড়া লাগানোর সুযোগ ।নুতন করে সেই পুরনো দিনের গান শুনে মনে ব্যাথা পাওয়ার ও সুযোগ। আমরা অনেকেই আজ অনুভব করি-"কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই্‌ আজ আর নেই কোথায় হারিয়ে গেল সোনালি বিকেলগুলো সেই। আজ আর নেই।

কিন্তু আজকের এই মিলনমেলায় সেই পুরনো দিনের বন্ধুত্ব, হাসি, আর সোনালি বিকেল যেন আবার ফিরে এসেছে। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। অনেক ধন্যবাদ

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী–স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি সিটি ফার্ম : শহরের মাঝে এক টুকরো গ্রামীণ উদ্যান

মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, লন্ডন : যুক্তরাজ্যে যান্ত্রিক জীবনের ক্লান্তি থেকে একটু স্বস্তি খুঁজছেন? তাহলে ঘুরে আসুন পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি সিটি ফার্ম থেকে-যেখানে শহরের বুকে খুঁজে পাবেন প্রকৃতি, প্রাণী আর গ্রামের শান্ত পরিবেশ।

পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি ওয়েতে অবস্থিত তিন একরের এই ফার্মটি যেন টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রাণকেন্দ্রে এক টুকরো গ্রামীণ দুনিয়া। এর প্রবেশপথটি স্টেপনি হাই স্ট্রিট ও বেলগ্রেভ স্ট্রিটের মোড়ের রাউন্ডঅ্যাবাউটের কাছে। গত রবিবার (১৫ জুন) দুপুরে আমরা সরেজমিনে এই ফার্ম ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

লন্ডনের স্টেপনি সিটি ফার্মে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক-সকলের জন্য প্রাণী দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে খোলা পরিবেশে খামারের পশু-পাখিদের অবাধ বিচরণ দেখে কেউই নিরাশ হবেন না। দর্শনার্থীরা নিজেদের উদ্যোগে ফার্ম ঘুরে দেখতে পারেন, কোনো বুকিংয়ের প্রয়োজন হয় না।

এখানে সবজি চাষ, শিল্প ও কারুশিল্প তৈরিরও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি শনিবার এখানে অনুষ্ঠিত হয় একটি জনপ্রিয় কৃষক বাজার, যেখানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের সমাহার চোখে পড়ে।

খামারের 'অ্যালটমেন্ট ক্যাফে'-তে রয়েছে মৌসুমি খাবারের বিশেষ মেনু, যেখানে ফার্মে উৎপাদিত তাজা উপকরণ ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এখানে শুধু বিনোদন নয়, এটি একটি শিক্ষামূলক দাতব্য প্রতিষ্ঠানও। প্রতিবছর প্রায় ৫,০০০ স্কুলশিক্ষার্থী ও তরুণ শিক্ষার্থী এখানে অর্থায়িত ক্লাস, ট্যুর ও প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়।

স্টেপনি সিটি ফার্মের লক্ষ্য হলো কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবনের মানোন্নয়ন এবং একটি বৈচিত্র্যময় সম্প্রদায়ের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করা। এখানে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষিকাজের মাধ্যমে সুস্থতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়।

ফার্মটি সবার জন্য উন্মুক্ত, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। রয়েছে প্রতিবন্ধীবান্ধব সুবিধাও। খোলার সময়: মঙ্গলবার থেকে রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা। কৃষক বাজার: শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা।

প্রবেশের জন্য কোনো বুকিং প্রয়োজন নেই। আপনি চাইলে পায়ে হেঁটে কিংবা ট্রেনে স্টেপনি গ্রীন স্টেশনে নেমে কয়েক মিনিট হাঁটলেই পৌঁছে যাবেন এই গ্রামীণ স্বর্গে। ঠিকানা স্টেপনি ওয়ে, লন্ডন, পোস্টকোড: ই১ ৩ডিজি।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় নিয়েও আপনি দেখতে পাবেন নানা প্রজাতির প্রাণী, সবুজ ক্ষেত, আর প্রাকৃতিক নিসর্গ। লন্ডনের মধ্যেই এক টুকরো গ্রাম যেন হাতছানি দিয়ে বলে-'এসো প্রকৃতির কোলে ফিরে যাই।'

বর্ণাঢ্য আয়োজনে কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

লন্ডন, ১৬ জুন: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে "বিশ্বায়নে নজরুল সাহিত্য" শীর্ষক আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নবগঠিত "জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কালচারাল সেন্টার ইউকে"। ১৫ জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্টস সেন্টারে আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার আবিদা ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পিকার সুলুক আহমেদ ও লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের। অনুষ্ঠানে মুল প্রবন্ধ পাঠ করেন শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট শাহ আলম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুহিব চৌধুরী, প্রফেসর মুসাদ্দিক হোসেন, শরীফুজ্জান চৌধুরী তপন প্রমুখ।

সংগঠনের আহ্বায়ক এমাদুর রহমান এমাদের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব শিবলু রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের আকাশে ধ্রুবতারা। তার কবিতা, গান, উপন্যাস ও গল্পে বাঙালি জেনেছে বীরত্বের ভাষা, দ্রোহের মন্ত্র। বাঙালির সব আবেগ, অনুভূতিতে জড়িয়ে আছেন চিরবিদ্রোহী এ কবি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে নজরুলের কবিতা ও গান। কবি নজরুল তার প্রত্যয়ী ও বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপ্ত করেছেন। নজরুল সাহিত্যের বিচিত্রমুখী সৃষ্টিশীলতা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনো প্রাসঙ্গিক। তিনি জুলাই গণঅভ্যুথ্থান ও বিপ্লবেও ভূমিকা রেখেছেন। তার গান ও কবিতা জুলাই বিপ্লবীদের প্রেরণা যুগিয়েছে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখনীর আবেদন চিরদিন নির্যাতিত মানুষকে প্রেরণা জোগাবে। তার কবিতা ও গানে ভালোবাসা, মানবতা ও সাম্যের বাণী বিধৃত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে নজরুলের সাহিত্য ও তার চেতনাকে বিশ্বব্যাপী লালনের মাধ্যমে এবং প্রবাসের নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করার প্রত্যয় নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ হাইকমিশন ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং কমিউনিটির মানুষের মিলিত প্রয়াসে নজরুলের সাহিত্য কর্মের ওপর একযোগে কাজ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে কিশোয়ার মুনিয়ার উপস্থাপনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন সঙ্গীত শিল্পী আলাউর রহমান, সাদিয়া আফরোজ,কাওছার হাবিব,বাপিতা রায়, পুনম ঘোষ, তাহমিনা শিপু, আরাত রনি, একে আজাদ, তানভির কাদের, ফারুকী মিজান, আবু শহীদ রুমান, তামিম আহমেদ পিয়াস বড়ুয়া, সম্রাট, মৃদুল, আরোয়া রশিদ ও নৃত্য পরিবেশন করেন সুপ্তি ও তার দল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক আবদুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, সাংবাদিক ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বদরুজ্জামান বাবুল, অখণ্ড বাংলাদেশ আন্দোলনের নির্বাহী কমিটির সদস্য সাংবাদিক মাহতাব উদ্দিন, ইকুয়্যাল রাইটস ইন্টারন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক মাহবুব আলী খানশূর, সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীন, সাংবাদিক মুহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, তাজুল ইসলাম, কাজী দিলোয়ার, সোহেল আহমেদ সাদিক, মিছবাহুজ্জামান সোহেল, অধ্যাপক মহসিন আকবরী, মোঃ আরিফ আহমেদ, কামরুজ্জামান চৌধুরী, কামাল খান ও মোঃ মাহি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক। তিনি প্রায় তিন হাজার গান রচনা ও বেশির ভাগই সুরারোপ করেছেন- যেগুলো নজরুলসংগীত নামে পরিচিত। তার ডাকনাম দুখু মিয়া। তিনি মাত্র নয় বছর বয়সে ১৯০৮ সালে পিতৃহারা হন। এক সময় গ্রামের মসজিদে মুয়াজ্জিন ছিলেন। অল্প বয়স থেকেই তিনি সংগীত রচনা শুরু করেন। ১৯১৭ সালের শেষভাগ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কর্মজীবনের মধ্যে তিনি ৪৯ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাধারণ সৈনিক করপোরাল থেকে কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদারের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে কলকাতায় এসে তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা জীবনের মূল কাজগুলো শুরু করেন। ১৯২২ সালে 'বিদ্রোহী' কবিতাটির মধ্য দিয়ে সাড়া ফেলেন। একই বছর ২৩ নভেম্বর তার যুগবাণী প্রবন্ধগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় ও একইদিনে তাকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে নেওয়া হয় কলকাতায়। ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি নজরুল আত্মপক্ষ সমর্থন করে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর আদালতে জবানবন্দি দেন। তার এ জবানবন্দি বাংলা সাহিত্যে 'রাজবন্দির জবানবন্দি' নামে বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম মধ্যবয়সে পিকস্ ডিজিজে আক্রান্ত হন ও বাকশক্তি হারান। ফলে আমৃত্যু তাকে সাহিত্যকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ড. মাওলানা শোয়াইব আহমদকে বিজয়ী করে দিরাই-শাল্লার উন্নয়নের সুযোগ দিন: মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী

সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলায় ইনসাফভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক বিশাল গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ, দিরাই উপজেলা শাখার উদোগে রোববার (১৫ জুন) বিকেল ২টায় দিরাই থানা পয়েন্টে এ মহাসমাবেশ শুরু হয়, হাজারো ইসলামপ্রিয় জনতার স্বতস্ফুর্ত উপস্থিতি ছিল মহাসমাবেশে।

মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন দিরাই উপজেলা জমিয়তের সভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন কাসেমী।

মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জমিয়তের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ-সভাপতি ও ভর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন জমিয়তের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি, খতীবে বাঙ্গাল মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব।

প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জমিয়তের সংগ্রামী মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী।

বিশেষ বক্তা হিসেবে গুরত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন জমিয়তের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব এবং সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. মাওলানা শোয়াইব আহমদ।

মহাসমাবেশে সঞ্চালনা করেন দিরাই উপজেলা জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুখতার হোসেন চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবিদুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা এনামুল হক শরিফপুরী।

মহাসমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখেন জমিয়তের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা শায়খ আব্দুল বছীর, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব মুফতি কেফায়াত উল্লাহ আযহারী এবং সহকারী মহাসচিব মাওলানা জয়নুল আবেদীন।

এছাড়াও আরও বক্তব্য রাখেন মাওলানা আখতারুজ্জামান তালুকদার, যুবনেতা হাফিজ মাওলানা ত্বাহা হোসাইন, ওবায়দুল হক চৌধুরী, ছাত্রনেতা সুহাইল আহমদ ইয়াহ্ইয়া এবং জিয়াউল করিমসহ জেলা, উপজেলা, যুব জমিয়ত ও ছাত্র জমিয়তের দায়িত্বশীলগণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী বলেন, দেশে অনেক লুটপাট, চুরি, ডাকাতি হয়েছে। খুন-খারাবি হয়েছে। সন্ত্রাসী সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ধারা সামনে আর দেখতে চাইনা। নির্বাচনের তারিখ মোটামুটি জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। যথা সময়ে যাতে নির্বাচন হয়, নির্বাচন নিয়ে আর যেন কোনো টালবাহানা না হয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলবে এবং সংস্কার কাজও চলমান থাকবে। আমরা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে সারাদেশে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই।

তিনি মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা. এর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,' নবীজি বলেছেন, যে ব্যক্তি মারা গেল এবং তার সম্পদ রেখে গেলো, তার এই সম্পদের মালিক হচ্ছে, তার ওয়ারিশান, তার আত্মীয় স্বজন। আর যদি সে মারা যাওয়ার পর ঋণ রেখে যায় তাহলে এই ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের। তার যদি বিধবা স্ত্রী, বৃদ্ধ মা-বাবা ও সন্তানাদি থাকে, তাহলে তাদের সকল ভরণপোষণ, তাদের চিকিৎসাসেবাসহ শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বও ইসলামী রাষ্ট্রের। কাজেই আমার দেশ থেকে যে টাকা লুটপাট হয়েছে, সেই লুটপাটের টাকা আমরা ফিরিয়ে আনবো এবং এই অর্থ দিয়ে দেশের হতদরিদ্র জনগণের জন্য ব্যয় করব।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী বলেন, "২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার বিপ্লবে জমিয়ত উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছেন আমাদের কর্মীরা। আমরা বর্তমান সরকারকে সহযোগিতা করছি যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা যায়।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা নির্বাচনে অংশ নেব এবং দিরাই-শাল্লা আসনে ড. শুয়াইব আহমদ আমাদের প্রার্থী হবেন। ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হবে। আগের ফ্যাসিবাদী শাসন যাতে পুনরায় ফিরে না আসে, সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।"

তিনি বলেন, "বাংলাদেশে আর কোনো ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার চলবে না। আলেম-উলামাদের বাদ দিয়ে জাতি গঠন সম্ভব নয়।

মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব বলেন, "দিরাই এসে মনে হচ্ছে, এ যেন দেশের বাইরে কোনো অঞ্চল। এত অবহেলিত একটি উপজেলা! জনগণের কল্যাণে কাজ না করলে এমপি হয়ে লাভ নেই।"

তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদের শাসন দেখেছেন আপনারা। এবার পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। সিদ্ধান্ত আপনার, কারা আপনাদের জন্য কাজ করবে।"

কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহ সভাপতি জুনাইদ আল হাবিব বলেন, "আলেমদের মাইনাস করে এবার সংসদীয় নির্বাচন সম্ভব নয়। এবার সংসদে আলেমদের প্রতিনিধি থাকতে হবে, এবং এজন্য দিরাই-শাল্লায় ড. শুয়াইব আহমদের কোনো বিকল্প নেই।"

আলো ছড়াচ্ছে বীরমুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার’

সিলেট অফিস : হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জের মুক্তাহারে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার ‘বীরমুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার’ মুক্তাহার গ্রামকে আলোকিত করার পাশাপাশি জাতীয়ভাবে আলো ছড়াচ্ছে। এর সুফল পাচ্ছেন এলাকাবাসী।”

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত জাতীয়ভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম-২০২৫ এ অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র বিতরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-কলেজ পরিদর্শক মো: সোয়েব আহমেদ উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় গ্রন্থাগারের প্রধান উপদেষ্টা ও অবসরপ্রাপ্ত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা রত্না দাশের সভাপতিত্বে এবং গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রত্নদীপ দাস রাজুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ কলেজ পরিদর্শক মো. শোয়েব আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ৭নং করগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ছাইম উদ্দিন, দিনারপুর কলেজের অধ্যক্ষ তনুজ রায়, হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান মো. মোতাহের তরফদার, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (পজীপ) সাকিল আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা রাসমোহন দাশ, নবীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও আইডিয়াল ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের সভাপতি সলিল বরণ দাশ, নবীগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এম এম মুজিবুর রহমান। মূল্যায়ণকারীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- হাজী আঞ্জব আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক রিয়াজুল করিম চৌধুরী জানু ও নবীগঞ্জ উপজেলা স্কুলের অধ্যক্ষ কাঞ্চন বণিক।

গ্রন্থাগারের সনাতন-দীননাথ পাঠকক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- গ্রন্থাগার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য গৌতম দাশ, পাঠক ফোরামের সভাপতি দেবাশীষ দাশ রতন, সাংগঠনিক সম্পাদক পার্থ দাশ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয় দাশ, সদস্য সাগর দাশ, জনি দাশ, অনিক দাশ, গোপাল দাশ জিৎ, দীপ শেখর দাশ, ক্রীড়া ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রিপন দাশ প্লাবন প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত সারাদেশের ৪০টি বেসরকারি পাঠাগারকে নিয়ে জাতীয়ভিত্তিক গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম-২০২৫ এ ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার’-এর ৩০ জন পাঠক অংশগ্রহণ করেন। এ থেকে ‘এ’ ও ‘বি’ ক্যাটাগরীতে ১ জন করে মোট ২ জন পাঠক সেরা পাঠক নির্বাচিত হন এবং ১ জন পাঠক ‘সেরাদের সেরা পাঠক’ হিসেবে সেরা ১০ এ ২য় স্থান অর্জন করে বিগত ২৯ মে তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালকের হাত থেকে দশ হাজার টাকা নগদ অর্থ, পাঁচ হাজার টাকার সমমূল্যের বই ও সনদপত্র গ্রহন করেন। আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ‘এ’ ও ‘বি’ ক্যাটাগরীতে ৫ জন করে মোট ১০ জনকে সনদপত্র ও ৩০ জনকে সংবর্ধনা স্মারক প্রদান করা হয়।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

মাগুরছড়া বিস্ফোরণ : ২৮ বছরেও মিলেনি ক্ষতিপূরণ

সিলেট অফিস : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মাগুরছড়া বিস্ফোরণের ২৮ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে শনিবার (১৪ জুন)। এখনও বাংলাদেশ সেই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মার্কিন প্রতিষ্ঠান অক্সিডেন্টাল থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারেনি। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হলেও দেশের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনকারীরা সরব রয়েছেন।

১৯৯৭ সালের ১৪ জুন মধ্যরাতে মাগুরছড়া এলাকায় ফুলবাড়ী চা-বাগানের সম্মুখভাগে অবস্থিত ১নং গ্যাস অনুসন্ধান কূপে খননকালে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। আকস্মিক এ বিস্ফোরণের পর আগুনের লেলিহান শিখা ৬০০ ফুট উচ্চতায় উঠে যায়। ভয়াবহ সেই অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য আজও ভাসে মৌলভীবাজার জেলাবাসীর মনের চোখে।

১৯৯৫ সালে বৃহত্তর সিলেটের ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বর ব্লকে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি হয় মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল অব বাংলাদেশ লিমিটেডের। গ্যাস অনুসন্ধান শুরুর পর কমলগঞ্জবাসীর মনে দেখা দেয় আনন্দ। তেল-গ্যাসে সমৃদ্ধ হবে এলাকা- এই ভেবে এলাকার মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত হয়। ৩ হাজার ৭০০ মিটার কূপ খনন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। ৮৪০ মিটার খনন করার পরপরই ঘটে দুর্ঘটনা।

আগুনে চা বাগান, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বিদ্যুৎলাইন, সিলেট-আখাউড়া রেলপথ, শ্রীমঙ্গল-কমলগঞ্জ-শমসেরনগর-ব্রাহ্মণবাজার-কুলাউড়া সড়কপথ, গ্যাস পাইপলাইন, গ্যাসকূপ, রিজার্ভ গ্যাস, পরিবেশ, পানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মারা যায় হাজার হাজার বন্যপ্রাণী ও পাখি। টানা ১৫ দিন আগুন জ্বলার পর যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টনের ইন্টারন্যাশনাল অয়েল কোম্পানির বিশেষজ্ঞ রিচার্ড চাইল্ড রি-সহ চার সদস্যের একটি দল আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

তবে পুরো কূপের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লাগে প্রায় ছয় মাস। মাগুরছড়ায় সংঘটিত ভয়াবহ সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি আজও ভুলতে পারেনি কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল তথা মৌলভীবাজার জেলার মানুষ। সেই বিপুল ক্ষতির জন্য এলাকাবাসী কোনো ক্ষতিপূরণ

পায়নি।

তেল-গ্যাস বিশেষজ্ঞদের মতে, মাগুরছড়া গ্যাসফিল্ডে ভূগর্ভস্থ উত্তোলনযোগ্য ২৪৫.৮৬ বিসিএফ গ্যাস পুড়ে যায়, যার দাম প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। অন্যান্য ক্ষতি আরও ১১ হাজার কোটি টাকা। দুর্ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট একাধিক গবেষণা থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। অগ্নিকাণ্ডে মাগুরছড়া ও আশপাশের ৮৭ দশমিক ৫০ একর এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্ঘটনার পর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মাগুরছড়া গ্যাসকূপ বিস্ফোরণের কারণে ২৯টি চা-বাগানের ৪৬ কোটি ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৮৩০ টাকার ক্ষতি হয়। তা ছাড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৬৯.৫ হেক্টর এলাকার ২৫ হাজার ৬৫০টি পূর্ণবয়স্ক গাছ আগুনে পুড়ে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রায় ৩৩ কোটি ৬১ লাখ টাকার। সরকারের তদন্তে ক্ষতি বাবদ ধরা হয় ৫০৭ কোটি ১২ লাখ টাকা। বাংলাদেশ ট্যুর প্যাকেজ

এ ছাড়া বনাঞ্চলের সম্ভাব্য ক্ষতি হয়েছে ৪০ হেক্টর ভূমি এবং ১৫ হাজার ৪৫০টি বৃক্ষ। ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার পেতে ১০ বছরে ক্ষতির পরিমাণ ৪৮৪ কোটি ৫৮ লাখ টাকা। অর্থাৎ বনাঞ্চলের মোট ক্ষতি ধরা হয়েছে ৯ হাজার ৮৫৮ কোটি ৩১ লাখ টাকা। বিস্ফোরণের ফলে ২ হাজার ফুট রেলওয়ে ট্র্যাক ধ্বংস হয়েছে। এতে রাজস্ব ব্যতীত ক্ষতি হয়েছে ৮১ লাখ ৫৪ হাজার ৩৯৫ টাকা।

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বনের ক্ষতি নিরূপণ করা হলেও এ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায়নি। প্রাকৃতিক বনের ক্ষতি কোনো সময়ে পুষিয়ে ওঠার নয়। পরিবেশ বিপর্যয়ের ব্যাপারে আগের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

সিলেটে দুই উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে বিক্ষোভ শ্রমিক দলের দুই নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

সিলেট অফিস : সিলেটের গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলং পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে দুই উপদেষ্টার গাড়িবহর আটকে বিক্ষোভ করার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত সোমবার (১৬ জুন) তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে রবিবার দিবাগত রাতে তাদের সিলেট ও জাফলং এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হচ্ছেন উপজেলা শ্রমিক দলের সহসভাপতি মো. শাহজাহান (৫০), পূর্ব জাফলং ইউনিয়ন শ্রমিক দলের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন ওরফে দিলু (৫০) ও উপজেলার ছৈলা গ্রামের মো. ফারুক মিয়া (৪০)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার তোফায়েল আহমদ জানান, তাদেরকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করে সোমবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত দেলোয়ার এজাহারভুক্ত ও বাকি দুজন ওই ঘটনায় জড়িত ছিল, যেটা ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্ত করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে আমাদের বিভিন্ন টিম কাজ করে যাচ্ছে।

এর আগে গত রবিবার রাতে সরকারি কাজে বাধাদান, গাড়ি আটক ও

অবরোধের অভিযোগে গোয়াইনঘাট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ওবায়েদ উল্লাহ বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ৯ জনের নাম উল্লেখ করে ১০০ থেকে ১৫০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে।

এর আগে গত শনিবার সকালে জাফলং এলাকা পরিদর্শনে যান পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। ফেরার পথে গোয়াইনঘাটের বল্লাঘাট এলাকায় তাদের গাড়িবহর আটকে দেন বালু-পাথর ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরা।

এস আলমের ২০০ একর জমি জব্দের আদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ১৮০ কোটি ৬১ লাখ টাকা মূল্যের ২০০ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, দুদকের উপপরিচালক তাহাসিন মুনাবীল হক এ আবেদন করা হয়।

শুনানি শেষে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংগঠনের অভিযোগটি অনুসন্ধানপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য টিম গঠন করা হয়েছে। সাইফুল আলম ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্টরা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে বেনামে বিধিবহির্ভূতভাবে ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎপূর্বক নিজ ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্টদের স্থাবর সম্পদসমূহ অন্যত্র হস্তান্তর, স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন।

অনুসন্ধান নিষ্পত্তির পূর্বে এসব সম্পদ হস্তান্তর হয়ে গেলে পরবর্তীতে তা উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়বে। তাই মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে থাকা এসব সম্পদ জব্দের আদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

এর আগে গত ৭ অক্টোবর এস আলম ও তার স্ত্রী ফারজানা পারভীনসহ তার পরিবারের ১২ সদস্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

গত ১৬ জানুয়ারি এস আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের ৩ হাজার ৫৬৩ কোটি ৮৪ লাখ ২১ হাজার টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন একই আদালত।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ৩৬৮ কোটি ২৫ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ১৭৫ বিঘা সম্পদ জব্দের আদেশ দেন আদালত। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ৪৩৭ কোটি ৮৫ লাখ ২ হাজার ২৭৪টি শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব শেয়ারের মূল্য ৫ হাজার ১০৯ কোটি টাকা। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তাদের আট হাজার ১৩৩ কোটি ৫৬ লাখ ৭২ হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত।

গত ১০ মার্চ এস আলমের এক হাজার ছয় বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত।

গত ৯ এপ্রিল তার ৯০ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে। একইদিন আদালত তার ঘনিষ্ঠজনদের নামে থাকা ৩৭৪ টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল এস আলমের এক হাজার ৩৬০ টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। এসব হিসাবে দুই হাজার ৬১৯ কোটি সাত লাখ ১৬ হাজার টাকা রয়েছে। গত ২৩ এপ্রিল তার ৪০৭ কোটি টাকা মূল্যের ১৫৯ একর জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত। গত ২৭ এপ্রিল সাইফুল আলম ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্টদের নামে থাকা ৫৫৯ কোটি ৪৮ লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যের এক হাজার ১৪ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত।

ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে জামায়াতের না থাকা প্রশ্নে যা বললেন প্রেসসচিব

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে আগামীকাল থেকে জামায়াতে ইসলামী যোগ দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় ধাপের সংলাপ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় দফার আলোচনায় জামায়াতের অনুপস্থিতির বিষয়ে এক প্রশ্নে জবাবে শফিকুল আলম বলেন, 'জামায়াতের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা আগামীকালের বৈঠকে যোগ দেবে বলে আশ্বস্ত করেছে।'

অন্তর্বর্তী সরকার নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে, এমন অভিযোগের জবাবে প্রেসসচিব বলেন, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সব দল ও পক্ষকেই সরকার সমান গুরুত্ব দিচ্ছে, কাউকে আলাদা করে দেখছে না।'

লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও প্রধান উপদেষ্টার যৌথ বিবৃতির নিয়ে জামায়াত ও এনসিপির উদ্বেগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রেসসচিব বলেন, 'এতে সরকারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হয় না। মালয়েশিয়ার সরকারও দেশটির বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় বসেছে। এটা সব দেশেই আছে।

তিনি আরো জানান, জুলাই মাসেই 'জুলাই সনদ' প্রকাশ হবে।

ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আলোচনায় যোগ দেন বিএনপি, এনসিপি, সিপিবি, বাসদ, খেলাফত মজলিসসহ প্রায় ৩০টি দলের নেতারা। তবে দেখা যায়নি জামায়াতের কোনো নেতাকে।

নবীগঞ্জে চলন্ত বাসে তরুণীকে গণধর্ষণ

সিলেট অফিস : নবীগঞ্জ পৌর এলাকার সালামতপুরে রোববার রাতে এক তরুণী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ঘটনায় সেনাবাহিনীর একটি টহল দল বাসচালক সাব্বির (২৫)কে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। গতকাল দুপুরে ওই চালককে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অপর অভিযুক্ত বাসের হেল্পার লিটন মিয়া পালিয়ে গেছে। ঘটনার খোঁজ নিতে গতকাল দুপুরে হবিগঞ্জ পুলিশ সুপার নবীগঞ্জ থানায় আসেন।

মামলা ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, রোববার দুপুরে ঢাকার মহাখালী বাসস্ট্যান্ড থেকে বিলাস পরিবহনের একটি বাসে ওঠে ওই তরুণী। তিনি রাজধানীর পূর্ব নাখালপাড়া তেজগাঁও এলাকায় থাকতেন। বাড়ি ফেরার পথে সিলেটগামী বাস থেকে শায়েস্তাগঞ্জ নামার কথা থাকলেও ঘুমিয়ে পড়ায় তিনি নামতে পারেননি। একপর্যায়ে বাসটি মহাসড়কের শেরপুর অতিক্রম করে। এ সময় তিনি বাসের হেল্পারকে গন্তব্য জানালে তাকে মহাসড়কের অচেনা একটি স্থানে নামিয়ে দেয়। লোকজন তাকে নবীগঞ্জগামী একটি বাসে উঠিয়ে দেয়। মা এন্টারপ্রাইজ নামের ওই বাসের সকল যাত্রী মহাসড়কের আউশকান্দি এলাকায় নেমে যায়। রাত পৌনে ১০টায় নবীগঞ্জগামী বাসটি ভাঙ্গারপুল নামক এলাকায় এলে বাসের হেল্পার লিটন

মিয়া প্রথমে তাকে ধর্ষণ করে। পরে বাসের চালক সাব্বির মিয়াও তাকে ধর্ষণ করে। রাত সাড়ে ১০টায় নবীগঞ্জ-শেরপুর সড়কের সালামতপুর এলাকায় ওই লোকাল বাসে মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন বাসটিকে আটক করেন।

ঘটনাস্থল দিয়ে যাবার সময় সেনাবাহিনীর টহলদল লোকজনের চিৎকার শুনে গাড়ি থামায়। এ সময় ওই তরুণী হেল্পার ও চালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করে। এ ঘটনায় গাড়িচালক সাব্বিরকে তাৎক্ষণিক আটক করে পুলিশে দেয়া হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ওই তরুণী জানায়, তিনি ঢাকায় একটি গার্মেন্টসে কাজ করেন। হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার কামারখানির বাসিন্দা তিনি। এ নিয়ে চালক ও হেল্পারের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। থানার ওসি মো. কামরুজ্জামান মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

বিতর্কিত তিন নির্বাচনে জড়িতদের ভূমিকা তদন্তে কমিটি গঠনের নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিতর্কিত তিন জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে জড়িত সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারগণ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবদের ভূমিকা তদন্তে অবিলম্বে একটি কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।

সোমবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের এক বৈঠকে এ সংক্রান্ত আলোচনা শেষে প্রধান উপদেষ্টা ও কমিশন প্রধান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস এ নির্দেশ দেন বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান, সফর রাজ হোসেন ও ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। বৈঠকে কমিশন সদস্যগণ জুলাই সনদ তৈরির কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। কমিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর আলী রীয়াজ বলেন, বেশ কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে। খুব শিগগিরই সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সনদ চূড়ান্ত করে ফেলা সম্ভব হবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, সবাই জুলাই সনদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আমি আশা করি আগামী জুলাই মাসের মধ্যে আমরা এটি জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারবো।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা তার লন্ডন সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, লন্ডনে বাংলাদেশি কমিউনিটির যাদের সঙ্গেই দেখা হয়েছে তারা সংস্কার নিয়ে জানতে চেয়েছে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা খুব আগ্রহী। তারা বিস্তারিতভাবে ঐকমত্য কমিশনের কাজ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছে, মতামত দিয়েছে। যেখানেই গেছি সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'আমরা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবো তো?' আমাদের প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। পোস্টাল ব্যালট এবং আর কী কী অপশন আছে সেগুলো নিয়ে ভাবতে হবে, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। বৈঠকে নির্বাচন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সকল রাজনৈতিক একমত হয়েছে যে, অতীতের তিনটি বিতর্কিত নির্বাচন আয়োজনে কর্মকর্তাদের ভূমিকা তদন্ত ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

ডাবল এবং সিংগেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে

ভেলেন্স রোডস্থ এলাকায় কাপল এবং সিঙ্গেল রুম ভাড়া দেওয়া হবে। চাইলে দুই জন ভাই অথবা দুই বোন ডাবল রুম ভাড়া নিতে পারবেন (দ্বিতীয় তলায়)। সিঙ্গেল রুম যেকোন একজন ভাই অথবা বোন নিতে পারবেন।

- সব ধরনের আসবাবপত্রসহ বড় রুম, উন্নত কিচেন আধুনিক ডিজাইন
- হোয়াইট চ্যাপেল স্টেশনের থেকে ৫ মিনিট হাটার দুরত্ব
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রী কিংবা স্বামী-স্ত্রীদের জন্য অগ্রাধিকর
- সব ধরনের বিল ভাড়া সাথে ইনক্লোডেড

● One double & Single Rooms to be let in Vallance Road near Whitechapel station ● Fully furnished, all bills are included ● Only interested person to contact ● Rent negotiable

Contact : Mr Rahman - 07436 796 415

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই

হঠাৎ করে লিপ্ত হয়ে যাওয়া ইসরাইল - ইরান যুদ্ধ বিশ্ববাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। গাজায় চলমান গণহত্যার মধ্যেই ইরানে ইসরায়েলের হামলা এবং তার জের ধরে মধ্যপ্রাচ্যে যে অশান্তির বিষবাষ্পের উদ্ গিরণ শুরু হয়েছে, তা বৈশ্বিক আতঙ্ক জাগিয়ে তুলেছে। ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের হত্যা এবং তার জবাবে ইসরায়েলে ইরানের প্রত্যাঘাত যে নতুন সংঘাতের সূচনা করেছে, তা স্পষ্টতই অঞ্চলটিতে সর্বাত্মক যুদ্ধে মোড় নিচ্ছে।

ইসরায়েলের দিক থেকে 'তেহরানকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে- যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স যদি ইসরায়েলকে রক্ষায় সামরিক হস্তক্ষেপ করে, তাহলে ইরান ওই দেশগুলোর মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানাবে।

প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন মাত্রায় মোড় নিতে থাকা এই উত্তেজনার আঞ্চলিক পরিসর থেকে বৈশ্বিক উত্তেজনায় রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। যদিও ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইসরায়েলের এই হামলাকে সমর্থন দেননি; কিন্তু ইসরায়েলি পক্ষের দাবি, তারা মার্কিন সম্মতির একটি গোপন সংকেত পেয়েই হামলা চালিয়েছে। ইরান পাল্টা হামলা চালানোর পর ট্রাম্প ইরানের প্রতি 'আরও ভয়াবহ হামলা আসছে', 'চুক্তি করো, নইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না' এবং 'আমরা সব আগেই জানতাম' ইত্যাদি বলে যে দ্বৈত অবস্থানের জানান দিয়েছেন, তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এটি আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে এক বিপজ্জনক সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ইসরায়েল দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যকে নিজের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী পুনর্গঠনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এর অংশ হিসেবে তারা ইরানের পরমাণু কর্মসূচি ধ্বংস করতে চায়। কারণ, ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে ইসরায়েল তার অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে।

তবে ইসরায়েল যদি বিশ্বাস করে থাকে, কেবল কয়েকজন বিজ্ঞানী ও কিছু অবকাঠামো ধ্বংস করলেই ইরানের পরমাণু হুমকি চিরতরে থেমে যাবে, তাহলে তা হবে একটি অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও কল্পনাপ্রসূত হিসাব। বরং, এই হামলার ফলে ইরান হয়তো আরও দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারে এবং তা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোকেও সেই পথে ঠেলে দিতে পারে।

ট্রাম্প তাঁর শপথ গ্রহণ ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার সবচেয়ে গর্বের উত্তরাধিকার হবে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকা।' অথচ এখন তাঁর বক্তব্যে সেই শান্তির ইঙ্গিত অনুপস্থিত। তিনি বলছেন, এই সংঘাত যদি আঞ্চলিক যুদ্ধে রূপ নেয়, তাতেও তিনি উদ্বিগ্ন নন। এই মনোভাব বিপজ্জনক।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির বর্তমান অস্পষ্টতা ও আত্মবিরোধিতা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতাই বাড়াচ্ছে না, বরং তা এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে, যেখানে ভুল সিদ্ধান্তের পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী। এই সত্যকে সবার উপলব্ধি করতে হবে।এই ক্রান্তিকালে বিশ্ব মোড়লদের এগিয়ে আসতে হবে. উচ্চ স্বরে বলতে হবে আমরা যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই।

নির্বাচনী উৎসবের যাত্রা এখন দৃশ্যমান

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

গত রবিবার কালের কণ্ঠে 'দেশজুড়ে ভোটের হাওয়া' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের সময় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে রীতিমতো ভোটের হাওয়া জোরেশোরে বইতে শুরু করেছে। বলা যেতে পারে, ঈদের আনন্দ শেষ হতে না হতেই আবার নতুন এক আনন্দের উৎসব শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন মানুষের মনে যে ভোট দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জমে আছে তার একটি প্রচ্ছন্ন প্রতিচ্ছবি গ্রামগঞ্জের মানুষের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

শুধু ভোটার নয়, প্রার্থীদের জনসংযোগেও এক ধরনের বাড়তি গতি এবং তৎপরতা দৃশ্যমান হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, নির্বাচন কমিশনও বেশ আনুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে। গত রবিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কখন এবং কিভাবে তফসিল হবে, সে বিষয়েও একটি স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।

নির্বাচনের সময়, প্রক্রিয়া, সংস্কার এবং বিচারের প্রসঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এখনো ঐকমত্য তৈরি না হলেও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড প্রভৃতি বিষয়ে সবাই একমত।

তবে এ বিষয়ে এখনো আলোচনার পথ বাকি রয়েছে। কারণ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চূড়ান্ত মানসিকতা কিভাবে ঠিক করবে, কোন মানদণ্ডে তারা আগাবে, সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এমনকি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা পর্যায়ক্রমে শুরু হলেই নির্বাচনী রোডম্যাপের ফ্রেমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হবে বলে আমরা আশা করছি।

তবে নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) অন্যান্য রাজনৈতিক দলের অবস্থান কেমন হবে, তারা কিভাবে নির্বাচনে যাবে, কতগুলো আসনে প্রার্থিতা দেবে, সে বিষয়ে এখনই কোনো পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না।

যদিও গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি জানিয়েছেন, পরিবেশ অনুকূলে থাকলে ৩০০ আসনেই প্রার্থিতা দেবেন। অনেক দিন পর এবার বিএনপি ও জামায়াত আলাদাভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে যাচ্ছে। জামায়াত এরই মধ্যে বিভিন্ন আসনে তাদের প্রার্থীদের নাম আন-অফিশিয়ালি ঘোষণা দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সূত্রে সেগুলো আমরা জানতে পেরেছি।

সাম্প্রতিক সময়ে দেশে যে ইতিবাচক নির্বাচনী হাওয়া শুরু হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে-এটি আমাদের প্রত্যাশা।

আর কোনো নতুন গেম তৈরির মাধ্যমে রাজনীতিতে নতুন কোনো সংকট তৈরি না হোক, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ ও সহনশীল মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। তবে অনেকেই মনে করেন, মসৃণ নির্বাচনী যাত্রা বজায় থাকবে কি না, সেটি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এর আগে লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও মন্তব্য করেছিলেন যে আগামী নির্বাচন বিএনপির জন্য যে খুব সহজ হবে, তেমনটি তিনি মনে করেন না। এমনকি এ বিষয়ে তিনি বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন। নির্বাচন কেমন হবে, কোন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো অংশ নেবে, পক্ষপাতিত্ব থাকবে কি না, যথাযথ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে কি না-এই সবকিছু নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার পেছনে কাজ করে। আর এ কারণে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য বর্তমানে সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের আন্তরিকতা ও সচেতনতাকে মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত মোকাবেলা করার বিষয়টি অধিকভাবে ভাবতে হবে।

সাধারণত গণতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতা পরিবর্তনের মূল মাধ্যম নির্বাচন। রাজনীতিতে পেশিশক্তি, ভোটশক্তির পাশাপাশি দরকার কৌশলী হওয়া। রাজনীতিতে বিজয়ী হতে হলে যেকোনো রাজনৈতিক দল কিংবা শক্তিকেই কৌশলী হতে হবে এবং প্রতিপক্ষের কৌশল বুঝতে হবে। তাহলেই রাজনীতির খেলায় চূড়ান্ত বিজয় সহজ হবে।

জনগণ চায় দেশে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হোক। নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হলে জনগণের আস্থা অনেকাংশে বেড়ে যায়। এবারের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় একটি বিষয় পরিষ্কার যে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা না থাকলে নির্বাচনে কোনোভাবেই বিজয়ী হতে পারবেন না। কোনো প্রতীক বা দলের মনোনয়ন কোনোভাবেই নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মূল কার্ড হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ দেশে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী তরুণ এবং সচেতন। তাদের বেশির ভাগ অংশ এবারই প্রথম ভোট দিতে যাবে।

নির্বাচনের আগেই কোনো রাজনৈতিক দলকে হারিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থেকেও সব রাজনৈতিক দলকে বের হয়ে আসতে হবে। একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল মোটামুটি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনমুখী জনসংযোগের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। কাজেই নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণের রোডম্যাপ এমন হওয়া উচিত, যাতে দেশে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরির মধ্য দিয়ে সব সংকটের সুষ্ঠু সমাধান হয়।

এরই মধ্যে আমরা লক্ষ করেছি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক প্রার্থী তাঁদের প্রচারণায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সব পর্যায়ের নেতারা প্রচারণায় মনোযোগ দিয়েছেন। আবার জোট গঠনের বিষয়েও যথেষ্ট তৎপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। পরিস্থিতি এখন এমন হয়েছে যে দেশের জনগণ সংস্কার প্রশ্নে নির্বাচন আটকে থাকুক এমনটি আর চায় না। নির্বাচন আগে, নাকি সংস্কার আগে-এই প্রশ্নে নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি এখন আর গুরুত্ব পাচ্ছে না। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের মানুষের যে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, ভোটকেন্দ্রে গিয়ে একটি ভোট দেওয়া, সেটি সত্যিকার অর্থে পূরণ হওয়ার চ্যালেঞ্জটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা সত্য যে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের কাছে যে শক্তি, সাহস ও দক্ষতা থাকবে, তা দিয়ে দেশের বিদ্যমান কাঠামোগত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার মানসিকতা থাকতে হবে। যেগুলো এ সরকারের (অন্তর্বর্তী সরকার) পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, সেগুলো নির্বাচিত সরকার করবে-এমন প্রত্যাশা অনেকেই গণমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এখন আমরা দেখতে চাই, যেসব দল ও প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেবে, তারা দেশের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কী ধরনের পরিকল্পনা হাতে নিতে যাচ্ছে।

এখন প্রয়োজন অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে যাবতীয় মৌলিক নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তুত করা এবং তা কার্যকর করা।

বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

সিলেট অফিস : বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত খেতে এসে জগন্নাথপুর উপজেলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের উপজেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিয়া জিম্মাদারকে (২৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

(ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, সে নাশকতা মামলার এজাহারনামীয় ২০ নম্বর আসামী। মামলা দায়েরের পর থেকে সে পলাতক রয়েছে। রোববার তার এক ভাগনার বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে

গত সোমবার তাঁকে সুনামগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। রোববার রাতে জগন্নাথপুর পৌরসভার হাসপাতাল পয়েন্টের একটি কমিউনিটি সেন্টারের সামন থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

জাহিদ উপজেলার সৈয়দপুর-শাহারপাড়া ইউনিয়নের অনুচন্দ গ্রামের মৃত হিরন মিয়া জিম্মাদারের ছেলে।

জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে গ্রেফতার করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ অক্টোবর জগন্নাথপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহীন মিয়া বাদী হয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ৫২ নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে নাশকতা চেষ্টার অভিযোগে থানায় মামলা করা হয়। এ মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ৬০ জনকে আসামী করা হয়। ওই মামলায় এখন পর্যন্ত ১০ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছে।

এসপি পরিচয়ে বিয়ে ডাকাতি সিলেটের জাকারিয়া গ্রেফতার

সিলেট অফিস : অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) পরিচয়ে বিয়ে করে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্যদের নিয়ে ঢাকা ও আশপাশের মহাসড়কগুলোতে ডাকাতি এবং রাষ্ট্র বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সিলেটের জাকারিয়া আহমদ তাপাদার ওরফে রাজন (৩৪) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার ভোরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানাধীন তারাব পৌরসভার বাশার পুলিশ বক্সের মোড়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সন্দেহভাজন হিসেবে তাকে আটক করে থানা পুলিশ।

রোববার দুপুরে তার বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠায়।

আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং রিমান্ড শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

গ্রেফতারকৃত জাকারিয়া সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার কসকনকপুর গ্রামের মৃত আব্দুস সবুর তাপাদারের ছেলে।

রূপগঞ্জ পুলিশের দাবি, জাকারিয়া আহমদ তাপাদারের কাছ থেকে ডিবি

পুলিশের পোষাক, ওয়াকিটকি একটি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড গুলি, একটি ম্যাগজিন, একটি ওয়াকিটকি, ধারালো অস্ত্র, পুলিশের নকল একটি পরিচয়পত্র, বিদেশি মোবাইল ও বিভিন্ন ডিভাইসসহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরিচয়ে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্যদের নিয়ে ঢাকা ও পাশের এলাকার মহাসড়কগুলোতে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ডিবির পোশাক ও ওয়াকিটকি ব্যবহার করে ডাকাতি এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এছাড়াও তার কাছ থেকে সরকারবিরোধী নানা কার্যক্রমে ব্যবহৃত ডিভাইস ও তথ্যপ্রযুক্তির আলামত পাওয়া যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত জাকারিয়ার এএসপি পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে রূপগঞ্জের চানপাড়া পুনর্বাসন কেন্দ্র এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত মাহতাব চৌধুরীর মেয়ে মারিয়া চৌধুরীকে প্রায় চার বছর আগে বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের কয়েকদিন পর যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা দায়ের করেন মারিয়া চৌধুরী।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাকারিয়া বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকা এবং ঢাকায় তার চক্রের আরও ১৪ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

জাকারিয়া আহমদ তাপাদারের স্ত্রী মারিয়া চৌধুরী জানান,, চার বছর আগে জাকারিয়া সঙ্গে মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন জাকারিয়া নিজেকে এএসপি পরিচয় দেন। পরে তাদের দু'জনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই মারিয়া চৌধুরীকে তার পিত্রালয়ে রেখে ঘর সংসার করে আসছেন। জাকারিয়া মারিয়ার কাছে বিভিন্ন সময় যৌতুক নিয়েছে। কিছুদিন আগেও ৫ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন। যৌতুকের টাকা না দেওয়ায় নানা সময় শারীরিক নির্যাতন চালাতেন জাকারিয়া।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী জানান, গ্রেফতার জাকারিয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পরিচয়ে নানা ডাকাতি, ছিনতাইসহ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় জড়িত ও ঢাকার কয়েকটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।

তার বিরুদ্ধে গুরুতর একাধিক অভিযোগের গোপন তথ্য থাকায় উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়। প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশের কাছে সে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে।

রোববার দুপুরে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ইলিয়াস আলীকে ফিরে পাওয়ার দাবীতে বিশ্বনাথে স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ

সিলেট অফিস : আওয়ামী লীগের তৈরী করা 'গুম' নামক কারাগারে বন্দি থাকা সিলেট-২ আসনের সাবেক এমপি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এম. ইলিয়াস আলী ও গাড়ী চালক আনছার আলীকে ফিরে পাওয়ার দাবীতে সিলেটের বিশ্বনাথে বিক্ষোভ মিছিল, পথসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।সিলেট ভ্রমণ গাইড মঙ্গলবার (১৭ জুন) বিকেলে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে এর আয়োজন করা হয়। পৌর শহরের নতুন বাজার এলাকাস্থ উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ের সামন থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে প্রবাসী চত্বরে অনুষ্ঠিত পথসভাস্থলে এসে শেষ হয়। পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গৌছ আলী। পথসভা শেষে দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদানিয়া মাদ্রাসায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আশিকুর রহমান রানার সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম আহবায়ক নূরুজ্জামান ও সাঈদ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিলু মিয়া, যুক্তরাজ্যের ওল্ডহাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিন, জেলা ওলামা দলের আহবায়ক মাওলানা নূরুল হক, উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক শামছুল ইসলাম, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শাহ আমির উদ্দিন।

পথসভায় বক্তারা বলেন, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে আন্দোলন করায় জনতার নেতা এম. ইলিয়াস আলীকে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের তৈরী করা গুম নামক কারাগারে বন্দি করে। আজ প্রায় ১৭ বছরেও আমরা আমাদের প্রিয় নেতার সন্ধান পাচ্ছিনা। তাই বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবী দ্রুত এম. ইলিয়াস আলী সন্ধান বের করা এবং অক্ষত অবস্থায় জনতার ইলিয়াস আলীকে, জনতার মাঝে ফিরিয়ে দেওয়ার। দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ ও পুলিশ লীগ আমাদের উপর ব্যাপক নির্যাতন করেছে। এখন সময় এসেছে এর জবাব দেওয়ার।

এজন্য আমাদেরকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলিয়াসপত্নী তাহসিনা রুশদীর লুনাকে ধানের শীষ প্রতিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে।

কুলাউড়ায় ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে শ্বাসরোধে স্কুলছাত্রীকে হত্যা

সিলেট অফিস : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় স্কুলছাত্রী নাফিছা জান্নাত আনজুম (১৫) হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে পুলিশ। হত্যার সঙ্গে জড়িত মূল ঘাতক প্রতিবেশী জুনেল মিয়া (৩৯)কে গ্রেপ্তার করেছে। জুনেলের তথ্যমতে এবং পুলিশের তল্লাশিকালে হত্যাকাণ্ডের আশপাশের বিভিন্ন স্থানে ফেলে রাখা খুনের শিকার আনজুমের পরিহিত বোরকা, স্কুল ব্যাগ, বই ও একটি জুতা উদ্ধার করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ হত্যাকাণ্ডের রহস্য দ্রুত সময়ে উদ্‌ঘাটনে পুলিশের একাধিক তদন্ত টিম মাঠে কাজ করে। প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে ঘাতক।

সোমবার দুপুরে মৌলভীবাজার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে কনফারেন্স হলে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, প্রথমে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে নানা মিথ্যার আশ্রয় নেয় জুনেল। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে হত্যার কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করে জানায়, নাফিসা ১২ই জুন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পাশের গ্রামে প্রাইভেট পড়া শেষে তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে ফেরার পথে পিছু নেয় সে। একপর্যায়ে জড়িয়ে ধরে জুনেল রাস্তা থেকে নির্জন জঙ্গলের ভেতর নাফিসাকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। নাফিসা চিৎকার করলে তাকে গলা চেপে ধরে হত্যা করে ঝোপে ফেলে রাখে। ১৪ই জুন বিকালে বাড়ির পাশের ছড়ার পাশে দুর্গন্ধ পেয়ে আনজুমের ভাই ও মামা অর্ধগলিত মরদেহটি খুঁজে পান এবং পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে লাশের সুরতহাল প্রস্তুত করে ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে

প্রেরণ করে।

জুনেল পুলিশকে জানায়, তার বাড়ির সামনের একটি রাস্তা দিয়ে স্কুল ও প্রাইভেটে আসা-যাওয়া করতো আনজুম। সেই সুবাদে জুনেল আনজুমের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ধর্ষণের পরিকল্পনা করে জুনেল। তার স্ত্রী শ্বশুরালয়ে চলে গেলে সেই সুযোগে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। প্রেম ও ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে ক্ষুব্ধ জুনেল আনজুমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে।

ঘাতক জুনেল উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের দাউদপুর গ্রামের জাহির মিয়ার ছেলে। পেশায় কাঠমিস্ত্রি। তার এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তান রয়েছে। জুনেল ও আনজুমের বাড়ি পাশাপাশি। এ ঘটনায় থানায় নিহতের মা বাদী হয়ে ১৫ই জুন একটি হত্যা মামলা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, জুনেল খুবই খারাপ ও চরিত্রহীন লোক। এলাকায় তার সম্পর্কে স্থানীয় লোকের তথ্যমতে খোঁজ নিয়ে তাকে প্রথমে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়। এর আগেও সে নারী ও স্কুলগামী মেয়েদের শ্লীলতাহানির ৬-৭টি ঘটনা ঘটিয়েছে। এলাকার স্কুল-কলেজপড়ুয়া মেয়েদের সে প্রায়শই উত্ত্যক্ত করতো। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিক সালিশও হয়েছে। তার মোবাইল চেক করে পর্নো সাইটে ব্রাউজিংয়ের তথ্য দেখে পুলিশের সন্দেহ আরও বাড়ে। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে আটকের দিন দুপুর থেকে রাত প্রায় ১২টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে সে হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কিংবা অন্য কোনো ঘটনা আছে কি না সেটা পুলিশের অধিকতর তদন্তে বের হবে বলে পুলিশ সুপার জানান।

মৃগী কি মানসিক রোগ

ডা. মো. নাজমুল হুদা

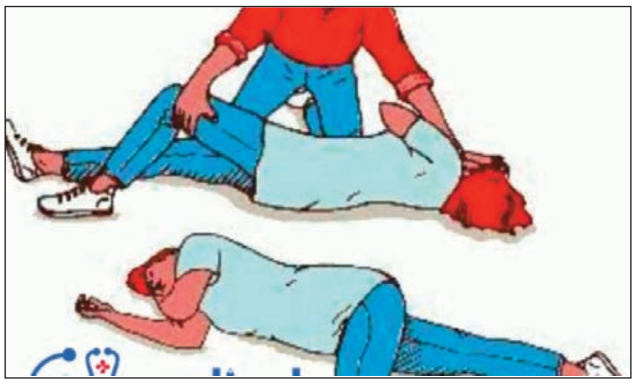

মৃগী রোগ সম্পর্কে আমাদের সবারই কমবেশি ধারণা আছে। এ রোগে খিঁচুনি হয়, রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, ঠোঁট, জিহ্বা কেটে যায়, অনেক সময় পায়খানা-প্রস্রাবের কন্ট্রোলও থাকে না। তবে সব মৃগী রোগেই এ কমন লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় না। খিঁচুনি ছাড়াও মৃগী রোগ হতে পারে, যেমন-বাচ্চারা হঠাৎ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে একদিকে তাকিয়ে থাকে, খেলতে খেলতে কারণ ছাড়া দাঁড়িয়ে যায়, পড়ে যায়, খাওয়ার মাঝখানে কয়েক সেকেন্ডের জন্য খাওয়া বন্ধ করে দেয়, হাত থেকে খাবার পড়ে যায় ইত্যাদি।

এ ছাড়াও ছোট বড় সবার ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন-কয়েকদিন পরপর হঠাৎ করে অস্থির হয়ে যাওয়া, পাগলামি করা, উলটাপালটা কথা বলা যা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত থাকে, তারপর ওষুধ ছাড়াই ভালো হয়ে যায়। ভালো থাকা অবস্থায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে। কিন্তু অসুস্থতার সময় সে কি করেছে তা বলতে বা মনে করতে পারে না-এগুলো সবই মৃগী রোগের লক্ষণ।

রোগের ইতিহাস ঠিকমতো না নিলে মৃগী রোগীর ডায়াগনোসিস প্রায়ই ভুল হয়। বেশিভাগ ক্ষেত্রে মানসিক রোগ সিজোফ্রেনিয়া হিসাবে এদের চিকিৎসা চলে। সিজোফ্রেনিয়ার সঙ্গে এ ধরনের মৃগী রোগের মূল পার্থক্য হলো-সিজোফ্রেনিয়ায় রোগীর পাগলামি, অস্বাভাবিক আচরণ ওষুধ ছাড়া কমে না, কিন্তু মৃগী রোগীর অস্বাভাবিক আচরণ সাময়িক, রোগের 'এটাক পিরিয়ড' শেষ হলে রোগী আবার সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে যায়।

* ভ্রান্ত ধারণা: মৃগী রোগীর আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই ভাবেন, এ রোগের সমস্যাগুলো জিন-ভূতের আছরে হয়। সে জন্য ঝাড়ফুঁক করেন। ঝাড়ফুঁকের সঙ্গে কবিরাজের বিভিন্ন বিধি-নিষেধে রোগী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মনে করেন মৃগী রোগ ছোঁয়াচে; রোগী থেকে রোগীর আত্মীয়স্বজন, স্বামী-স্ত্রীর মৃগী রোগ হতে পারে-এটাও ভুল। অনেক ক্ষেত্রে বিয়েশাদিও ভেঙে যায়, যে ওই মেয়ের এ রোগ কখনো ভালো হবে না, ভবিষ্যতে তার ছেলেমেয়ে হলে তারা সুস্থ হবে না। এসবই ভ্রান্ত ধারনা।

* চিকিৎসা: মৃগী রোগে সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এজন্য চিকিৎসকরা প্রথমে আমরা কম ডোজে ওষুধ শুরু করেন। কারণ সবার ক্ষেত্রে ওষুধের একই রকম ডোজ প্রয়োজন হয় না। বেশিভাগ ক্ষেত্রে ওষুধের কম ডোজেই রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে কম ডোজে রোগটি কন্ট্রোল না হলে অনেকের ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ডোজ বাড়াতে হয়, এমনকি গুটিকয়েক রোগীর রোগ নিয়ন্ত্রণে এমনকি একাধিক ওষুধের ম্যাক্সিমাম ডোজের প্রয়োজন হয়। ২-৪ বছর নিয়মিত ওষুধ খেলে মৃগী রোগ সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস, প্রেসার, হাঁপানি ইত্যাদি রোগের মতো মৃগী রোগের ওষুধও নিয়মিত খেয়ে যেতে হয়। এতে রোগী উপসর্গহীনভাবে সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে, ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ যাতে বন্ধ করা না হয়।

ক্যান্সার নিয়ে গবেষকদের সতর্ক বার্তা

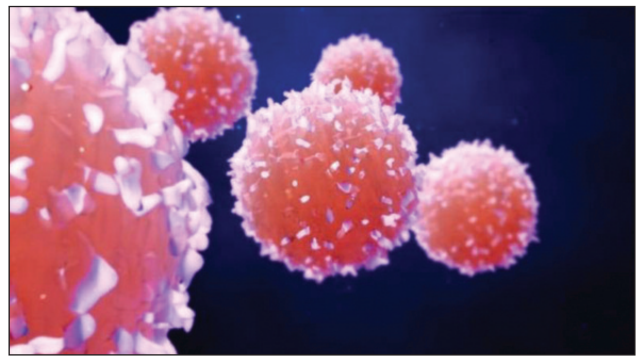

পোস্ট ডেস্ক : ক্যান্সার নিয়ে সতর্ক বার্তা দিলেন গবেষকরা। তারা বলছেন-স্থূলতা, তামাক ও অ্যালকোহল ব্যবহার ও বায়ু দূষণের কারণে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়বে।

২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা সাড়ে ৩ কোটিতে পৌঁছতে পারে বলে ধারণা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

১৮৫টি দেশের ৩৬ রকমের রোগ বিশ্লেষণ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার এই পূর্বাভাস দিয়েছে।

সিএনএন জানিয়েছে, ২০২২ সালে বিশ্বে ক্যান্সার আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২ কোটি; সেই হিসাবে পরবর্তী ২৮ বছরে এ সংখ্যা ৭৭ শতাংশ বেড়ে যাবে।

গবেষকরা তাদের বিশ্লেষণে জানিয়েছেন ২০২২ সালে বিশ্বে ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রভাব ছিল ২৫ লাখ; যা মোট শনাক্তের ১২ দশকি ৪ শতাংশ। এরপরই রয়েছে নারীদের স্তন ক্যান্সার, কোলোরেক্টাল, প্রোস্টেট ও পাকস্থলীর ক্যান্সার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অসংক্রামক রোগ বিভাগের পরিচালক বেন্তে মিক্কেলসেন এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারে আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্য ও আর্থিক সুরক্ষার অভাবের ওপর আলো ফেলেছে এ গবেষণা। বিশেষ করে নিম্নআয়ের দেশগুলো ক্যান্সারের প্রাথমিক সেবা ও চিকিৎসা দিতে অক্ষম।

প্রেগন্যান্সিতে থাইরয়েডের সমস্যা

ডা. মো. মাজহারুল হক তানিম

যাঁরা গর্ভধারণ করতে চাচ্ছেন, তাঁদের থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে। হাইপারথাইরয়েডিজম (থাইরয়েড হরমোনের আধিক্য) এবং হাইপোথাইরয়েডিজম (থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি) উভয়ই গর্ভধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি মায়ের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু ফুটতে

(ওভুলেশন) বাধা দেয়। এ জন্য যাঁদের থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি আছে, তাঁদের কনসিভ করতে সমস্যা হতে পারে। তাই কনসিভ করতে দেরি হলে অবশ্যই থাইরয়েড হরমোন পরীক্ষা করা উচিত।

হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণ

- ❑ ক্লান্তি * তন্দ্রাভাব * অবসাদ
- ❑ শীত সহ্য করতে না পারা
- ❑ ওজন বৃদ্ধি পাওয়া * কোষ্ঠকাঠিন্য
- ❑ অনিয়মিত মাসিক
- ❑ মাসিকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ
- ❑ কনসিভ করতে সমস্যা বা ইনফর্টিলিটি
- ❑ হাইপারথাইরয়েডিজমের লক্ষণ
- ❑ দ্রুত ওজন কমে যাওয়া
- ❑ বুক ধড়ফড় করা
- ❑ অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
- ❑ গরম সহ্য করতে না পারা
- ❑ গা গরম থাকা

কনসিভ করতে থাইরয়েড হরমোনের লেভেল কত থাকতে হবে?

যাঁরা বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন তাঁদের সেরাম টিএসএইচ লেভেল ০.১-২.৫ এর মধ্যে থাকতে হবে। এ ছাড়া গর্ভকালীন অবস্থায় বাচ্চা ও মায়ের সুস্থতার জন্য সেরাম টিএসএইচ লেভেল একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখতে হবে।

- ❑ গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস ০.১-২.৫
- ❑ গর্ভাবস্থায় দ্বিতীয় তিন মাস ০.২-৩.০
- ❑ গর্ভাবস্থায় তৃতীয় তিন মাস ০.৩-৩.৫ এর মধ্যে রাখতে হবে।

তাই যাঁরা আগে থেকেই থাইরয়েডের ওষুধ খাচ্ছেন গর্ভাবস্থায় এর ডোজ পুনর্নির্ধারণের প্রয়োজন হতে পারে। গর্ভাবস্থায় এক মাস পর পর হরমোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

গর্ভাবস্থায় হাইপোথাইরয়েডিজম থাকলে মায়ের কী ক্ষতি হতে পারে?

- ❑ গর্ভপাত * গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ
- ❑ গর্ভাবস্থায় খিঁচুনি
- ❑ প্রসব-পরবর্তী রক্তক্ষরণ
- ❑ সময়ের আগেই ডেলিভারি
- ❑ মায়ের হার্ট ফেইলিওর * ইনফেকশন
- ❑ রক্তশূন্যতা

মায়ের থাইরয়েডের সমস্যা থাকলে শিশুর কী কী ক্ষতি হতে পারে?

- ❑ মেধা বিকাশ কম হওয়া
- ❑ গ্রোথ বা বৃদ্ধি কম হওয়া
- ❑ জন্মগত ত্রুটি
- ❑ মৃত শিশু প্রসব হওয়া
- ❑ শিশুর থাইরয়েডের সমস্যা
- ❑ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু

তারুণ্য ধরে রাখবে কোলাজেন

শারমীন আক্তার আশা

মানবদেহে প্রোটিন তৈরিতে কোলাজেন একটি আবশ্যকীয় উপাদান। শরীরের হাড় গঠন থেকে শুরু করে চুল, নখ এবং ত্বকের গঠনে কোলাজেন বিশেষ ভূমিকা রাখে। এছাড়া তারুণ্য ধরে রাখতে কোলাজেন ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আজ থেকে তাই তারুণ্য ধরে রাখতে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় কোলাজেন সমৃদ্ধ এই খাবারগুলা রাখুন-

ডিম

ডিমে থাকা প্রোলিন ও লাইসিন এমিনো এসিড কোলাজেন উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ডিমে রয়েছে বায়োটিন যা আমাদের ত্বকের তারুন্য ধরে রাখতে বেশ সহায়ক।

হাড়ের ঝোল

স্বাস্থ্যসচেতন ব্যক্তিরা বোন ব্রথ বা হাড়ের ঝোল সবসময় নিজেদের খাদ্যতালিকায় রাখেন।এটি ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না। এতে থাকা এমিনো এসিড ত্বক উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে।

সামুদ্রিক মাছ

সামুদ্রিক মাছে থাকা ওমেগা-৩, ফ্যাটি এসিড ত্বকের স্থিতস্থাপকতা ধরে রাখে। এজন্য খাদ্যতালিকায় স্যামন, টুনা মাছ রাখতে পারেন।

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাবার ত্বকে কোলাজেন সমন্বয় করতে সাহায্য করে। কমলা, আঙ্গুর, লেবুতে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন 'সি'।

বেরি

বিভিন্ন ধরনের বেরি যেমন: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, ব্লাকবেরিতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকে লাবণ্য ধরে রাখে।

অ্যাভোকাডো

অ্যাভোকাডোতে রয়েছে প্রচুর পরিমানে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন ই এবং ভিটামিন 'সি' যা কোলাজেন উৎপাদনে সহায়ক।

স্ট্রোক কি হার্ট নাকি ব্রেনের রোগ?

ডা. মো. নাজমুল হুদা

স্ট্রোকে ব্রেনের ভেতরের রক্তনালির মধ্যে এক বা একাধিক রক্তনালি ব্লক হয়ে যায় অথবা ছিঁড়ে যায়। ব্রেনের একেকটি অংশ শরীরের একেক অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্ট্রোকের ফলে ওই রক্তনালি ব্রেনের যে অংশে রক্ত সরবরাহ করে সচল রাখত, সে অংশ তার কার্যক্ষমতা হারায়। ফলে শরীরের ওই অংশের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় বা কমে যায়। বেশিভাগ ক্ষেত্রে ব্রেনের যে কোনো একপাশের রক্তনালি ব্লক হয়ে বা ছিঁড়ে গিয়ে স্ট্রোক হয়। সেজন্য স্ট্রোকের লক্ষণও সাধারণত আমাদের শরীরের একপাশে দেখা দেয়।

❑ স্ট্রোকের লক্ষণ

হঠাৎ করে শরীরের এক পাশের হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, অথবা আলাদাভাবে শুধু একহাত বা পা অবশ হওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া, মুখ বাঁকা হওয়া, খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া, চোখে ঠিকমতো দেখতে না পারা-ইত্যাদিও স্ট্রোকের লক্ষণ। একজন সুস্থ সবল ব্যক্তির যখন হঠাৎ এসব সমস্যা দেখা দেবে, তখনই ধরে নিতে হবে তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। এসব লক্ষণ দেখে নিকটজন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন সন্দেহ করলেই আমাদের উচিত হবে, রোগীকে তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ হাসপাতালে, সম্ভব হলে সব সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। যেখানে অতি দ্রুত ব্রেনের ইমেজিংসহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্ট্রোকের আধুনিক চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব। এসব রোগীর ক্ষেত্রে স্ট্রোক পরবর্তী প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

Dr Zaki Rezwana
Anwar FRSA

ইসরাইল ইরান যুদ্ধ কেন এবং কোন দিকে যাচ্ছে

পাঠকদের ২২ বছর আগের একটি পুরনো নাটকের কথা মনে করিয়ে দেই। নাটকের শিরোনাম হচ্ছে: ওয়েপন অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন। নাটকের নায়ক বলেছিলেন, এক দেশের রাজা ওয়েপন অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন নামে সাংঘাতিক এক যন্ত্র আবিস্কার করেছেন যেটিকে ৪৫ মিনিটের মধ্যেই সক্রিয় ক'রে সব কিছু ধ্বংস ক'রে ফেলা সম্ভব। তারপর তিনি দলবল নিয়ে রওনা হলেন যুদ্ধ ক'রে সে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে। ২০২৫ সালেও সে রকম নাটকের অবতারণা করা হয়েছে। বৃটিশ পত্রিকা দ্যা টেলিগ্রাফ ও কয়েকটি টিভি চ্যানেলে বলা হয়েছে যে, ইরান গোপনে তিন হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এমন ব্যালিষ্টিক মিসাইল প্রোগ্রাম তৈরী করেছে যা দিয়ে তেহরান থেকে সরাসরি লন্ডনে হামলা করা সম্ভব। রাজনৈতিক ও সামরিক প্রপাগান্ডার কথা কে না জানে? তবে প্রপাগান্ডা তৈরী করার আগে একটু দূরত্ব মেপে নিলে ভাল হত, কারণ এই দূরত্বের সঙ্গে কিন্তু আরো দু'হাজার মাইল যোগ করা প্রয়োজন ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইসরাইল সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন ক'রে ইরানকে আক্রমণের জন্যে ঠিক এই সময়টিকে বেছে নিল কেন এবং কোন্ দিকে যাচ্ছে এই যুদ্ধ?

আমাদের মনে থাকার কথা ২০১৫ সালে ওবামার আমলে পি ফাইভ প্লাস ওয়ান (P5 + 1) অর্থাৎ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী দেশ (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স) এবং জার্মানীর সাথে ইরানের একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তিতে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইরান তার পারমানবিক কার্যক্রম সীমিত করতে সম্মত হয় যার মধ্যে ছিল ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাত্রা ও পরিমাণ কমানো। শুধু তা-ই নয়, ইরান চুক্তিটি মানছে কিনা তা দেখতে আন্তর্জাতিক

পর্যবেক্ষকদের ইরানের পারমানবিক স্থাপনাগুলো পরিদর্শনের ব্যাপারেও ইরান সম্মত হয়। বিনিময়ে ইরানের উপর থেকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ওবামার পরে ট্রাম্পের প্রথম টার্মেই ট্রাম্প এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায় এবং ইরানের উপর আবারো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ইরানও ধীরে ধীরে এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করে। ফলে ঐ চুক্তিটি মেটামুটিভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

এবার দ্বিতীয়বারের মত ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ট্রাম্প আবার সেই চুক্তিটি চালু করার জন্যে একটি জঘন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। চুক্তির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা চলাকালে যুক্তরাষ্ট্র এবার নতুন পথ ধরল। ২০১৫ সালের চুক্তিতে ছিল পারমানবিক কার্যক্রম সীমিতকরণ, কিন্তু এবার ট্রাম্পের দাবী পারমানবিক কার্যক্রম সীমিত নয়, একেবারে শূন্যে নামিয়ে আনা। রাজী না হওয়ার মত এই প্রস্তাবে যাতে শেষ পর্যন্ত ইরান রাজী হয় সেজন্যে ইরানকে বোমা মেরে একটু ভীত ও দূর্বল করা প্রয়োজন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র যেমন ইচ্ছা চাপ দিয়ে ইরানকে দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিতে পারবে। ইরান এই প্রস্তাবে রাজী হবেনা ধরে নিয়েই নির্ধারিত ৬০ দিন শেষ হওয়ার দু'দিন আগেই ইসরাইল অতর্কিতভাবে জাতিসংঘের নিয়ম ভেঙ্গে ইরানের উপর আগ্রাসন শুরু করে।

এবারে যুদ্ধ চলার কয়েক দিনের মাথায় ট্রাম্প ইরানকে নি:শর্ত আত্মসমর্পনের হুমকি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বলেন এবং বলেন একমাত্র তাতেই শান্তি অর্জন সম্ভব। ইরান স্বদর্পে জানিয়ে দিয়েছে যে সে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তিতে আর স্বাক্ষর করবেনা। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনী সাফ বলে দিয়েছেন, ইরান কোনোভাবেই আত্মসমর্পণ করবেনা এবং কারো চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেলে। এর জন্যে হয়তো ইরানকে চরম মূল্য দিতে হবে।

এদিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দু'টো অপ্রত্যাশিত বিষয় লক্ষ্য করা গেছে।

প্রথমটি হচ্ছে, ইসরাইলের ষ্ট্রেটেজি ছিল যদি একেবারে প্রথম দিকেই ইরানের উর্ধ্বতন পারমানবিক বিজ্ঞানীদের এবং ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের মেরে ফেলে যায় তাহলে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হবে এবং ইরানের পক্ষে চট করে প্রতিঘাত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। অথচ সবাইকে অবাক করে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ইরানের প্রতিঘাত আরো প্রবল হল। মনে হল তাদের মধ্যে কার অবর্তমানে কে দ্বায়িত্ব নেবে -এসব কিছু যেন পরিকল্পনা করাই ছিল।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সবগুলো না হলেও বহু সংখ্যক ইরানের মিসাইল ইসরাইলে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে যেগুলোর ভিডিও ফুটেজ সামাজিক মাধ্যমগুলোতে দেখা গেছে। এটা ইসরাইলের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেমন ডেভিড স্লিং, আয়অন ডোম ও দ্যা এরোস - এসব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও যে অপ্রতুল তা বিশ্বের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এবার ইরানের পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিরোধে ইসরাইল নতুন করে কী হিসেব কষছে আর এই যুদ্ধের শেষই বা কোথায়?

গত কয়েকদিনের দৃশ্যপট বলে দিচ্ছে ইসরাইলের একার পক্ষে ইরানে পারমানবিক স্থাপনাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার কাজটি হয়তো সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ইসরাইলের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের আহ্বানের আংশিক কারণ বোধকরি এই অপারগতা। তবে ট্রাম্পের সমর্থক MAGA গ্রুপ (Make America Great Again) এই যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের চরম বিপক্ষে। তাঁদের অনেকেই মনে করছেন ট্রাম্প ইতোমধ্যেই তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছেন। শুধু তা-ই নয়, মার্কিন জনগণও এই সিদ্ধান্তের বিরূদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিলে বিশ্বব্যাপী যে তেলের মূল্যবৃদ্ধি দেখা যাবে তাতে যুক্তরাষ্ট্রও বাদ পড়বেনা।

বলা বাহুল্য, ট্রাম্প ২ এর নির্বাচনী প্রচারণায় বলা হয়েছিল রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে ও যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ বেড়েছে। কাজেই ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে তেমনটি তিনি হতে দেবেন না এবং যুদ্ধের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করবেন, অথচ এক বছর যেতে না যেতেই দেখা যাচ্ছে ট্রাম্প সেই বাইডেনের পদাঙ্কই অনুসরণ করছেন। এখন এই ইসরাইলকে উস্কে দিয়ে ইরানের উপর হামলার খরচের ভার অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রকে নিতে হবে। জেলেনেস্কিকে ট্রাম্প নয়-ছয় বুঝিয়ে খারিজ করে দিতে পারেন কিন্তু নেতানিয়াহু কড়ায় গন্ডার ট্রাম্পের কাছ থেকে সব আদায় করবে।

ইসরাইলের অবশ্য আরেকটি কৌশল হবে ইরানের শাসকগোষ্ঠীর পতন ঘটানো যা তারা ইতোমধ্যে প্রকাশ্যেই বলছে। ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী খুব যে জনপ্রিয় তা নয়, তবে গত কয়েকদিন ধরে ইসরাইল যেভাবে ইরানের সাধারণ জনগণের উপর বোমা ফেলছে, রাতে ঘুমন্ত জনগণের বাড়ীতে বিমান হামলা করেছে, যেভাবে ইরানের বিজ্ঞানী ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হত্যা করা হয়েছে - সে প্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণ সরকারকে পছন্দ না করলেও তাঁদের মধ্যে 'ফ্ল্যাগ ফেনোমেনন' (যখন জনগণ নিজেদের পতাকার পেছনে জড়ো হয়ে দাঁড়ায় এটা বোঝাতে যে বিদেশী আক্রমণের সময় তাঁরা তাঁদের সরকারের পেছনে রয়েছে) দেখা গেছে।

যদিও ইরান পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চায় তবে যদি ইসরাইলী হামলায় তাঁদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে যায় এবং যদি প্রতিবেশী দেশগুলো ইরানকে আক্রমণের জন্যে তাদের ভূখন্ড ব্যবহার করতে দেয়, তেমন পরিস্থিতিতে ইরান হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দিতে পারে। পৃথিবীতে যে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ choke point রয়েছে হরমুজ প্রনালী তার একটি। সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেকটি দেশকেই তেল রপ্তানীর জন্যে এই হরমুজ প্রণালী ব্যবহার করতে হয়। পৃথিবীর প্রায় ২৫% থেকে ৩০% তেল রপ্তানী হয় এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে। হরমুজ প্রনালী বন্ধ ক'রে দিলে বিশ্বব্যাপী তেলের দাম হুহু ক'রে বাড়তে থাকবে। এমনিতেই বিভিন্ন দেশে ট্রাম্পের আরোপিত ট্যারিফের কারণে বিশ্ব বাণিজ্য অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে, তার উপর তেলের দাম বেড়ে গেলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

শেষ বিশ্লেষণে এই যুদ্ধের ফল হিসেবে দু'টো বিষয় মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়:

প্রথমত: ইরানের সমস্ত পারমানবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা একেবারে অন্ধকারে চলে যাবে, অর্থাৎ এতদিন ইরান যেমন ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সিকে পারমানবিক কর্মকান্ড পরিদর্শনে অনুমতি দিত - এখন থেকে তা আর দেবেনা। বিশেষ ক'রে ইরান যখন দেখছে রাশিয়া ইউক্রেনের পারমানবিক স্থাপনাগুলোতে বোমা ফেললে পশ্চিমা দেশগুলো রীতিমত ঝাঁপিয়ে পড়ে নিন্দা জানিয়েছিল এবং বলেছিল সেটি ছিল যুদ্ধের আইনের লঙ্ঘন অথচ ইসরাইল ইরানের পারমানবিক স্থাপনাগুলো আক্রমণ করার পরও পাশ্চিমা দেশেগুলো মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে - তখন ইরান আর তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেননা। এর অর্থ হল, আন্তর্জাতিক মহল ইরানের উপর পাহারাদারিত্ব হারাবে।

দ্বিতীয়ত: গত কয়েকদিনে ইসরাইলের হামলায় ইরানের জনগণ যেভাবে চোখের সামনে সাধারণ নিরীহ জনগণের মৃত্যু দেখেছে, যে দুর্দশা ভোগ করছে তাতে তাঁদের মনে নিজের দেশকে রক্ষার জন্যে অস্ত্রায়নে মনেযোগী হওয়ার আকাঙ্খা বহু গুণে বেড়ে যাবে। অতীতে ইরানের জনগণের একটি বড় অংশ বিশেষ ক'রে সুশীল সমাজের এতে আপত্তি ছিল। তাঁরা চাইতেন পারমানবিক শক্তি শুধু প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হোক, অস্ত্র তৈরীতে নয়। এই ধারণা থেকে তাঁরা বেরিয়ে আসবে বিশেষ করে যখন তাঁরা দেখছে ইসরাইল সকল আন্তর্জাতিক আইনের উর্ধ্বে এবং ইসরাইল নিজে পারমানবিক সমৃদ্ধী সীমিতকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে রাজী হয়নি এবং আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদের পরিদর্শনের অনুমতি দেয়না। কাজেই ইরান যে আরো অস্ত্রায়নের দিকে এগিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইরান শত হুমকির মুখেও যে কেনো ঝুঁকি নেবে। ইরানের অবস্থা হবে মৃতের জন্যে আর মৃত্যু হুমকি কী?

লেখক : Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সংবাদ পাঠক, কলামিষ্ট ও পাবলিক স্পীকার

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধে আইনের সংশোধনীতে উদ্বেগ জাতিসংঘের

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের সুযোগ সম্বলিত আইনের সংশোধনীতে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। সোমবার জেনেভায় জাতিসংঘের ৫৯তম মানবাধিকার পরিষদে উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদনে এ উদ্বেগের কথা জানানো হয়। হাইকমিশনারের অফিস প্রচারিত বিবৃতিতে ভলকার তুর্কের বক্তব্য তুলে ধরা হয়। সেখানে ইরান-ইসরায়েল সংঘাতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ঘটনা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে নেয়া নানা পদক্ষেপ তুলে ধরেন তিনি। বাংলাদেশ বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বলেন, আমি অনুপ্রাণিত বোধ করছি যে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের পথে রয়েছে। সংস্কার, অবাধ নির্বাচন বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি

পরিবেশ তৈরির লক্ষ্য তারা অর্থবহ সংলাপের মধ্যে রয়েছে। এ পথেই তাদের এগিয়ে যাওয়ারার আহ্বান জানাচ্ছি আমরা। অবশ্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ করার সুযোগ তৈরি করে সম্প্রতি আইনে পরিবর্তন আনা এবং এ-সংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ড নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। এটা অন্যায্যভাবে সংগঠনের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমবেত হওয়ার স্বাধীনতাকে সীমিত করবে। সম্প্রতি সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তি বা সত্তার (সংগঠন) যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। এই অধ্যাদেশের আলোকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং এর সব অঙ্গসংগঠন, সহযোগী সংগঠন ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনও সংশোধন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। সংশোধনী অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কোনো রাজনৈতিক দল, তার অঙ্গসংগঠন বা সমর্থক গোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে পারবে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার সাম্প্রতিক শুল্ক বৃদ্ধি ও বাণিজ্যযুদ্ধ নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাণিজ্যযুদ্ধের অভিঘাত স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সুনামির গতিতে আঘাত করবে। এর ফলে ক্যারিবিয়ান দেশগুলো এবং উন্নয়নশীল ছোট দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনামসহ যেসব দেশের বড় রপ্তানি খাত রয়েছে, সেসব দেশের ওপর এর প্রভাব হতে পারে বিপর্যয়কর।

‘প্রেমিককে’ খুঁজতে যাওয়া তরুণীকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কুমিল্লার লাকসামে প্রেমিককে খুঁজতে গিয়ে এক তরুণী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এক অটোরিকশা চালক তরুণীর প্রেমিককে খুঁজতে সহায়তা করার কথা বলে তাকে কয়েকজন বখাটের হাতে তুলে দেয়। পরে তাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়। এ ঘটনায় সোমবার রাতে অভিযুক্ত অটোরিকশা চালকসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার লাকসাম থানায় ধর্ষণের মামলা করেছেন ভুক্তভোগীর মামাতো এনায়েত প্রেমিককে খুঁজে দেয়ার আশ্বাস দেয়। খোঁজাখুঁজির পর না পেলে ওই দিন রাত ১০টার দিকে তরুণী লাকসাম রেলওয়ে জংশনের দক্ষিণ পাশে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসেন। তখন রেলস্টেশনের কিছু বখাটে উত্ত্যক্ত করতে থাকলে এনায়েত তাকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেয়। এরপর বখাটেরা তাদের দু'জনকে ভোর সাড়ে ৪টা পর্যন্ত স্টেশনে বসিয়ে রাখে। এর মধ্যে এনায়েত ওই তরুণীকে স্ত্রী নয় বলে বখাটেদের হাতে তুলে দিতে

ভাই। ওই মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। লাকসাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাজনীন সুলতানা এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো- পৌর এলাকার বাসিন্দা অটোরিকশা চালক এনায়েত রহমান ওরফে সাব্বু, সাগর ও স্বপন মিয়া। তারা গত ৯ই জুন লাকসাম রেলওয়ে জংশনের দক্ষিণ পাশের একটি পরিত্যক্ত টিনের ঘরে তুলে নিয়ে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে। ভুক্তভোগী পাশের মনোহরগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। তিনি লাকসামের একটি কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন।

মামলা ও ভুক্তভোগী তরুণীর বরাত দিয়ে ওসি জানান, ওই তরুণীর সঙ্গে এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক চলছিল। কয়েকদিন ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় ৮ই জুন তরুণী প্রেমিককে খুঁজতে লাকসাম বাজারে যান। সেখানে অটোরিকশা চালক এনায়েত রহমানের সঙ্গে পরিচয় হয়। চায়। একপর্যায়ে বখাটেদের সঙ্গে যোগসাজশ করে রেলস্টেশন থেকে মারতে মারতে রেললাইনের পূর্ব পাশের পরিত্যক্ত একটি টিনের ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে এনায়েতের সহায়তায় খোরশেদ, সাগর ও স্বপন নামের তিন বখাটে ধর্ষণ করে। পরে ভুক্তভোগী রেললাইন পার হয়ে একটি অটোতে করে কর্মস্থলে যান। সর্বশেষ পরিবারের সহায়তায় সোমবার রাতে থানায় এসে বিষয়টি বিস্তারিত জানান।

ওসি বলেন, বিষয়টি জানার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। পরে রাতে অভিযান চালিয়ে এনায়েত, সাগর ও স্বপনকে আটক করা হয়। অভিযুক্ত অন্য ব্যক্তিকে ধরার চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তিনজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এছাড়া ভুক্তভোগীকে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংসদে ১০০ সংরক্ষিত নারী আসনে সবাই একমত : আলী রীয়াজ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আগামী সংসদ নির্বাচনে ১০০ নারী সদস্যের সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দল একমত পোষণ করেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি আলী রীয়াজ।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি বলেন, ‘নারী আসন নিয়ে দুয়েকটি রাজনৈতিক দল বাদে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তবে কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনে নারীরা সংসদে আসবেন, সেটি নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা আশা করছি, আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে একমত হওয়া যাবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার ফলাফলের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি বলেন, ‘আলোচনা অত্যন্ত ইতিবাচক। আমাদের প্রতিনিয়তই অগ্রগতি হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে জুলাই মাসের মধ্যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জাতীয় সনদে পৌঁছাতে পারব এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে সেখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আমরা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারব।’

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘প্রথম দফার আলোচনার পর সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদের কিছু বিষয়ে পুনর্বিবেচনার কথা রাজনৈতিক দলগুলো বলেছিল। তার প্রেক্ষিতে আজকে আবার এ বিষয়ে আলোচনা করার পর আমরা এ বিষয়ে একমত হতে পেরেছি যে ৭০ অনুচ্ছেদের বিদ্যমান বিধান পরিবর্তন করে অর্থবিল ও আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বাধ্যবাধকতা থাকবে যেন তারা দলের পক্ষে ভোট দেন।

তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয়ত, গত দিনের আলোচনার তুলনায় একটি অগ্রগতি হয়েছে এবং আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ওই ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে চারটি কমিটি, অর্থাৎ পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, এস্টিমেশন কমিটি এবং পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংক্রান্ত কমিটিগুলোর সভাপতির পদ আসনের সংখ্যানুপাতিক হারে বিরোধী দলকে প্রদানের বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন।’

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ‘জাতীয় সংসদের নারী প্রতিনিধিত্বের বিষয় দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ১০০টি আসন সংরক্ষিত করার জন্য সবাই একমত হয়েছেন। তবে এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা অব্যাহত থাকবে। আমরা আশা করছি, আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে একমত হওয়া যাবে।’

তিনি বলেন, ‘প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে যেটি সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদে আছে তার পাশাপাশি সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদে আছে সেগুলো সংশোধনের ব্যাপারে এক ধরনের ঐকমত্য হয়েছে। কিন্তু আমরা এই বিষয়টি আগামী সপ্তাহে আবার আলোচনা করব যেন একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত আমরা আসতে পারি। কিন্তু প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে নীতিগতভাবে কিছু কিছু দল এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘কিন্তু এটা কমবেশি সবাই স্বীকার করেছেন যে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনার দরকার আছে।

এ সময় কমিশনের একটি বড় স্টেকহোল্ডার হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর আজকের আলোচনায় অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘যেকোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আমরা সার্বক্ষণিকভাবে সব দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখি যেন তাদের অংশগ্রহণ

তেহরানে ৪০০ বাংলাদেশিকে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হবে

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইরানের তেহরানে প্রায় ৪০০ বাংলাদেশি অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব রুহুল আলম সিদ্দিকী। তিনি বলেন, তেহরানে বাংলাদেশিরা নিরাপদ স্থানে যেতে চান।

মঙ্গলবার ইরান-ইসরায়েল সংঘাত পরিস্থিতি এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা বিষয়ে ব্রিফিংয়ের আয়োজন করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সংবাদ সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব রুহুল আলম সিদ্দিকী এসব তথ্য জানান।

ভারপ্রাপ্ত সচিব বলেন, ৪০০ জনের মধ্যে প্রায় ১০০ বাংলাদেশি তেহরানে

অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। একই সঙ্গে কূটনীতিকসহ দূতাবাসের ৪০ জনকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের কাজ চলছে। তিনি বলেন, তেহরানের ৪০০ নাগরিককে সরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর তাদের নিরাপদে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

শুক্রবার (১৩ জুন) ভোরে ইসরায়েল ইরানে বিভিন্ন স্থানে সামরিক হামলা শুরু করে। ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানে প্রতিদিনই হতাহত বাড়ছে। এদিকে ইসরায়েলেও ইরান পাল্টা হামলায় হতাহতের ঘটনা ঘটছে।

শেখ হাসিনাসহ ১২ জনকে আদালতে হাজির হতে গেজেট প্রকাশের নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠার সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১২ জনকে আদালতে হাজির হতে গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (১৭ জুন) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১ জুলাই দিন ধার্য করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১২ জন পলাতক অবস্থায় রয়েছেন মর্মে প্রতিবেদন এসেছে।

আমরা আসামিদের আদালতে হাজির হতে গেজেট প্রকাশের আবেদন করি। আদালত বিজি প্রেসের মাধ্যমে আসামিদের আদালতে হাজির হতে গেজেট প্রকাশের নির্দেশ দেন।’

মামলার অপর আসামিরা হলেন- সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ, জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ) শফি উল হক, (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, (পরিকল্পনা) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, নায়েব আলী শরীফ, সাইফুল ইসলাম সরকার, কাজী ওয়াছি উদ্দিন, শহীদ উল্লা খন্দকার।

ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠার সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ১৪ জানুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন দুদকের উপ পরিচালক সালাহউদ্দিন।

মামলাটি তদন্ত শেষে গত ১০ মার্চ তদন্তে প্রাপ্ত আরো চারজনসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া।

যুদ্ধবিরতি নয়, ইরান-ইসরায়েলের ‘স্থায়ী সমাধান’ চান ট্রাম্প

পোস্ট ডেস্ক : টানা পঞ্চম দিনের মতো ইরান ও ইসরায়েল একে অপরের ওপর বিমান হামলা চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি কেবল যুদ্ধবিরতি নয়, বরং ‘স্থায়ী সমাধান’ চান। কানাডায় জি৭ সম্মেলন থেকে আগেভাগেই যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার পথে মঙ্গলবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প এ মন্তব্য করেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমি যুদ্ধবিরতি চাই না। আমরা যুদ্ধবিরতির চেয়েও ভালো কিছু চাই।

’ একই সঙ্গে তিনি আবারও জোর দিয়ে বলেন, ‘ইরান কখনো পারমাণবিক অস্ত্র পাবে না।’

এর আগে নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে কাজ করতে জি৭ সম্মেলন ছেড়ে আসার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লেখেন, ‘আমি কোনোভাবে, কোনো রূপে বা কোনো চেহারায় ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার চেষ্টা করিনি। তারা যদি কথা বলতে চায়, জানে কিভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

তাদের সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত ছিল-অনেক প্রাণ বাঁচানো যেত!!!’

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের পারমাণবিক আলোচনার ষষ্ঠ দফা রবিবার ওমানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শুক্রবার ইসরায়েল ইরানে আকস্মিক বোমা হামলা চালানোর পর তেহরান আলোচনায় অংশ নেওয়া বাতিল করে।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই শনিবার বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র এমনভাবে আচরণ করেছে, যা আলোচনাকে অর্থহীন করে তোলে। আপনি একদিকে আলোচনার কথা বলবেন, আর অন্যদিকে ইসরায়েলি শাসকদের দিয়ে আমাদের ভূখণ্ডে হামলা চালাতে দেবেন-এটা তো চলতে পারে না।

তবে হামলার আগের কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প প্রকাশ্যে ইরানে ইসরায়েলি হামলার বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি কূটনৈতিক সমাধানকে অগ্রাধিকার দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হামলাগুলোর প্রশংসা করে এগুলোকে ‘দারুণ’ বলে উল্লেখ করে বলেন, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আলোচনায় এই বোমাবর্ষণই হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি কৌশলগত সুবিধা।

ইসরায়েলি হামলার আগে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে কোনো ধরনের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ থাকবে না বলে বলা হয়। তেহরান নিজস্ব পাল্টা প্রস্তাব দেওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছিল আলোচনার অগ্রগতির জন্য। তবে ইসরায়েল দাবি করেছে, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির পথে এগোতে বাধা দিতেই তারা এই হামলা চালিয়েছে।

এর জবাবে ইরান শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ইসরায়েলের দিকে ছুড়েছে, যাতে ২০ জনের বেশি নিহত হয়েছে। অন্যদিকে ইরানি স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, ইসরায়েলি হামলায় ইতিমধ্যে ২২০ জনের বেশি নিহত হয়েছে।

‘কেউ থামেনি’

এয়ার ফোর্স ওয়ানে ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ইসরায়েল ইরানে হামলা কমাবে কিনা। জবাবে ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন, এর সম্ভাবনা কম।

তিনি বলেন, ‘আগামী দুই দিনের মধ্যেই আপনারা তা জেনে যাবেন। এখন পর্যন্ত কেউ থামেনি।’

ট্রাম্প আরো জানান, মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক তার দূত স্টিভ উইটকফ বা ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সকে তিনি ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় পাঠাতে পারেন, তবে সেটি পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে।

‘তেহরান খালি করো’

জি৭ সম্মেলন ছাড়ার আগে ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়ায় হঠাৎ সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, ‘সবার এখনই ইরানের রাজধানী তেহরান ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। ইরানের উচিত ছিল সেই চুক্তিতে সই করা, যা আমি বলেছিলাম। কী দুর্ভাগ্যজনক, আর কত মানুষের জীবন যে নষ্ট হলো।’

তেহরান খালি করার সতর্কবার্তার পেছনে তার ভাবনা কী ছিল-এ প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি শুধু চাই মানুষ নিরাপদ থাকুক।’

চীন এই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বলে, এতে পরিস্থিতি শান্ত না হয়ে বরং আরো উত্তপ্ত হবে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেন, ‘হুমকি ও চাপ প্রয়োগ পরিস্থিতি নিরসনে কোনো কাজে আসে না, বরং এটি শুধু সংঘাত আরো বাড়িয়ে তোলে ও বিস্তৃত করে।’

প্রথম নারী প্রধান পাচ্ছে ব্রিটিশ বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা

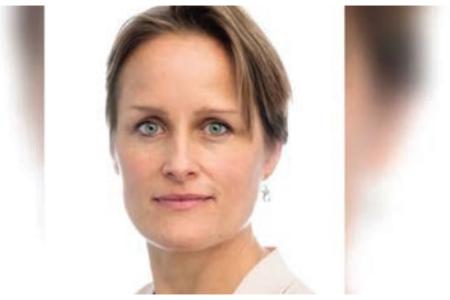

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ৬ বা এমআই ৬- প্রথমবারের মতো একজন নারীকে প্রধান করতে যাচ্ছে। চলতি বছরের শেষের দিকে সংস্থাটির বর্তমান প্রধান রিচার্ড মুরের স্থলাভিষিক্ত হবেন ব্লেইস মেট্রেওয়েইলি নামের ওই নারী। এমআই ৬-এর ১১৬ বছরের ইতিহাসে যা এই প্রথম ঘটতে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্য অনুযায়ী, ব্লেইস মেট্রেওয়েইলি ১৯৯৯ সাল থেকে ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে কর্মরত। বর্তমানে তিনি সংস্থাটির প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এমআই ৬-এর প্রধান হিসেবে ব্লেইসের নিয়োগকে ঐতিহাসিক বলে অভিহিত করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। তিনি বলেছেন, যখন গোয়েন্দা সংস্থার কাজ স্মরণকালের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

ব্লেইস ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। এমআই ৬-এর আগে তিনি এমআই৫-এর পরিচালক পর্যায়ের পদে কাজ করেছেন। কাজের জন্যই তার পেশাজীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে। ২০২৪ সালের রাজকীয় সম্মানসূচক তালিকায় (কিংস ওভারসিস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বার্থডে অনার লিস্ট) তাকে যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক নীতিতে অবদানের জন্য সিএমজি (কম্প্যানিয়ন অব দ্য অর্ডার অব সেইন্ট মাইকেল অ্যান্ড সেইন্ট জর্জ) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এমআই ৫-এ কর্মরত অবস্থায় ২০২১ সালের ডিসেম্বরে, ‘ডিরেক্টর কে’ ছদ্মনামে ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য টেলিগ্রামকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্লেইস বলেছিলেন, ‘যুক্তরাজ্যের জাতীয় নিরাপত্তার হুমকিগুলো সত্যিই বহুমুখী। সরকারের সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা, নাগরিকদের নিরাপত্তা, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও জ্ঞান সংরক্ষণ-সবই এখন হুমকির মুখে।’

তিনি আরও বলেন, ‘দেশ হিসেবে রাশিয়া নয়, রাশিয়ার রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত তৎপরতা এখনো হুমকি। আর চীন এমনভাবে বিশ্বব্যবস্থাকে বদলে দিচ্ছে, যা যুক্তরাজ্যের জন্য যেমন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, তেমনই নানা ধরনের ঝুঁকিও তৈরি করছে।’

এমআই ৫ যুক্তরাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর দেখভাল করে। অন্যদিকে, যুক্তরাজ্যের বাইরের দেশগুলোতে গোয়েন্দা তৎপরতা চালায় এমআই৬। এমআই ৬-এর ১৮ তম প্রধান হতে যাচ্ছেন ব্লেইস। এমআই ৬-এর প্রধানকে সাধারণত ‘সি’ (প) বলে ডাকা হয়। এই ‘সি’ই সংস্থাটির একমাত্র ব্যক্তি যাকে সংস্থার বাইরের লোকেরা চেনে। এ ছাড়া বাকি সবার পরিচয় গোপন রাখা হয়।

নতুন আত্মঘাতী ড্রোন উন্মোচন করল ইরান

পোস্ট ডেস্ক : ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) অ্যারোস্পেস ফোর্স তাদের নতুন আত্মঘাতী ড্রোন ‘শাহেদ-১০৭’ উন্মোচন করেছে। সোমবার নতুন এই ড্রোনটি প্রকাশ্যে আনা হয়। খবর তাসনিম নিউজের।

খবরে বলা হয়, এই ড্রোনটি শত্রু লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে আত্মঘাতী অভিযানে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ড্রোনটির প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, এটি একটি পিস্টন ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, যা একে ১,৫০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে উড়ে যাওয়ার সক্ষমতা প্রদান করে।

সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু ছবিতে দেখা যায়, একটি ইরানি ড্রোন যা শাহেদ-১০৭ এর মতো দেখতে সেটি ইসরায়েলি অধিকৃত অঞ্চলের উপর দিয়ে ‘অ্যারো ৩’ আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার কাছে পৌঁছে গেছে। তাই এটি প্রমাণ করে যে, নতুন ইরানি ড্রোনটি ইসরায়েলের বহুস্তরবিশিষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভেতরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি শাহেদ-১০৭ ড্রোন দলগতভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে তা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে ‘অস্থিরতা ও সন্ত্রাসের’ প্রধান উৎস ইরান

পোস্ট ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত নিরসনে শান্তি ও স্থিতিশীলতার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্বের সাতটি শিল্পোন্নত দেশের জোট জি সেভেন। মঙ্গলবার এক যৌথ বিবৃতিতে তারা জানায়, তারা ওই দুই ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বিবৃতিতে বলা হয়, এই প্রেক্ষাপটে আমরা আবারও বলছি যে, ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। একই সঙ্গে দেশটির নিরাপত্তার প্রতিও আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।”

জি সেভেন নেতারা বিবৃতিতে বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতার কথাও তুলে ধরেন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে ‘অস্থিরতা ও সন্ত্রাসের’ প্রধান উৎস হিসাবে ইরানকে চিহ্নিত করেন জি সেভেন নেতারা।

তারা বলছেন, আমরা ধারাবাহিকভাবে স্পষ্ট করে বলছি যে ইরান কখনও পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে পারবে না। আমরা চাই, ইরান ইস্যুর শান্তিপূর্ণ সমাধানের মধ্য দিয়েই পুরো অঞ্চলের অস্থিরতা হ্রাস পাক। এর মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতিও অন্তর্ভুক্ত, বলা হয় জি সেভেন-এর ওই বিবৃতিতে। পাশাপাশি, বিশ্ববাজারে জ্বালানি নিয়ে যে অস্থিতিশীল অবস্থা চলছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তারা।

ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা ৪৫ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল ইসরায়েলি বাহিনী

পোস্ট ডেস্ক : খান ইউনিসের আল-তাহলিয়া রাউন্ডঅবাউদে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করার সময় ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে কমপক্ষে ৪৫ ফিলিস্তিনি নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘জরুরি, নিবিড় পরিচর্য়া এবং অপারেটিং কক্ষগুলো (নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে) বিপুল সংখ্যক হতাহতের এবং মৃত্যুর কারণে উপচে পড়েছে।’

সর্বশেষ এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন পরিচালিত বিতর্কিত সাহায্য কেন্দ্রগুলোতে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল সমর্থিত। এই সংস্থাগুলো ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় কাজ করে এবং সমালোচকরা এগুলিকে ‘মানব কসাইখানা’ বলে সমালোচনা করেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক সোমবার বলেছেন, ইসরায়েলের ‘যুদ্ধের উপায় এবং পদ্ধতি গাজার ফিলিস্তিনিদের ওপর ভয়াবহ, অযৌক্তিক দুর্ভোগ ডেকে আনছে।’

২০ মাসেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৫৫ হাজার ৩৬২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েক হাজার শিশু, নারী এবং বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছেন।

ইরান ইসরাইল আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ

দেশও ছাড়তে শুরু করেছেন কেউ কেউ। এরই মধ্যে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে হত্যাচেষ্টার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। মিডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, হাইপারসনিক মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। সোমবার সন্ধ্যায় ইরানের রাজধানী তেহরানে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সরাসরি সমপ্রচার চলাকালে তাতে হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। এতে কমপক্ষে দু'জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। হামলা চালানো হয়েছে ইরানের একাধিক হাসপাতালে। সেখানে বহু মানুষ হতাহত হয়েছেন। রক্তে ভেসে গেছে হাসপাতাল চত্বর। অন্য হাসপাতালগুলোতে আহতদের ঢল নেমেছে। এর একটি ইমাম খোমেনি হাসপাতাল। ইমার্জেন্সি ইউনিটে রোগীদের চাপ বেড়েছে ভয়াবহ। একজন চিকিৎসক একে রক্তস্নান বলে অভিহিত করেছেন। ইসরাইলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে, তারা ইরানের যুদ্ধকালীন চিফ অব স্টাফ আলি সাদমানিকে হত্যা করেছে। এ ছাড়া ইস্পাহানে আরও তিনজনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে কখন তাদের মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ইরানি গণমাধ্যম বলছে- ইসরাইলি ভূখণ্ডে ইতিহাসের 'সবচেয়ে বড় ও তীব্র' ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রস্তুতি চলছে। এ রিপোর্ট লেখার সময় এসব তথ্য রীতিমতো বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ইসরাইল যেভাবে ইরানে হামলা করছে তা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ। তারা সেখানকার শীর্ষ সামরিক, গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও বহু পারমাণুবিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে। পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। হামলা হয়েছে তেলের ডিপোতে। টেলিভিশন স্টেশন আইআরআইবি'তে এবং হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে। এসবই বলে দেয় ইরান পুরোদমে যুদ্ধ করছে। ইরানকে ধ্বংস করে দিতে চায় তারা। একই সঙ্গে টিভি স্টেশন ও হাসপাতালে হামলা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। তারপরও ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাৎজ বলছেন, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির পরিণতি হবে ইরাকের প্রয়াত নেতা সাদ্দাম হোসেনের মতো। ইরানে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে চায় ইসরাইল ও পশ্চিমা বিশ্ব। তবে জোর করে ইরানের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের চেষ্টা হবে কৌশলগত ভুল- এমন মন্তব্য করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সহ তার টিম তড়িঘড়ি করে কানাডার জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন থেকে দেশে ফিরেছেন। তা নিয়ে নানা আলোচনা, সমালোচনা। কেউ কেউ মনে করছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিতে পারে। তারই প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ট্রাম্প তাড়াহুড়ো করেছেন। এ জন্যই ভূমধ্যসাগরে তিনি মোতায়েন করেছেন যুদ্ধজাহাজ নিমিটজ। অন্যরা বলছেন, তিনি যুদ্ধ থামানোর জন্য তড়িঘড়ি করে ফিরে গেছেন। অবশ্য এ কাজে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ব্যবহার করতে পারেন। তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, সংঘাতের বাস্তব সমাপ্তি চান, শুধু অস্ত্রবিরতি নয়। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তেহরানের বাসিন্দাদের শহর ছেড়ে পালাতে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, ইরানকে তিনি কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র রাখতে দেবেন না। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে হত্যা করা হলে তা সংঘাত বাড়াবে না, বরং সংঘাতের ইতি টানবে।

তেহরানে ফের হামলা চালিয়েছে ইসরাইল :

ইরানে ফের হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। তেহরানে অবস্থিত ইরানের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে তেল আবিব। এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী। বলা হয়েছে, ইরানের সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ইসরাইলের বিমান বাহিনী। এ খবর দিয়েছে অনলাইন বিবিসি। ইরানের রেভ্যুলুশনারি গার্ড কর্পস জানিয়েছে, তেহরানের উত্তর ও পূর্ব শহরতলিতে একাধিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

আরোপিত যুদ্ধ কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হবে: খামেনি : চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ইরান কঠিনভাবে মোকাবিলা করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যে বুধবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন তিনি। সেখানে তিনি বলেছেন, চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে ইরান, যেভাবে চাপিয়ে দেয়া শান্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা তাসনিমের বরাত দিয়ে এ খবর দিয়েছে আল জাজিরা। খামেনি বলেছেন, চাপিয়ে দেয়া কোনো কিছুর সামনে এ জাতি কখনও মাথা নোয়াবে না। খামেনি ট্রাম্পের বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যারা ইরান এবং এর ইতিহাস জানেন তারা এটা জানেন যে, ইরানিরা হুমকির ভাষার কোমল জবাব দেয় না। আমেরিকাকে জেনে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো সামরিক আগ্রাসন তাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনবে।

ইরানে হামলা করতেও পারি আবার নাও পারি,কেউ জানেনা আমি কী করতে চাই: ট্রাম্প :

ইরানে হামলার বিষয়ে ভয়াবহ মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। বলেছেন, হামলা করতেও পারি আবার নাও পারি। আমি তা বলবো নাা। কেউ জানেনা আমি কী করতে চাই। তবে এটুকু বলতে পারি, ইরান বড় ধরনের বিপদে পড়েছে এবং তারা মধ্যস্থতা করতে চায়। আরও বলেছেন, ইরানের মধ্যস্থতাকারীরা হোয়াইট হাউসে আসতে পারেন। যদিও তা সহজ নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া যুদ্ধ ঠিক কতদিন চলবে এ নিয়েও সন্দিহান ট্রাম্প। ইরান-ইসরাইল সংঘাতের পর প্রথমবারে মতো বুধবার হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ট্রাম্প। এসময় ওই মন্তব্য করেছেন তিনি। বলেছেন, ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিষয়টিও পুনর্ব্যক্ত করেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, পারমাণবিক কর্মসূচীর পেছনে ইরানের কোনো ভালো উদ্দেশ্য নেই।

রহস্যজনক ওড়াউড়িতে ব্যস্ত ট্রাম্পের বিশেষ 'ডুমসডে প্লেন :

ইরান-ইসরাইল যুদ্ধের মধ্যে অস্বাভাবিক ওড়াউড়িতে ব্যস্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের 'ডুমসডে প্লেন'। যা বেশ রহস্যের জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার ট্রাম্পের জরুরি কমান্ডে নিয়োজিত এই বিমানটি রহস্যজনকভাবে লুইজিয়ানা থেকে মেরিল্যান্ডের একটি সামরিক ঘাঁটিতে অবতরণ করে। বোয়িং-৪ 'নাইটওয়াচ' বিমানটি 'ডুমসডে প্লেন' নামেও বেশ পরিচিত। সংকটকালীন মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের জন্য উড়ান কমান্ড হিসেবে কাজ করে এই বিমান। এটিকে পারমাণবিক হামলা এবং যেকোনো সামরিক পদক্ষেপের হুমকি বিবেচনা করে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।

ইরান আত্মরক্ষা করছে: এরদোগান : ইরানের ওপর ইসরাইলি হামলার নিন্দা করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। বলেছেন, ইসরাইল 'উন্মাদের' মতো হামলা চালিয়েছে। এছাড়া হামলার জবাবে ইরানের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। এরদোগান আরও বলেছেন, ইরান আত্মরক্ষা করছে। পার্লামেন্টে তার ক্ষমতাসীন দল জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় ওই মন্তব্য করেছেন তিনি। তুরস্ক কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান চায় এবং এতে আঙ্কারা একটি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারেন বলেও মন্তব্য করেছেন এরদোগান।

দেশে ফেরার আর্তনাদ ইসরাইলে

বাতিল করা হয়েছে সকল ফ্লাইট। এতে সেখানে আটকা পড়েছেন কয়েক হাজার বৃটেনের নাগরিক। কবে দেশে ফিরতে পারবেন এ নিয়ে তাদের মনে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। নিজেদের দেশে ফেরার আর্তি জানিয়েছেন তারা। বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময় বিগত কয়েকদিনে ইসরাইলে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন এমন কয়েকজন। সাইরেনের শব্দ শুনে নির্ঘুম রাত পার করা, ক্রমাগত আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়ার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। আটকে পড়া অনেকে তাদেরকে উদ্ধারে বৃটেনের সরকারকে আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। এমন একজন ভুক্তভোগী হলেন ডেবোরাহ ক্লেডন (৪১)। কাজিনের বিয়ে উপলক্ষে তিন দিনের সফরে ইসরাই পাড়ি জমান তিনি।

ক্লেডন পেশায় একজন স্কুল শিক্ষিকা। সংঘাতের কারণে ৮১ বছর বয়সী বৃদ্ধ মা'কে নিয়ে ইসরাইলে আটকা পড়েছেন। বলেছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করার পর আমরা সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পাই। এর পর পরই আমাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে বলা হয়। আরও বলেছেন, প্রায় প্রতি রাতের সাইরেনের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তাৎক্ষণিক আশ্রয়কেন্দ্রের উদ্দেশে ছুটে যেতে হয়েছে। বলেছেন, যদিও তিনি যে হোটেলে আছেন সেখানে আশ্রয় নেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ মানুষই আতঙ্কিত। ক্লেডন বলেছেন, আমি ইতিবাচক মনোভাব রাখার চিন্তা করছি কারণ আমার সঙ্গে আমার মা আছেন। তবে আমি আর এখানে থাকতে চাইনা। রাতে একাধিকবার সাইরেনের শব্দ শুনে আশ্রয়কেন্দ্রের উদ্দেশে দৌঁড়াতে চাইনা। আমি আমার দেশে ফিরতে চাই। আমার বাচ্চাদের কাছে।

শুক্রবার থেকে ইরানের হামলায় ইসরাইলে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২৪ জন নিহত হয়েছেন। ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরাইলি হামলায় দেশটিতে নিহত কমপক্ষে ২০০ জন। শুক্রবার তেল আবিবের মূল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত তা চালু করা হবে না। এতে সেখানে আটকা পড়েছেন ৪০ হাজার পর্যটক। কিছু মানুষ স্থলপথে ইসরাইলের সীমানা ত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ জর্ডান ও মিশর থেকে ফ্লাইটে করে নিজেদের গন্তব্যে যাওয়ার কথা ভাবছেন। গত মঙ্গলবার ইসরাইলের জাফফাতে নিজের পিতাকে দেখতে যান হান্নাহ লায়নস নামের এক গায়িকা। যিনি সেখানকার একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পরই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বলেছেন, এ ঘটনা তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। হান্নাহ বলেছেন, তিনি তার দেশে ফিরতে চান এবং বাচ্চাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। লন্ডনের বাসিন্দা হওয়ার্ড ইয়ঙ্গরহুড (৭৯)। এ মাসের শুরুতে নাতনির সঙ্গে দেখা করতে তিনি ইসরাইলে যান। তিনি বলেছেন,আমরা ক্লান্ত। আমাদের মতো বৃদ্ধদের আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছাতে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। এদিকে ২২ বছর বয়সী ছেলেকে নিয়ে ইসরাইলে আটকা পড়েছেন অ্যাঙ্গাস এডি (৫২)। বলেছেন, এখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। এসময় তিনি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের উদ্ধারে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয়ার অভিযোগ আনেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ধরা খেলেন

স্টারমার ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিককে খুবই পছন্দ করেন বলে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে। বিষয়টি যদি সত্যি হয় তাহলে এটি হবে আওয়ামী লীগের জন্য প্লাস পয়েন্ট। এমনটাই ধারণা বিশ্লেষকদের।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস গত ১০ জুন লন্ডনে এসে পৌঁছান। তিনি ব্রিটিশ রাজার আমন্ত্রণে লন্ডনে আসেন এবং ব্রিটিশ রাজার হারমনি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

লন্ডন আসার আগে তার পক্ষ থেকে জানানো হয় তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সাথে সাক্ষাৎ করবেন।

এরই মধ্যে ব্রিটিশ এমপি ও লেবার নেত্রী টিউলিপ সিদ্দিক বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুসকে চিঠি পাঠিয়ে হাউজ অফ কমন্সে তার সাথে চা চক্র অথবা ডিনার পার্টির আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এতে অনেকটা হতাশ ও লজ্জায় পড়েন ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকী।

এদিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সাথে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এর সাক্ষাতের বিষয়টি অনেকটা নিশ্চিত থাকলেও প্রধান উপদেষ্টা লন্ডন পৌঁছার পর তার প্রেস সচিব সংবাদ সম্মেলন করে সাংবাদিকদের জানান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার যুক্তরাজ্যে নেই তিনি বর্তমানে কানাডায় অবস্থান করছেন। তাই ডক্টর ইউনুসের সাক্ষাতের সম্ভাবনা ক্ষীন।

যদিও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার এখনো লন্ডন অবস্থান করছেন ।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস এর প্রেস সচিব কোন ধরনের তথ্য উপাত্ত ছাড়া এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার বিষয়টি গণমাধ্যমসহ সকল মহলে আলোচনা সমালোচনার জন্ম দেয়। পরে অবশ্য প্রেস সচিব শফিকুল হক দুঃখ প্রকাশ করে আসল সত্য প্রকাশ করেন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস এর সাথে বৈঠক না বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

রাজনৈতিক বিভিন্ন মহল থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে না পারায় অনেকটা বেকায়দায় রয়েছেন। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, তিনি অল্প সময়ের জন্য হলেও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাথে মিটিং করতে সর্বাত্মক চেষ্টা এখনো চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে ব্রিটিশ এমপি ও বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি টিউলিপ সিদ্দিকী এমপির ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, দেশে-বিদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার টিউলিপ সিদ্দিকীকে নানাভাবে নাজেহাল করতে তার বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে অভিযোগ দাঁড় করায়। ব্রিটেনে দায়ের করা বিভিন্ন অভিযোগ ইতিমধ্যে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় টিউলিপ সিদ্দিক অনেকটা পার পেয়ে যান।

সূত্রটি নিশ্চিত করেছে, টিউলিপ সিদ্দিকীর সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সু সম্পর্ক থাকায় তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উৎখাত ও ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুসের জামাত- বিএনপি কানেকশনের বিষয়টি অবহিত করেন এবং কতিপয় ডকুমেন্ট তার কাছে উপস্থাপন করেন ।

সর্বশেষ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনুস লন্ডন আসার আগে তার সাথে দেখা করতে টিউলিপ সিদ্দিক এমপি যে পত্র দিয়েছেন তার বিষয়েও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং তার সাথে দেখা করতে ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের অনাআগ্রহের কথা ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

সূত্রটি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, টিউলিপ সিদ্দিকীর কূটনৈতিক তৎপরতার কারণেই অবশেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা কিংবা সাক্ষাৎ করতে পারলেন না বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস।

হঠাৎ জ্ঞান হারালেন পাইলট

ব্রিজের দিকে বিমানটিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

প্রশিক্ষণার্থী পাইলট অসুস্থ বোধ করছেন বলে জানালে কেবিনে থাকা অভিজ্ঞ পাইলটরা বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে বাধ্য হন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমানে ব্রেক চাপেন। তত্ত্বাবধায়ক ক্যাপ্টেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার এবং কোয়ান্টাস প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করার পর ১১৩ জন যাত্রী এবং তিনজন পাইলটসহ আটজন ক্রু সদস্যকে বহনকারী বিমানটিকে নিরাপদে টি-৩ গেটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমানটি নিরাপদে গেটে পৌঁছে যায়, যেখানে যাত্রীরা নামতে শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই চিকিৎসকরা বিমানে পৌঁছান এবং অসুস্থ পাইলটের চিকিৎসা শুরু করেন।

কোয়ান্টাসের একজন মুখপাত্র দ্য নাইটলিকে জানিয়েছেন, পাইলট চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং তাকেও তদন্তের আওতায় আনা হবে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সিডনিতে অবতরণের পর একজন পাইলটের শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাদের পাইলটরা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। আমাদের যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তা এবং সুস্থতা আমাদের অগ্রাধিকার।

অস্ট্রেলিয়ান ট্রান্সপোর্ট সেফটি ব্যুরো (এটিএসবি) জানিয়েছে, তারা ফ্লাইটে 'পাইলটের অক্ষমতার ঘটনা' সম্পর্কে অবগত এবং তারা সন্তুষ্ট যে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাইলটকে সহায়তা করার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

ব্যুরো জানিয়েছে, এটিএসবি'কে জানানো হয়েছে নিরাপদ অবতরণের পর বিমানটি টারম্যাকে থাকাকালীন পাইলট অসুস্থ বোধ করেন এবং কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারান। আরও দুইজন ফ্লাইট ক্রু ককপিটে ছিলেন, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং কোনও দুর্ঘটনা ছাড়াই বিমানটিকে গেটে নিয়ে যান।

অস্ট্রেলিয়ান ট্রান্সপোর্ট সেফটি ব্যুরো এই ঘটনাটিকে নিয়ে আর কোনো তদন্ত করছে না। পাইলট অসুস্থ হওয়ার সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছিল তিন মাস আগে কোয়ান্টাসের ফ্লাইট নম্বর কিউএফ৫০৫-তে।

ব্রিসবেন থেকে সিডনিগামী বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমানের ক্রুরা জানিয়েছেন, বিমানটি আকাশে ওঠার সময় একজন পাইলট গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হন। ক্যাপ্টেন বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সেই ফ্লাইটে ১২৭ জন যাত্রী এবং ছয়জন ক্রু সদস্য ছিলেন। ঘটনার পর বিমানে থাকা প্রথম অফিসার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন এবং জরুরি অবতরণ করেন। বিমান থেকে প্যান কল জারি করা হয়েছিল। এই সংকেতটি একটি মেডিকেল জরুরি অবস্থা নির্দেশ করে। যার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে বিমানের দ্রুত অবতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

পরে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে এবং ক্যাপ্টেনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এটিএসবি পাইলটদের সাথে জড়িত চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থার রিপোর্ট পেয়েছে এবং বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণের জন্য কিউএফ-৫০৫ সম্পর্কিত ফ্লাইটের তথ্য সংগ্রহ করছে।

অবশেষে অস্কার পাচ্ছেন টম ক্রুজ

সোমবার (১৭ জুন) এক বিবৃতিতে অস্কার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারের গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে চারজন শিল্পীকে সম্মাননা দেওয়া হবে, তাদেরই একজন টম ক্রুজ।

এই তালিকায় টম ক্রুজ ছাড়াও রয়েছেন কোরিওগ্রাফার ডেবি অ্যালেন, 'ডু দ্য রাইট থিং' সিনেমার প্রোডাকশন ডিজাইনার উইন থমাস এবং কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী ডলি পার্টন।

অস্কার একাডেমির সভাপতি জ্যানেট ইয়াং বলেন, 'এই বছর গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডসে চারজন অনন্য প্রতিভাবান শিল্পীকে তাদের অসাধারণ ক্যারিয়ার এবং বিনোদন জগতে দারুণ অবদানের জন্য সম্মানিত করা হবে।'

টম ক্রুজ এর আগে চারবার অস্কারের মনোনয়ন পেয়েছেন। ১৯৮৯ সালে 'বর্ন অন দ্য ফোর্থ অফ জুলাই' এবং ১৯৯৬ সালের 'জেরি ম্যাগুয়ার'-এ অভিনয়ের জন্য তিনি সেরা অভিনেতার মনোনয়ন পান। ১৯৯৯ সালে 'ম্যাগনোলিয়া' সিনেমায় পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেও মনোনয়ন পান তিনি। এছাড়াও ২০২২ সালের 'টপ গান: ম্যাভেরিক' ছবির মাধ্যমে 'সেরা ছবি' বিভাগেও মনোনীত হন এই অভিনেতা।

এতসব মনোনয়ন পেলেও এবারই প্রথমবার অস্কারের ট্রফি হাতে তুলতে যাচ্ছেন টম ক্রুজ। দীর্ঘদিন ধরে নিজ হাতে ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট করে, অ্যাকশন সিনেমায় নিজের বিশেষতা দেখিয়ে তিনি হলিউডে আলাদা এক অবস্থান গড়ে তুলেছেন।

চলতি বছরের ১৬ নভেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে গভর্নরস অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে তার হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে।

জার্মানিতে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে

কিছু আক্রমণ 'অত্যন্ত নৃশংস এবং অমানবিক' ছিল। একটি ফিলিস্তিনি পরিবারের সামনে স্লোগান দেয়া হয়েছিল 'নোংরা আরবরা, ইউরোপ থেকে বেরিয়ে যাও,' সেহা বলেছেন। আরেকটি পরিবারের দরজার সামনে একটি শূকরের মাথা রাখা হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে গত বছর জার্মানির মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 'রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের প্রতি উচ্চ স্তরের অবিশ্বাস' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে। 'মুসলিম-বিরোধী বর্ণবাদ' নামক সংগঠনগুলির ভুক্তভোগীরা খুব কমই রাষ্ট্রীয় সমর্থন বা ন্যায়বিচার চান বলে মনে করেন।

ইরানে হামলা করলে 'ক্ষমতা হারাতে

'যদি এই প্যান্ডোরার বাক্স একবার খুলে যায়, তাহলে পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা কেউ জানে না। এই যুদ্ধ সম্ভাব্যভাবে ট্রাম্পের পুরো প্রেসিডেন্সিকে গ্রাস করে ফেলবে'।

তার মতে, 'ইরানের পক্ষে আত্মসমর্পণ কোনো বিকল্প নয়। কেননা, ইরান জানে তারা সামরিকভাবে জয়ী হতে পারবে না। কিন্তু তাদের লক্ষ্য হবে এমন এক সংঘাত তৈরি করা, যেখানে কেউ বিজয়ী হবে না-সবাই পরাজিত হবে'।

পটভূমি ও সংকটের প্রেক্ষাপট

◗ গত ছয় দিন ধরে চলা ইসরাইল-ইরান যুদ্ধ এখন সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে নেওয়ার আশঙ্কায়।

◗ ইসরাইল ইতোমধ্যে তেহরানে বিমান হামলা চালিয়েছে এবং ইরান পাল্টা সীমিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।

◗ ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যমে 'ইরানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' দাবি করে বিতর্ক তৈরি করেছেন।

সিদ্ধান্ত এখন ট্রাম্পের কাঁধে

এই মুহূর্তে বিশ্বের কূটনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেকাংশেই নির্ভর করছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের ওপর।

বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধ যদি শুরু হয়, তাহলে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়-পুরো বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, তেলের বাজার, অভিবাসন সংকট এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর তার বিরাট প্রভাব পড়বে ।

ইসিকে ২ মিলিয়ন ডলার সহায়তায়

আহমেদ বলেন, 'আমরা ইসি গঠনের পর থেকেই ইউএনডিপির সহায়তা চেয়ে আসছি। তারা প্রথম থেকেই সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছে এবং ব্যালট প্রজেক্টে মোট ১৮.৫৩ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেবে। অস্ট্রেলিয়া তাদের মুদ্রায় ২ মিলিয়ন ডলার সহায়তার কথা জানিয়েছে।'

তিনি বলেন, 'নির্বাচনের জন্য ১৬টি কমপোনেন্ট রয়েছে। এই ১৬টির মধ্যে অর্থায়নের বিষয়ে ইউএনডিপির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ২ মিলিয়ন ডলারের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমরা আশা করি, এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অর্থায়নের জন্য দাতাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি ২০২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে জানান তিনি।'

দেশে ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢল

বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে মাইকিং করে সতর্ক করার সাথে অনেক লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে। তবে দরিদ্র, নিম্নআয়ের শ্রেণির হাজার হাজার পরিবার এখনও বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছে। এদিকে আষাঢ়ের ভরা বর্ষাকাল শুরু হতেই সারা দেশে বজ্রের গর্জনসহ হালকা থেকে মাঝারি বর্ষণ, অনেক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়ায় ১৬৩ মি.মি.।

আবহাওয়া বিভাগ জানায়, মঙ্গলবার সৃষ্ট লঘুচাপটি মঙ্গলবার আরো ঘনীভূত হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট লঘুচাপ আকারে বাংলাদেশের ব্যাপক অঞ্চলের ওপর অবস্থান করছে। সুস্পষ্ট লঘুচাপ এবং প্রবল, সক্রিয় মৌসুমী বায়ুর দ্বিমুখী প্রভাবে প্রায় সারা দেশে মেঘের বিস্তারের সাথে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বাভাসে জানা গেছে, আরো অন্তত ৪ থেকে ৫ দিন অব্যাহত থাকতে পারে আষাঢ়ের 'স্বাভাবিক বর্ষণ'।

সাপকে চুমু দিয়ে আইসিইউতে

আমরোহা জেলার হাইবতপুর গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে। প্রান্তিক কৃষক জিতেন্দ্র কুমার সাপটিকে উদ্ধার করেছিলেন এবং এটি দিয়ে একটি ভিডিও ধারণ করার চেষ্টা করছিলেন। অনেক পথিক এই ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্টটি করার সময় ঘটনাটি রেকর্ড করেছিলেন, যার ফলে সাপের কামড় খাওয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। গ্রামবাসীরা দাবি করেছেন যে কুমার সেই সময় মাতাল ছিলেন এবং সাপটিকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করার সময় ধূমপান করছিলেন। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, কুমার তার গলায় একটি সাপ রেখে মুখের কাছে নিয়ে আসছেন।

বিএনপির সঙ্গে বাড়ছে জামায়াত-

কমিশন জানায়, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদগুলোতে নিয়োগ তদারকি করতে স্বাধীন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এনসিসি। এর লক্ষ্য, নির্বাহী বিভাগের একতরফা কর্তৃত্ব সীমিত করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেন, তার দল চায় না যে এনসিসি গঠন করা হোক। কারণ, এর মাধ্যমে নির্বাহী শাখার কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ন হবে।

তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, সংস্কারে বিচার বিভাগ ও নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার দিকে জোর দেওয়া উচিত। নতুন সংস্থা তৈরির পরিবর্তে বিদ্যমান আইন সংশোধন করে বর্তমান সার্চ কমিটি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও স্বচ্ছ করা যেতে পারে। এনসিপি নেতা খালেদ সাইফুল্লাহ অভিযোগ করেন, বিএনপি তাদের অবস্থান বদলে ফেলেছে। ২০২২ সালে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নিজে আওয়ামী লীগের আইনের সমালোচনা করেছিলেন নির্বাচন কমিশন সদস্যদের নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠনের জন্য। এখন বিএনপি ক্ষমতায় আসার পথ দেখছে বলে নিজেদের সুবিধার জন্য সেই কথা ভুলে গেছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা অতীতে দেখেছি, কীভাবে দুর্নীতি দমন কমিশনকে নখদন্তহীন বাঘে পরিণত করা হয়েছিল। বিএনপি এনসিসির বিরোধিতা করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর বিকল্প প্রস্তাব দেয়নি। মঙ্গলবারের বৈঠকে উপস্থিত না হলেও মঙ্গলবার যোগ দিয়ে এনসিসি গঠনে নিজেদের সমর্থন দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। তবে, এই কাউন্সিল থেকে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে তারা।

এবি পার্টির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, এনসিসি গঠনে সমর্থন দেওয়া একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা। আমরা যদি এনসিসির মতো জবাবদিহি ব্যবস্থা তৈরি না করি, তাহলে গণঅভ্যুত্থানের মূল চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। বর্তমানে পুরো সাংবিধানিক নিয়োগের ওপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য হাজারো তরুণ জীবন দিয়েছে। আমরা এটা নষ্ট হতে দিতে পারি না। উপস্থিত ৩০টি দলের অধিকাংশই এনসিসি গঠনের সমর্থন দিয়েছে।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এনসিসির মতো তদারকি সংস্থার বিষয়ে একমত হওয়া অপরিহার্য। এটি নতুন কিছু নয়, অনেক গণতান্ত্রিক দেশে এমন কাউন্সিল আছে। অন্তত নির্বাচন কমিশন, দুদক ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ এনসিসির মতো কাঠামোর মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত।

জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর আলী রীয়াজ বলেন, নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করার জন্য একটি ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এটাই এনসিসি গঠনের উদ্দেশ্য। আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করার সুযোগ রয়েছে, যেখানে ক্ষমতাসীনরা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের মধ্যে থাকবে।

আয়ারল্যান্ডের সাবেক হোমে ৮০০ শিশুর

বন্ধ হয়ে যাওয়া এই হোমটি এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি, যেখানে হাজার হাজার এতিম এবং অবিবাহিত গর্ভবতী নারীদের আবাসস্থল ছিল। ওই নারীরা বিংশ শতাব্দীর বেশিরভাগ সময়জুড়ে তাদের সন্তানদের ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর মধ্যে মাত্র দু'জনকে কাছের একটি কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছিল। বাকি ৭৯৬ জনকে ঘটনাস্থলেই সমাহিত করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

খনন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইতিহাসবিদ স্কাই নিউজকে বলেন, 'এতদিন পর খননকার্য শুরু হওয়ায় আমি খুব স্বস্তি বোধ করছি। এটা একটি দীর্ঘ যাত্রা। কী ঘটতে চলেছে, সত্যিই কারোর জানা নেই।' ২০১৪ সালে কর্লেসের আবিষ্কার আয়ারল্যান্ডকে হতবাক করে দিয়েছিল এবং বিশ্বজুড়ে শিরোনামে এসেছিল। এটি মধ্য শতাব্দীর আয়ারল্যান্ডের অন্ধকার দিককে উন্মোচিত করে, যেখানে ক্যাথলিক গির্জা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাতনের ইতিহাস রয়েছে। অবৈধ সন্তান এবং তাদের জন্মদানকারী নারীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। তাদের সন্তানদের থেকে আলাদা করে দিয়ে মাতৃগৃহে পাঠানো হত। এক দশক পর ড্যানিয়েল ম্যাকসুইনির নেতৃত্বে তদন্তকারীদের একটি দল একটি ফরেনসিক খনন শুরু করছে, যা দুই বছর ধরে চলতে পারে বলে অনুমান। লক্ষ্য হল ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে যতটা সম্ভব দেহাবশেষ শনাক্ত করা এবং সকলকে মর্যাদাপূর্ণভাবে পুনঃসৎকার করা।

এটি অ্যানেট ম্যাককের মতো অনেক ব্যক্তির মনে আশার আলো জাগিয়েছে। অ্যানেট এখন ম্যানচেস্টারে থাকেন। তার মা মার্গারেট 'ম্যাগি' ওকনর ১৭ বছর বয়সে ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর ১৯৪২ সালে টুয়াম হোমে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। মেরি মার্গারেট নামের সেই মেয়েটি ছয় মাস পর মারা যায়। অ্যানেট তার প্রয়াত মায়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'তিনি যখন গোসল করছিলেন, তখন একজন সন্ন্যাসিনী তার পেছনে এসে বলেছিলেন তোমার পাপের সন্তানটি মারা গেছে।' অ্যানেট আশা করছেন যে তার মৃত বোনের দেহাবশেষ টুয়ামে কবর থেকে হয়তো উদ্ধার করা যাবে এবং ম্যাগির সাথে সমাহিত করা যাবে। মার্গারেট ওকনর তার সন্তানের সাথে পুনরায় মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

২০২১ সালে আয়ারল্যান্ডের মা ও শিশু কেন্দ্রগুলোতে শিশু মৃত্যুর ভয়াবহ ঘটনা সামনে আসার পর আইরিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের তরফে ক্ষমা চেয়েছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে তদন্ত করা ১৮টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯,০০০ শিশু মারা গেছে।

'কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ

বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানজক রাজকীয় এ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি প্রফেসর ইউনূসের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজপরিবারের দীর্ঘদিনের সম্পর্কের বহির্প্রকাশ হিসেবে দেখছেন পর্যবেক্ষকরা।

কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ ছাড়াও বৃহস্পতিবার সকালে তিনি বাকিংহাম প্যালেসে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে দেখা করেন। এ ছাড়া ওয়েস্ট মিনিস্টারে হাউস অব কমন্সের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হলির সঙ্গে বৈঠক করেন অধ্যাপক ইউনূস। চারদিনের সরকারি সফরে বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। আজ শুক্রবার সকালে তিনি দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করবেন।

বাকিংহাম প্যালেসে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ॥ এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। অধ্যাপক ইউনূস প্যালেসে পৌঁছলে রাজা তৃতীয় চার্লস তাকে স্বাগত জানান। বৈঠকের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ও ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত।

মুখোশ উন্মোচন করল বিবিসি

উত্তরের অডিও শোনানো হয় বিবিসির 'দ্য ওয়ার্ল্ড টুনাইট' অনুষ্ঠানে।

সেই সাক্ষাৎকারের একটি বাংলা তর্জমা পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হল।

বিবিসি উপস্থাপক: এই সফরকে 'সরকারি' বলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর (কিয়ার স্টারমার) সঙ্গে কোনো বৈঠক নেই আপনার। মুহাম্মদ ইউনূস বাকিংহাম প্যালেসে যাওয়ার ঠিক আগে 'দ্য ওয়ার্ল্ড টুনাইট'-এর রাজিনি বৈদ্যনাথন তার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানতে চান, কেন কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে কোনো বৈঠক হল না?

মুহাম্মদ ইউনূস: আমরা উনার (কিয়ার স্টারমারের) সঙ্গে দেখা করতে খুবই আগ্রহী ছিলাম। হয়ত তিনি ব্যস্ত ছিলেন বা অন্য কোনো কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এতে করে আমার জন্য একটা বড় সুযোগও তৈরি হয়েছে। এখন যেহেতু তিনি ব্যস্ত, আমি তাকে বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা একসঙ্গে সময় কাটাতে পারব, যা ঘটছে তা দেখাতে পারব, এবং তিনি পুরো পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারবেন। এটা ইতিহাসের একটি বিশেষ মুহূর্ত, যার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। একভাবে বললে, আমরা অতীতকে পেছনে ফেলে এক নতুন ভবিষ্যতের সূচনা করছি।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: আপনি বলছেন তিনি ব্যস্ত। কিন্তু আপনি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা, আপনি তার রাজনৈতিক সমমর্যাদার ব্যক্তি। যুক্তরাজ্যে প্রায় ১০ লাখ বাংলাদেশি এখানে, যুক্তরাজ্যে আছেন। ব্রিটিশ জীবনে বাংলাদেশি সংস্কৃতি গভীরভাবে মিশে আছে। তাহলে আপনি কতটা হতাশ যে, যুক্তরাজ্যে আপনার কয়েক দিনের সফরে তিনি সময় বের করতে পারলেন না?

মুহাম্মদ ইউনূস: আমি জানি না আমি হতাশ হব, না তিনি। কোনো কারণে একটা সুযোগ হারাল, আমি জানি না। এজন্যই বলেছি, তার বাংলাদেশে আসা উচিত। একটু নির্ভার থাকবেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি উপলব্ধি করবেন, এই মুহূর্তের মর্ম বুঝতে পারবেন।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: কিন্তু বৈঠকের ব্যবস্থা না করার পেছনে কী কারণ দেখিয়েছে ডাউনিং স্ট্রিট?

মুহাম্মদ ইউনূস: আমার জানা মতে, তারা তেমন কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। হয়তো তিনি অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: এবার কিয়ার স্টারমারের এক এমপি, লেবার পার্টির টিউলিপ সিদ্দিককে নিয়ে বলি। তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নি। আর বাংলাদেশের এক আদালত তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জমি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। যদিও তিনি তা অস্বীকার করেছেন। তিনি আপনাকে চিঠি লিখেছেন, আমরা সেই চিঠি দেখেছি। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করবেন?

মুহাম্মদ ইউনূস: না, আমি দেখা করব না। কারণ এটা একটি আইনি প্রক্রিয়া। আমি সেই প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করতে চাই না। প্রক্রিয়াটা যেন চলতে পারে।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: ব্রিটিশ সরকারের ইন্ডিপেনডেন্ট এথিকস অ্যাডভাইজর টিউলিপ সিদ্দিকের বিষয়ে একটি তদন্ত করেছেন এবং তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। টিউলিপ বলছেন, বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। তাহলে কেন এখনও দুদক তার বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে?

মুহাম্মদ ইউনূস: যেহেতু এটি আদালতের বিষয়, তাই আদালতই সিদ্ধান্ত নেবে যে মামলা চালানোর মতো যথেষ্ট উপকরণ আছে কিনা, কিংবা মামলাটি বাতিল করা উচিত কিনা।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: কিন্তু আপনি তো দুর্নীতি দূর করার অঙ্গীকার নিয়ে এসেছেন। আমি প্রশ্নটা আবার করব-দুদক বলছে, এটি কোনো ভিত্তিহীন তদন্ত নয়। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, অভিযোগ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। কিন্তু টিউলিপ সিদ্দিকের আইনজীবীরা বলছেন, তারা কোনো প্রমাণই দেখেননি। এমনকি দুদক তাদের সঙ্গে যোগাযোগই করেনি।

মুহাম্মদ ইউনূস: আইনি প্রক্রিয়ায় আইনজীবীদের মধ্যে তথ্য বিনিময় হয়

রাজিনি বৈদ্যনাথন: কিন্তু তিনি তো বলছেন, তেমন কিছু হয়নি।

মুহাম্মদ ইউনূস: সেজন্য সময় তো শেষ হয়ে যায়নি। আইনি প্রক্রিয়াগুলো সময় নেয়। বাংলাদেশ কখনও বলেনি, কোনো তথ্য দেওয়া হবে না।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: কিন্তু ইতোমধ্যে সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে। অন্যদিকে তিনি (টিউলিপ) ও তার আইনজীবীরা স্পষ্ট করেই বলছেন, এটা সম্পূর্ণ অবিচার এবং নিয়মতান্ত্রিকতার পরিপন্থি। তারা বলছেন, কোনো যোগাযোগ করা হয়নি তাদের সঙ্গে।

মুহাম্মদ ইউনূস: এটা আইনজীবী বনাম আইনজীবীর বিষয়। দুদকের আইনজীবীরা নিশ্চয় এ বিষয়ে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: কিন্তু সহজভাবে বললে, টিউলিপ বলছেন, তার আইনজীবীরা দুদকের কাছ থেকে কোনো বার্তা পাননি। তাই তিনি বলছেন, এটা যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নয়।

মুহাম্মদ ইউনূস: দুদকের পক্ষ থেকে তাদের আইনজীবী বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবেন, কীভাবে এটি একটি যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: ঠিক আছে। কিন্তু আপনি তো প্রধান উপদেষ্টা। তাহলে আপনি কি এখনদুদককে আরও স্বচ্ছ হতে বলবেন? আপনি কি এখন এটি অন রেকর্ডে বলতে চান যে, তারা যেন দ্রুত প্রমাণ উপস্থাপন করে, যাতে অভিযোগ নিয়ে কোনো সন্দেহ না থাকে? কারণ টিউলিপ সিদ্দিক তো অভিযোগ অস্বীকার করছেন।

মুহাম্মদ ইউনূস: প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আমি আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখি যে, তারা সঠিক কাজটাই করছে।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। যদি তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে কি তাকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হবে?

মুহাম্মদ ইউনূস: এটা আইনি প্রক্রিয়ার বিষয়। এক ধাপের পর আরেক ধাপ আসে।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: কিন্তু দেশে ফেরানোর বিষয়টা কি এই প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারে?

মুহাম্মদ ইউনূস: যদি আইনের আওতায় পড়ে, তাহলে হতে পারে।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: অর্থাৎ যথেষ্ট প্রমাণ থাকলে, দুদক তাকে দেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানাতে পারে?

মুহাম্মদ ইউনূস: যদি আইন সেটা চায়।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: যুক্তরাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত শীর্ষ দশ দেশের একটি বাংলাদেশ। সম্প্রতি আমরা শুনেছি, এমনকি গতকালও বাজেট পর্যালোচনায় বলা হয়েছে, বিদেশি সাহায্যের বাজেটে বড় কাটছাঁট করা হবে। বাংলাদেশিদের ওপর এর কতটা প্রভাব পড়বে?

মুহাম্মদ ইউনূস: এই কঠিন সময়ে যদি কিছু সহায়তা পাওয়া যায়, আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। তবে না পেলেও, আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় এগিয়ে যেতে থাকব এবং আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করব।

রাজিনি বৈদ্যনাথন: কিন্তু এটা কত বড় ধাক্কা, অধ্যাপক?

মুহাম্মদ ইউনূস: ব্রিটিশ সাহায্যে কাটছাঁট, এটা একটা বড় ধাক্কা। তবে জীবনে ওঠানামা থাকেই। আজ কমে গেল, কাল বাড়বে-এখানকার পরিস্থিতির ওপরই সব নির্ভর করে। তবে আমাদের সেই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। যেমন হঠাৎ করে ইউএসএইড সব অর্থ একেবারে বন্ধ করে দিল-১০০%। শেষ। বন্ধ। তখন আমরা দেখলাম, কত বড় ঘটনা ঘটল বাংলাদেশে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে-সব তহবিল বন্ধ হয়ে গেল। শূন্য। রোহিঙ্গা সংকট হঠাৎ করেই আমাদের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়াল। বিস্ময়কর এক পরিস্থিতি। কিন্তু আমাদের সেটা মোকাবিলা করতেই হবে। টাকাপয়সা চলে গেছে বলে তো রোহিঙ্গারা হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে না।

বিবিসি উপস্থাপক: মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে কথা বলছিলেন আমার সহকর্মী রজিনি বৈদ্যনাথন। আমরা টিউলিপ সিদ্দিক এমপির সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি তাতে রাজি হননি, তবে একটি বিবৃতি পাঠিয়েছেন

বিবৃতিটা এরকম- "অধ্যাপক ইউনূস আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজি না হয়ে আমি হতাশ। তিনি এক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কেন্দ্রে আছেন, যার ভিত্তি কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ, যার কোনো প্রমাণ নেই-যা একের পর এক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে। আমি আশা করি, তিনি এখন এই অপপ্রচার বন্ধের ওপর গুরুত্ব দেবেন, যাতে আদালতেই এটা প্রমাণ হতে পারে যে এই অভিযোগের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ঋণ নেওয়া প্রসঙ্গে ইসলাম কী বলে

জাওয়াদ তাহের

মানুষের জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে, যখন আর্থিক সংকটে পড়ে কেউ কারো সাহায্য নেওয়া ছাড়া সামনে আগানোর উপায় থকে না। এই সহযোগিতার একটি রূপ হলো ঋণ। তবে ইসলাম ঋণকে হালকাভাবে নেয়নি। এটি একদিকে যেমন কারো উপকারের মাধ্যম, তেমনি দায়িত্ব ও পরিণতির দিক থেকেও অত্যন্ত গম্ভীর এক বিষয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ঋণ গ্রহণ ও প্রদান, উভয়ের জন্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব ও বিধান রয়েছে। লেনদেনের শুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি পরকালের মুক্তির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

যদি কারো আমলনামায় ইবাদতের নেকি থাকে, কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করার গুনাহও থাকে, তাহলে জান্নাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কঠিন হয়ে যাবে। এমনকি কেউ যদি নিজের প্রাণকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানিও করে দেয়, আবার বারবার শহীদের মর্যাদা অর্জন করে, তবু যদি সে কারো হক আদায় না করে থাকে, যা তার ওপর ফরজ ছিল, তাহলে সে জান্নাতের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকবে, যতক্ষণ না তার ওয়ারিশরা তার পক্ষ থেকে সেই হক আদায় করে দেয়।

নিচে ঋণসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক তুলে ধরা হলো-

১. চরম প্রয়োজন ছাড়া ঋণ গ্রহণ না করা

আমাদের জীবনে কিছু জিনিস মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, আর কিছু জিনিস আমাদের ইচ্ছা বা খায়েশের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের উচিত তার স্বভাব এমনভাবে গড়ে তোলা, সে তার প্রয়োজনগুলো মধ্যম পথে পূরণ করার চেষ্টা করে। এ জন্য কখনো কখনো মানুষকে ঋণও নিতে হয়, যা শরিয়তেও অনুমোদিত। তবে ইচ্ছা বা খায়েশের ক্ষেত্রে, কখনো এগুলো জায়েজ ও মুবাহ (অনুমোদিত) হয়, আর কখনো নাজায়েজ ও হারাম হয়। যেসব ইচ্ছা মুবাহ, সেগুলো নিজের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী পূরণ করতে কোনো সমস্যা নেই এবং এতে গুনাহও হবে না। তবে নাজায়েজ ও হারাম ইচ্ছাগুলো আর্থিক সামর্থ্য থাকলেও পূরণ করা উচিত নয়, আর ঋণ নিয়ে এগুলো পূরণ করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

২.ঋণের লেনদেন লিখে রাখা

শরিয়ত আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছে। ঋণের লেনদেন লিখে রাখা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা দ্বন্দ্ব এড়াতে এবং হক রক্ষায় সহায়ক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একে অপরের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো, তখন তা লিখে রাখো।

' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮২)

> **ঋণগ্রহীতা যদি অসচ্ছল হয়, তবে তাকে সময় দেওয়া শরিয়াহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, যা মানবিকতা ও করুণার প্রকাশ ঘটায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি ঋণগ্রহীতা অসচ্ছল হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত সময় দাও**

৩. সুদী ঋণের লেনদেন থেকে বিরত থাকা

সুদ শরিয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং সুদী ঋণের লেনদেন থেকে বিরত থাকার জন্য মুমিনদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) সুদ গ্রহণকারী, সুদ দানকারী, সুদের লেনদেন লিখে রাখা ব্যক্তি এবং এর সাক্ষীদের ওপর লানত করেছেন এবং বলেছেন, তারা সবাই গুনাহে সমান অংশীদার। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৯৪৮)

৪. ঋণ পরিশোধের নিয়ত করা

ঋণ গ্রহণের সময় পরিশোধের দৃঢ় নিয়ত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটি শুধু নৈতিক দায়িত্বই নয়, বরং আল্লাহর সাহায্য লাভের মাধ্যম। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ (ঋণ) গ্রহণ করে এবং পরিশোধের নিয়ত রাখে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।' (বুখারি, হাদিস : ২৩৮৭)

৫.ঋণ পরিশোধে গড়িমসি না করা

ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব লঙ্ঘনই নয়, বরং এটি শরিয়াহর দৃষ্টিতে জুলুম হিসেবে গণ্য। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, সম্পদশালী ব্যক্তির গড়িমসি করা জুলুম। (বুখারি, হাদিস : ২৪০০)

তাই কোনো ব্যক্তির কাছে ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে ঋণ পরিশোধ না করে, তবে সে জালিম।

৭. ঋণের দাবি নরমভাবে করা

ঋণের দাবি নরমভাবে করা একটি শরিয়ত নির্দেশ এবং নৈতিক কর্তব্য। এটি শুধু সম্পর্ক সংরক্ষণে সাহায্য করে না, বরং আল্লাহর রহমত ও বরকত আকর্ষণ করে। রাসুল (সা.)-এর নরমতার উদাহরণ আমাদের শিক্ষা দেয়। হজরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির ওপর রহম করেন, যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং ঋণ আদায়ের সময় নরম ব্যবহার করে। (বুখারি, হাদিস : ২০৭৬)

৮. ঋণগ্রহীতাকে সময় দেওয়া

ঋণগ্রহীতা যদি অসচ্ছল হয়, তবে তাকে সময় দেওয়া শরিয়াহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, যা মানবিকতা ও করুণার প্রকাশ ঘটায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি ঋণগ্রহীতা অসচ্ছল হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত সময় দাও। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮০)

এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়, ঋণগ্রহীতা যদি আর্থিক সংকটে থাকে, তবে তাকে জোর না করে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। এটি রহম ও ন্যায়বিচারের একটি প্রকাশ।

৯. ঋণ পুরোপুরি বা কিছু অংশ মাফ করে দেওয়া

সামর্থ্য থাকলে ঋণ পুরোপুরি বা কিছু অংশ মাফ করে দেওয়া এটি রহমের প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যদি (ঋণগ্রহীতাকে) ঋণ সদকা করে দাও (অর্থাৎ পুরোটা মাফ করে দাও বা যতটুকু সম্ভব ততটুকু মাফ করে দাও), তবে এটি তোমাদের জন্য অনেক উত্তম, যদি তোমরা এর গুরুত্ব জানতে। (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮০)

১০. ঋণগ্রহীতার জন্য পঠিতব্য দোয়া

ঋণগ্রহীতার জন্য একটি বিশেষ দোয়া রয়েছে, যা রাসুলুল্লাহ (সা.) শিখিয়েছেন এবং এটি পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ঋণ পরিশোধের সাহায্য প্রার্থনা করা যায়। আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) তাঁর কাছে এসে বলল, 'আমি আমার মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন।' আলী (রা.) বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন কিছু কথা শিখিয়ে দেব না, যা আমাকে আল্লাহর রাসুল (সা.) শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার ওপর ছবির পাহাড় (তায় কাবিলায় অবস্থিত আরবের একটি বড় পাহাড়) সমান ঋণও থাকে, তবে আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন।' তিনি বললেন, এই দোয়া পড়ো, 'আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাদ্বলিকা আম্মান সিওয়াক।' অর্থ 'হে আল্লাহ! হারামের পরিবর্তে তোমার হালাল রুজি আমার জন্য যথেষ্ট করো। আর তোমাকে ছাড়া আমাকে কারো মুখাপেক্ষী কোরো না এবং স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে সচ্ছলতা দান করো।' (জামি তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৬৩)

১১. ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দোয়া

ঋণগ্রহীতা যখন তার দায়িত্ব পূরণ করে, তখন তাকে দোয়া দিয়ে বরকত প্রার্থনা করা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ। ইসমাঈল ইবন ইবরাহিম ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবি রবিআ থেকে তাঁর পিতার মাধ্যমে হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি (সা.) আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। এরপর যখন তিনি আমাকে পরিশোধ করলেন, তখন তিনি আমাকে এই দোয়া দিয়েছিলেন, 'বারাকাল্লাহু লাকা ফি আহলিকা ওয়া মালিকা।' আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। (নাসায়ি, হাদিস : ৪৬৮৩)

ঋণ নেওয়া ও দেওয়া, দুটিই দ্বিনের আলোকে পরিচালিত হলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও আস্থা গড়ে ওঠে এবং দুনিয়া-আখিরাতে শান্তি আসে। আমাদের উচিত, ঋণ বিষয়ে যত্নশীল হওয়া, সুদের ভয়াবহতা থেকে বাঁচা এবং মানুষের হক আদায়ে সদা সচেষ্ট থাকা।

বিয়েতে উকিল বাবা রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ কেন?

তোফায়েল গাজালি

সাধারণত বিয়েতে বর বা কনের পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তিকে 'উকিল বাবা' হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, যাকে ওই বিয়ের অভিভাবক ধরা হয়। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা, দোয়া, উপহার, এমনকি সামাজিক মর্যাদায়ও তাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধারণাটি কতটা ঠিক?

প্রশ্ন : বিয়েতে উকিল বাবা রাখার বিধান কী? কুরআন-হাদিসের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই?

উত্তর : ইসলামে বিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি শুধু পারিবারিক বন্ধনের বিষয় নয়, বরং একটি সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। ইসলামের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিয়ে সম্পাদন করা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। অথচ আমাদের সমাজে বিয়েকে ঘিরে এমন কিছু রেওয়াজ গড়ে উঠেছে, যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই-বরং তা অনেক সময় বিদাতের পর্যায়ে পড়ে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো "উকিল বাবা" রাখা।

উকিল বাবা-এই ধারণাটির উৎপত্তি ইসলামি শরিয়ত থেকে নয়, বরং এটি একটি সংস্কারনির্ভর সামাজিক প্রবণতা। সাধারণত বিয়েতে বর বা কনের পক্ষ থেকে একজন ব্যক্তিকে "উকিল বাবা" হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, যাকে ওই বিয়ের অভিভাবক ধরা হয়। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা, দোয়া, উপহার, এমনকি সামাজিক মর্যাদায়ও তাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধারণাটি ভিত্তিহীন।

ইসলামে বিয়ের জন্য প্রয়োজন হয় কনের অভিভাবকের (ওলি) অনুমতি এবং দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষ সাক্ষী। এই নিয়ম কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে নারীর বিয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া হয়, সেই বিয়ে বাতিল, বাতিল, বাতিল।" (তিরমিজি)

এখানে কোথাও "উকিল বাবা" নামক কোনো কৃত্রিম ভূমিকার অস্তিত্ব নেই। কেউ যদি নিজের কর্তৃত্বে বা সমাজের চাপের মুখে এই রেওয়াজকে অপরিহার্য মনে করে, তাহলে তা বিদআতের শামিল হবে। আর ইসলাম বিদআতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক বিদাত গোমরাহহি আর প্রত্যেক গোমরাহি জাহান্নামে নিয়ে যাবে।" (সহিহ মুসলিম)

আরেকটি দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, উকিল বাবাকে অনেক সময় এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যেন তিনি পিতৃসুলভ দায়িত্ব পালন করছেন। অথচ ইসলামে জন্মদাতা পিতাকে বাদ দিয়ে কাউকে মানসিকভাবে "বাবা" হিসেবে গ্রহণ করাও বৈধ নয়। আল্লাহতায়ালা কুরআনে বলেন, "তোমরা তাদের (দত্তক সন্তানদের) নিজেদের পিতার নামে ডাকো, এটাই আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায়সঙ্গত।" (সূরা আহযাব: ৫)

> **উকিল বাবা-এই ধারণাটির উৎপত্তি ইসলামি শরিয়ত থেকে নয়, বরং এটি একটি সংস্কারনির্ভর সামাজিক প্রবণতা**

সুতরাং এই রেওয়াজ ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসেরও পরিপন্থি। এতে করে পিতৃত্বের পরিচয় গুলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সামাজিকতা রক্ষার নামে এমন বিদাতে যদি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহাল থাকে, তাহলে একসময় শরিয়তের আসল বিধান চাপা পড়ে যাবে।

সুতরাং "উকিল বাবা" ধারণাটি একটি বর্জনীয় প্রথা, যা ইসলামের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয়, বিদাত। তাই মুসলিম সমাজের উচিত এ রেওয়াজ থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা এবং বিয়ে প্রসঙ্গে কেবল শরিয়তের পথেই চলা।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২০.০৬.২৫ শুক্রবার	3:15	4:48	01:45	6:30	9:16	10:45
২১.০৬.২৫ শনিবার	3:13	4:47	01:30	6:31	9:18	10:45
২২.০৬.২৫ রবিবার	3:54	4:06	01:30	6:46	9:57	10:45
২৩.০৬.২৫ সোমবার	3:52	4:04	01:30	6:47	9:59	10:45
২৪.০৬.২৫ মঙ্গলবার	3:50	4:02	01:30	6:48	9:01	10:45
২৫.০৬.২৫ বুধবার	3:45	4:00	01:30	6:49	9:02	10:45
২৬.০৬.২৫ বৃহস্পতিবার	3:45	4:57	01:30	6:50	9:04	10:45

নামায শুপ্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

৬ বছর পর ফের শীর্ষে মান্ধানা

পোস্ট ডেস্ক : দীর্ঘদিন পর শীর্ষস্থানে ফিরলেন স্মৃতি মান্দানা। ভারতীয় এই তারকা ক্রিকেটার ২০১৯ সালের নভেম্বরে শেষবার ছিলেন শীর্ষে।

আইসিসি নারীদের ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শীর্ষে মান্দানা। দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ভলভার্টকে (৭১৭ রেটিং পয়েন্ট) সরিয়ে শীর্ষ স্থানটা নিজের করে নিয়েছেন মান্ধানা (৭২৭ পয়েন্ট)। ভলভার্টের সমান পয়েন্ট নিয়ে যৌথভাবে ২ নম্বরে আছেন ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্ট।

মে মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলংকাকে নিয়ে হওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজে ভালো পারফর্ম করার পুরস্কার পেয়েছেন স্মৃতি। ওই সিরিজে সব মিলিয়ে ৫ ম্যাচ খেলে ১ সেঞ্চুরি ও সমান ফিফটিতে ২৬৪ রান করেন তিনি।

আরেক দিকে ভলভার্টের সময়টাও ভালো কাটছে না। এ বছরের শুরু থেকে পাঁচটি ওয়ানডে খেলে ২৮.২০ গড়ে রান করেছেন, সর্বোচ্চ ৪৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নিজের শেষ দুটি ম্যাচে যথাক্রমে ২৭ ও ২৮ রান করেছেন। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে দুইয়ে নেমে যেতে হয়েছে ভলভার্টকে। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেরা বিশেও নেই কেউ। ২২ নম্বরে আছেন অধিনায়ক নিগার সুলতানা।

নারীদের ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে বোলারদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। ইংল্যান্ডের সোফি একলেস্টোনই যথারীতি শীর্ষে আছেন। ২ ও ৩ নম্বরে আছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি গার্ডনার ও মেগান শুট। অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ স্থানেও কোনো বদল আসেনি। ১ নম্বরে আছেন গার্ডনার, দুইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মারিজান কাপ।

ক্লাব ছাড়তে পারেন বার্সা অধিনায়ক

পোস্ট ডেস্ক : বার্সেলোনার দীর্ঘদিনের গোলরক্ষক ও বর্তমান অধিনায়ক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন নতুন চ্যালেঞ্জের সন্ধানে পাড়ি জমাতে পারেন তুরস্কের ক্লাব গ্যালাতাসারাইয়ে। স্প্যানিশ গণমাধ্যম এএস-এর প্রতিবেদনে জানা গেছে, তুর্কি চ্যাম্পিয়নরা ৩৩ বছর বয়সী জার্মান গোলরক্ষককে দলে টানার প্রস্তাব দিলে তিনি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

তুরস্কের চ্যাম্পিয়ন গ্যালাতাসারাই বর্তমানে একজন শীর্ষ মানের গোলরক্ষকের খোঁজে আছে। তাদের পছন্দের তালিকায় সবচেয়ে আলোচিত ও সম্ভাব্য নাম এখন স্টেগেন।

ইউরোপীয় মঞ্চে নিজেকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ক্লাবটি, আর সে লক্ষ্যেই তারা স্টেগেনকে দলে ভেড়াতে চায়।

এদিকে বার্সেলোনাও সম্প্রতি গোলরক্ষক পজিশনে বড় পরিবর্তন এনেছে। ২৫ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে হোয়ান গার্সিয়াকে কিনেছে তারা, সঙ্গে দলে আছেন ভয়চেখ সেজনিও। এতে স্টেগেনের অবস্থান অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে।

আর্থিক দিক থেকেও বেতনের বোঝা কমাতে চাইছে কাতালান ক্লাবটি।

এই প্রেক্ষাপটে স্টেগেন বুঝে গেছেন বার্সেলোনায় তার সময় হয়তো শেষের পথে। গ্যালাতাসারাইয়ের প্রস্তাবে তিনি আগ্রহ দেখিয়েছেন, কারণ সেখানে তিনি আবারও 'নম্বর ওয়ান' গোলরক্ষক হিসেবে খেলতে পারবেন এবং দলকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

সাকিবসহ ১৫ জনের নামে দুদকের মামলা

পোস্ট ডেস্ক : শেয়ারবাজার থেকে শতকোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

প্রতারণার মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে শতকোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় সাকিব ছাড়া আরও ১৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান। দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

এর আগে সোমবার সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন- সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক মো. আবুল খায়ের ওরফে হিরু, তার স্ত্রী কাজী সাদিয়া হাসান, আবুল কালাম মাদবর, কনিকা আফরোজ, মোহাম্মদ বাশার, সাজেদ মাদবর, আলেয়া বেগম, কাজি ফুয়াদ হাসান, কাজী ফরিদ হাসান, শিরিন আক্তার, জাভেদ এ মতিন, মো. জাহেদ কামাল, মো. হুমায়ুন কবির ও তানভির নিজাম।

আসামিদের বিরুদ্ধে ২৫৬ কোটি ৯৭ লাখ ৭০ হাজার ৩০৪ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক দ্রুত আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ অভিপ্রায়ে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ১৭ ধারা) পরিকল্পিতভাবে লঙ্ঘনপূর্বক নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিও অ্যাকাউন্টসমূহে অসাধু, অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে ফটকা ব্যবসার মতো একাধিক লেনদেন, জুয়া ও গুজবের মাধ্যমে বাজারের কারচুপি করেছেন।

এজাহারে বলা হয়, পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট কিছু শেয়ার সংঘবদ্ধভাবে ক্রমাগত ক্রয়-বিক্রয়পূর্বক কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ওই শেয়ারসমূহে বিনিয়োগে প্রতারণাপূর্বক প্রলুব্ধ করে তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে তাদের ২৫৬ কোটি ৯৭ লাখ ৭০ হাজার ৩০৪ টাকা আত্মসাৎপূর্বক অস্বাভাবিক রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইনের নামে অর্জিত অপরাধলব্ধ অর্থ বা প্রসিড অব ক্রাইম শেয়ারবাজার থেকে সংঘবদ্ধভাবে উত্তোলন করেছেন।

মামলায় সাকিব আল হাসানের সম্পৃক্ততা প্রসঙ্গে বলা হয়, আসামি মো. আবুল খায়ের ওরফে হিরুর শেয়ারবাজারে কারসাজিকৃত প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ক্রিস্টাল ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এবং সোনালী পেপারস লিমিটেডের শেয়ারে সাকিব আল হাসান বিনিয়োগ করে বাজার কারসাজিতে যোগসাজশ করেন। সরাসরি সহায়তাপূর্বক সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কারসাজিকৃত শেয়ারে বিনিয়োগে প্রতারণাপূর্বক প্রলুব্ধ করে তাদের ২ কোটি ৯৫ লাখ ২ হাজার ৯১৫ টাকা রিয়ালাইজড ক্যাপিটাল গেইনের নামে অপরাধলব্ধ আয় হিসেবে শেয়ার বাজার হতে উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেছেন।

মো. আক্তার হোসেন বলেন, তিনটি কোম্পানির শেয়ারে সাকিব আল হাসান বিনিয়োগ করেছেন। বিনিয়োগ কার্যক্রমে মার্কেট ম্যানুপুলেট করা হয়েছে। মার্কেট ম্যানুপুলেশনের সঙ্গে তিনি (সাকিব) জড়িত।

এর আগে গত এপ্রিলে সাকিবে বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। অর্থপাচার ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধানে জন্য দুদকের উপপরিচালক মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে দুই সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়।

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ২০১৮ সালে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে চুক্তি হয় দুদকের। এছাড়া হটলাইন-১০৬ উদ্বোধনকালেও সাকিবের সঙ্গে কাজ করে দুদক। বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠলে ২০২২ সালে সাকিবকে আর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর না রাখার কথা জানিয়েছিল দুদক।

ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ করায় ৪ জনের কারাদণ্ড

পোস্ট ডেস্ক : ন্যায়বিচার পাওয়া শুরু করেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তার সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ করা ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া শুরু করেছেন আদালত। সেই ধারাবাহিকতায় এবার আরো ৪ জনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন রিয়ালের আদালত। 'হেইট ক্রাইমের' প্রমাণ পাওয়ায় চারজনকে ১৪ থেকে ২২ মাসের জেল দিয়েছেন আদালত।

তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ২০২৩ সালে আতলেতিকো মাদ্রিদ ও রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যেকার কোপা দেল রের ম্যাচের আগের ভিনিসিয়ুসের প্রতিকৃতি বানিয়ে তাতে ২০ নম্বর জার্সি পরিয়ে ব্রিজের নিচে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে ব্যানারে লেখা ছিল, 'রিয়ালকে ঘৃণা করে মাদ্রিদ।'

এই ঘটনার পরে ওই বছরের শেষ দিকে চার জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন রিয়াল মাদ্রিদের আদালত।

রায়ে জানানো হয়, বর্ণবাদী অপরাধের জন্য একজনকে ১৫ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে ছবি প্রকাশ করে হুমকি দেওয়ায় আরো ৭ মাসের জেল দেওয়া হয়েছে।

বাকি তিনজনকে বিদ্বেষমূলক অপরাধের জন্য সাত মাসের সঙ্গে হুমকি দেওয়ায় আরো ৭ মাস বাড়তি দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে তাদের জরিমানাও করা হয়েছে।

প্রথমজনকে ১ হাজার ৮৪ ইউরো আর বাকি তিনজনকে ৭২০ ইউরো জরিমানা করা হয়েছে। তবে ভিনিসিয়ুস, রিয়াল মাদ্রিদ ও স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের কাছে লিখিত আবেদন করায় চারজনেরই কারাদণ্ডের শাস্তি স্থগিত থাকবে। শাস্তি স্থগিত থাকলেও ভিনিসিয়ুসের বাড়ি এবং রিয়ালের অনুশীলন মাঠের এক হাজার মিটারের মধ্যে আসতে পারবেন না দোষীরা। অন্যদিকে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত ম্যাচ তো দেখতে পারবেনই না সঙ্গে ম্যাচের আগে-পরে চার ঘণ্টা স্টেডিয়ামের মধ্যে থাকতে পারবেন

না। বর্ণবাদের শাস্তি হিসেবে গত মাসে ৫ জনকে এক বছরের স্থগিত কারাদণ্ডের সঙ্গে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়।

তবে সর্বপ্রথম শাস্তি দেওয়া হয় গত বছরের জুনে। ভ্যালেন্সিয়ার তিন সমর্থককে আট মাসের স্থগিত কারাদণ্ড দিয়েছিলেন আদালত।

ট্রাম্পকে নিজের স্বাক্ষরকৃত জার্সি উপহার

পোস্ট ডেস্ক : ইসরাইল-ইরান যুদ্ধাবস্থার পরিস্থিতি যখন আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শান্তির বার্তা দিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। প্রেসিডেন্টকে নিজের স্বাক্ষর করা একটিও জার্সিও উপহার পাঠিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকা। আর তা হাতে পেয়ে রোনালদোকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ট্রাম্প।

কানাডার কানানাস্কিসের আলবার্টায় সোমবার অনুষ্ঠিত জি-৭ সম্মেলনে বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন ট্রাম্প। সেখানে তার হাতে রোনালদোর স্বাক্ষরিত পর্তুগালের একটি জার্সি মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেন ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অ্যান্টিনিও কস্তা। পর্তুগালের সাবেক প্রেসিডেন্ট কস্তা ট্রাম্পকে জানান, জার্সিতে একটি বিশেষ বার্তা রয়েছে। এরপর জার্সির লেখাটি তাকে পড়ে শোনানো কস্তা নিজেই, 'প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য উপহার, শান্তির জন্য খেলছি, সিআর৭।'

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধঃ যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্ভাব্য প্রভাব

অনুপম সাহা

ইরান ও ইসরায়েলের সামরিক উত্তেজনা যদি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নেয়, তাহলে তার প্রভাব বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করবে- এমনটাই আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে তার প্রভাব শুধু ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে না-তা ছড়িয়ে পড়বে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে, যার অন্যতম ভুক্তভোগী হতে পারে যুক্তরাজ্য। প্রথম যে প্রভাব আসবে, তা হচ্ছে জ্বালানি সংকট। হরমুজ প্রণালি বন্ধ বা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়লে বিশ্ববাজারে তেলের দাম হঠাৎ করে লাফিয়ে বাড়বে। যুক্তরাজ্য কিছু পরিমাণ গ্যাস ও এলএনজি আমদানি করে কাতারসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে, যা এই রুটের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়বে, যা সরাসরি প্রভাব ফেলবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় এবং পুনরায় মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে।

ইরান বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের মাত্র ৩% অংশীদার হলেও এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহকারী দেশ এবং গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ কারণে ইরান জড়িয়ে যাওয়া যেকোনো সামরিক সংঘাত বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে যখন বিশ্ব ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রপ্রণীত বাণিজ্য যুদ্ধের চাপের মুখে। ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনার কারণে শুক্রবার বিশ্ববাজারে তেলের দাম একদিনেই ১৩% পর্যন্ত বেড়ে গেছে, যা ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর সর্বোচ্চ।

দ্বিতীয়ত, এই জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধির ফলে যুক্তরাজ্যে দীর্ঘমেয়াদি কস্ট অব লিভিং বা জীবনযাত্রার ব্যয় আবারও বেড়ে যেতে পারে। খাদ্য, পরিবহন ও গৃহস্থালি পণ্যের দাম বাড়বে, ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর চাপ বাড়বে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য একটি নীতিগত সংকট তৈরি করতে পারে, কারণ মূল্যস্ফীতির চাপ থাকলে সুদের হার কমানো সম্ভব হবে না-ফলে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার আরও বিলম্বিত হতে পারে।

তৃতীয়ত, যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক শেয়ারবাজার ও বিনিয়োগ পরিবেশে অস্থিরতা তৈরি হবে। FTSE ১০০-সহ ব্রিটিশ বাজারে পতনের সম্ভাবনা বাড়বে, বিশেষ করে জ্বালানি-নির্ভর খাতগুলোতে। বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদে ঝুঁকতে শুরু করলে ব্রিটিশ পাউন্ডের মানেও কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। এর ফলে বিদেশি আমদানি ব্যয় বাড়বে, যা মূল্যস্ফীতিকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে।

চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর প্রভাব। যুক্তরাজ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যেসব বাণিজ্যপথ ব্যবহার করে, সেগুলোর অনেক অংশই যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশ দিয়ে যায়। যুদ্ধ দীর্ঘ হলে জাহাজ চলাচল বিলম্বিত হতে পারে, বাড়তে পারে বীমা ও পরিবহন ব্যয়, যা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ আমদানি ও রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সবশেষে, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রাচ্যে শরণার্থী সঙ্কট, কূটনৈতিক উত্তেজনা এবং মানবিক সহায়তার প্রয়োজন বাড়বে। যুক্তরাজ্যের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হতে পারে সামরিক বা আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে। সেইসঙ্গে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে ইউরোপীয় নিরাপত্তা পরিস্থিতিও জটিল হয়ে উঠবে, যার পরোক্ষ চাপ পড়তে পারে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের শঙ্কা: বাংলাদেশের জন্য বিপদের বার্তা

বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়বে জ্বালানি, বাণিজ্য, রপ্তানি, প্রবাসী আয় এবং খাদ্য নিরাপত্তার ওপর।

বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন ব্যবহৃত তেলের প্রায় ২০ শতাংশ সরবরাহ হয় হরমুজ প্রণালি দিয়ে। এটি সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও বিশ্ববাজারে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হবে। বাংলাদেশও এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে না। দেশের বিদ্যুৎ খাত এলএনজি ও পরিশোধিত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। কাতার ও ওমান থেকে আমদানিকৃত এলএনজির একমাত্র পথ হরমুজ প্রণালি। এই পথ বন্ধ হলে বাংলাদেশের গ্যাস সরবরাহ বিঘ্নিত হবে, উৎপাদন খরচ বাড়বে এবং শিল্প খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশের রপ্তানি খাত বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে কোনো ধরণের ব্যাঘাতের শিকার হতে পারে। পণ্য পরিবহন বিলম্ব হলে ক্রেতারা অর্ডার বাতিল করতে পারেন, মূল্যছাড় দিতে হতে পারে। এতে বৈদেশিক আয় কমে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লে বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের চাকরি হারানোর আশঙ্কাও রয়েছে। বিশেষ করে ওমান, যা বাংলাদেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম রেমিট্যান্স উৎস। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দেশগুলো নতুন কর্মী নিয়োগ কমাতে পারে, ফ্লাইট বাতিল হতে পারে, যাতায়াতে ব্যয় বাড়তে পারে।

সব মিলিয়ে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুধু একটি আঞ্চলিক সংঘাত নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এক ভয়াবহ ছায়া ফেলে দিতে পারে। বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে জ্বালানি নিরাপত্তা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি ও রেমিট্যান্স খাতকে সচল রাখা।

সব মিলিয়ে, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী একটি নতুন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগের সূচনা করতে পারে, যার সরাসরি না হলেও গভীর প্রভাব যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি, বাজার ও সাধারণ মানুষের জীবনে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। আমি আশা করি যুক্তরাজ্য সরকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে এই যুদ্ধে জড়াবে না, যেমনটা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে তারা ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানকে আক্রমণ করতে পারে। যদি যুক্তরাজ্য সরকার এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাদের অবশ্যই আগে সংসদের সম্মতি নিতে হবে এবং গোটা দেশের জনগণের মতামত বিবেচনায় নিতে হবে।

এই যুদ্ধ প্রতিরোধ করা সম্ভব যদি জাতিসংঘ, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো এবং পশ্চিমা প্রভাবশালী দেশগুলো একসাথে সক্রিয় কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা কমিয়ে আনা এবং সকল পক্ষকে সংযত রাখা এখন সবচেয়ে জরুরি। আমরা আশা করি, এই যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং এই অঞ্চলে আবারও শান্তি ফিরে আসবে।

Anupam Saha, Columnist and Accountant

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Trump approved Iran attack plans, but no final decision made – US media

Post Desk: US President Donald Trump on Tuesday night approved plans to attack Iran, but he has not made a final decision on whether to strike the country, the BBC's US partner CBS reports.

Trump held off on initiating strikes in case Iran agreed to abandon its nuclear program, a senior intelligence source told CBS.

The news was first reported by the Wall Street Journal.

On Wednesday, Trump said, "I may do it, I may not do it", when asked a question about US involvement in Iran.

Trump is weighing a US strike on Fordo, an underground

uranium enrichment facility in Iran, CBS earlier reported., BBC says

uranium enrichment facility in Iran, CBS earlier reported.

Was Iran months away from producing a nuclear bomb?Israel's Prime Minister, Benjamin Netanyahu, has long warned that Iran is close to developing nuclear weapons.

After Israel launched attacks on Iran last week, Netanyahu said Iran could produce a bomb within months.

BBC Verify's Ros Atkins explains what we know about Iran's nuclear programme in the video above.

European and Iranian ministers meeting is last-ditch effort to contain this conflict

Mediation in such a volatile conflict requires both the motivation and the leverage to succeed. It now appears that Tehran sees that potential in Europe. A resolution could offer a rare win-win, for both Tehran and Brussels.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said just hours ago that world leaders have been "impressed" by Israel's "achievements". Germany's new Chancellor, in a strikingly candid comment, went as far as to say Israel is doing the "dirty work".

Yet Europe is clearly uneasy. A war between Iran and Israel, so soon after Brexit, the Covid pandemic, and the war in Ukraine, could prove deeply destabilising for a continent already under strain. One of the immediate fears: a sharp surge in energy prices that could deliver yet another blow to fragile European economies.

Now, Reuters is reporting that the foreign ministers of Germany, France, and the UK, are expected to meet their Iranian counterpart in Geneva on Friday. The agenda: Iran's nuclear programme, and, more pressingly, the escalating conflict with Israel.

European officials may welcome any pause or rollback in Iran's nuclear activities. But the prospect of a full-blown war on the doorstep of Nato allies and American partners is likely keeping many of Europe's leaders awake at night.

UN Security Council to hold emergency session on Friday

The UN's Security Council will convene an emergency session on Friday at the request of Iran, Russia, China, Pakistan and Algeria, to discuss the ongoing conflict, BBC's US media partner CBS News reports.

Danny Dannon, the Israeli Ambassador to the UN, said they will attend.

"Israel not only defended itself, it eliminated a major threat facing the entire free world," he said in a statement

Russian President Vladimir Putin has addressed the conflict between Israel and Iran during a roundtable with news leaders today in Saint Petersburg.

According to the Associated Press, Putin said that Russia was "not imposing anything on anyone, we are simply talking about how we see a possible way out of the situation".

He said the decision should be left up to the "political leadership of all these countries, primarily Iran and Israel".

Asked by the AFP if Iran had asked for Russia's help, Putin responded, "Our Iranian friends have not asked us about this".

Chancellor announces end to asylum hotels by 2029

Post Desk: This week, in the Government spending review, the Chancellor announced increased investment in border security and an overall reduction in spending on the asylum system.

The measures include up to £280 million extra per year by the end of the current Parliament to support the new Border Security Command, tasked with disrupting the criminal gangs behind the Channel boat crossings.

As part of a broader cost-cutting initiative, the Chancellor revealed plans to phase out the use of hotels for housing asylum seekers by 2029, a move intended to reduce long-term spending on asylum support.

The Chancellor told Parliament: "I can confirm today that, led by the work of my right hon. Friend the Home Secretary, we will be ending the costly use of hotels to house asylum seekers in this Parliament. Funding that I have provided today, including from the transformation fund, will cut the asylum backlog; allow more appeal cases to be heard; and return people who have no right to be here, saving the taxpayer £1 billion per year."

Lord Chancellor backs ECHR reform, citing Article 8 immigration concerns

Post Desk: The Lord Chancellor, Shabana Mahmood, has called for reforms to how Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) is applied in immigration cases, stating that the right to family life has, in some instances, been used in ways that undermine public confidence in the rule of law.

Delivering a speech to the Council of Europe's Committee of Ministers in Strasbourg today, Mahmood said the Convention must evolve to meet modern challenges, particularly in relation to immigration and criminal justice. She emphasised that the UK remains committed to the Convention, but warned that the application of rights must not conflict with the principle of fairness or disrupt legitimate government functions.

The Lord Chancellor stated: "There is a growing perception – sometimes mistaken, sometimes grounded in reality – that human rights are no longer a shield for the vulnerable, but a tool for criminals to avoid responsibility. That the law too often protects those who break the rules, rather than those who follow them."

Article 8 of the ECHR, which guarantees the right to respect for private and family life, has been invoked in numerous UK immigration appeals where individuals facing deportation argue that removal would interfere with their established family ties in the UK. Mahmood criticised the use of Article 8 in some cases involving foreign offenders, stating: "If a foreign national commits a serious crime, they should expect to be removed from the country. But we see cases where individuals invoke the right to family life – even after neglecting or harming those very family ties."

In its press release on the speech, the Ministry of Justice said many foreign offenders have exploited Article 8 in order to avoid deportation.

The Lord Chancellor clarified in her speech that the concerns she was raising do not reflect opposition to the European Court of Human Rights itself, which she said continues to have her "full support." However, she stated that where legal outcomes appear out of step with public expectations, governments have a responsibility to act.

She said: "We cannot leave these questions to the courts alone. If judges are being asked to solve political problems that parliaments avoid, we weaken both institutions. That is why reform must be a shared political endeavour amongst us as member States – to preserve our Convention by renewing its moral and democratic foundation."

The Lord Chancellor confirmed that the UK is actively pursuing reform in the domestic application of Convention rights. She stated that this effort is not intended to weaken rights, but to update and strengthen them in accordance with the Convention's original purpose.

She told the Committee of Ministers: "In the UK, we are restoring the balance we pledged at the birth of our Convention: liberty with responsibility, individual rights with the public interest. There must be consequences for breaking the rules. Which is why we are clarifying how Convention rights – particularly Article 8 – operate in relation to our immigration rules. The right to family life is fundamental. But it has too often been used in ways that frustrate deportation, even where there are serious concerns about credibility, fairness, and risk to the public. We're bringing clarity back to the distinction between what the law protects and what policy permits."

In its White Paper published last month, the Government set out its intention to tighten rules around 'exceptional circumstances' and Article 8 in immigration cases, seeking to reduce the number of cases considered 'exceptional' and to limit the number of successful claims.

Legal experts, including Doughty Street barrister Jamie Burton KC, have challenged the narrative that Article 8 is routinely exploited to avoid deportation. In a May 2025 opinion piece in the Guardian, Burton noted that deportation is already mandatory for any foreign national sentenced to 12 months or more in prison, and he said concerns around the 'problem' of Article 8 have been significantly exaggerated and misrepresented.

Burton wrote: "Only 'exceptionally' can automatic deportations be avoided if they would breach the ECHR, which in practice typically means the right to family life contained in Article 8. The number of people able to invoke this protection is relatively small. Most appeals fail and, of those that succeed, only about one in three are successful on human rights grounds. In the 13 years between 2008 and 2021, the last period for which records are available, that was a total of 2,400 such cases out of 21,500 appeals."

Courts already apply strict statutory criteria, Burton noted, that require proof of "very significant obstacles" or "very compelling circumstances" for deportation to be blocked. Burton further pointed out that, despite political claims, there is no evidence of systemic misuse, and that even countries like Denmark have not succeeded in removing judicial discretion without breaching the Convention. He concluded that unless the Government intends to remove courts' balancing role entirely - which the Convention prohibits - any impact on numbers will be limited

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah | Sadaqah | Zakat | Fitra
Fidya | Kaffara | Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 22 ◆ Issue: 1059 ◆ Friday 20 June - Thursday 26 June 2025

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

ইরানে হামলা করলে ‘ক্ষমতা হারাতে পারেন ট্রাম্প’

পোস্ট ডেস্ক : চলমান ইরান-ইসরাইল সংঘাতের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন এক সংকটময় মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যেখানে তার সামনে দুটি পথ-একটি কূটনৈতিক সমঝোতার, অন্যটি ‘ইচ্ছাকৃত যুদ্ধের’। এমনই মন্তব্য করেছেন ইউরোপীয় পররাষ্ট্র বিষয়ক কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক এলি জেরানমায়েহ।

তিনি সিএনএনকে বলেন, “এই ধরনের মুহূর্তে নেতাদের সবসময়ই একটি পছন্দ থাকে। অতীতেও ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসেছেন। এখনও তিনি সেটি

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, “যদি ট্রাম্প ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ওপর হামলা চালান, তাহলে ইরান সেটিকে সরাসরি ‘যুদ্ধ ঘোষণার’ সমতুল্য বলেই দেখবে।”

‘প্যান্ডোরার বাক্স’ কী?

‘প্যান্ডোরার বাক্স’ (Pandora’s Box) মূলত একটি গ্রিক পুরাণভিত্তিক রূপক বা উপমা। যা এমন কোনো কাজ বা সিদ্ধান্তকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যার ফলাফল অপ্রত্যাশিত, অনিয়ন্ত্রিত এবং বিপর্যয়কর হতে পারে।

প্যান্ডোরা কে ছিলেন?

গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী, দেবতা জিউস প্রথম নারী প্যান্ডোরাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে একটি সিন্দুক (নড়ী বা লধৎ) দেন। তাকে বলা হয়েছিল, এই বাক্স কখনোই খোলা যাবে না।

কিন্তু কৌতূহলবশত প্যান্ডোরা সেই বাক্স খুলে ফেলেন। তখন সেই বাক্স থেকে বেরিয়ে আসে- রোগ, দুঃখ, দারিদ্র্য, যুদ্ধ, মৃত্যু ইত্যাদি পৃথিবীর সব বিপদ ও দুর্ভোগ।

শুধু একটি জিনিসই ওই বাক্সে থেকে যায়। তা হলো- ‘আশা’ (Hope)।

আধুনিক অর্থে ‘প্যান্ডোরার বাক্স’

আজকের ভাষায়, কেউ যদি বলে- ‘This will open PandoraÕs Box’ (এটি ‘প্যান্ডোরার বাক্স’ খুলে দেবে) -তাহলে এর অর্থ হলো- এই সিদ্ধান্ত বা কাজ বিপজ্জনক। কারণ এটি একবার শুরু হলে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এবং ভয়ংকর পরিণতি ঘটতে পারে।

মূল প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপটে:

বিশ্লেষক এলি জেরানমায়েহ যখন বলেছেন, ‘Once you open up this Pandora’s box, we have no idea where things go’-এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, যদি ট্রাম্প ইরানে সামরিক হামলা শুরু করেন, তাহলে যে পরিস্থিতি একবার শুরু হবে তা আর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে না।

এটি মূলত:

পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে;

মধ্যপ্রাচ্যে আগুন ছড়িয়ে দিতে পারে;

যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র দেশগুলোতে সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি বাড়াতে পারে;

বিশ্ব অর্থনীতি, জ্বালানি বাজার, শরণার্থী সংকট আরও খারাপ করে তুলতে পারে।

‘প্যান্ডোরার বাক্স’ ও ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির ভবিষ্যৎ

জেরানমায়েহের ভাষায়, --১৭ পৃষ্ঠায়

ইসিকে ২ মিলিয়ন ডলার সহায়তায় গর্বিত অস্ট্রেলিয়া

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইউএনডিপির অর্থায়নে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বাস্তবায়নাধীন ১৮ দশমিক ৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যালট প্রকল্পে ২ মিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।

বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে এক অনুষ্ঠানে এ সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার এবং অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার সুসান রাইলি উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে ভারী বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : থেমে থেমে ভারী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে পাহাড়ি ঢলে গত বুধবার প্লাবিত হয়েছে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা। তলিয়ে গেছে ফল-ফসল, শাক-সবজি ক্ষেত, গ্রামীণ রাস্তাঘাট। অতি বর্ষণে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজারের পাহাড়-টিলা এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কায় সতর্কতা জারি রেখেছে আবহাওয়া --১৭ পৃষ্ঠায়

‘কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড’ গ্রহণ করলেন ড. ইউনূস

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বৃহস্পতিবার ব্রিটেনের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ‘কিংস চার্লস হারমনি অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ গ্রহণ করেছেন। লন্ডনে সেন্ট জেমস প্যালেসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস প্রধান উপদেষ্টার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।

বিশ্বব্যাপী শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পরিবেশ-প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আজীবন অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস প্রধান উপদেষ্টাকে এই সম্মাননার জন্য মনোনীত করেন। ২০২৪ সালের জুন মাসে রাজা চার্লস প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপনের উদ্যাপন হিসেবে নতুন এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন। এই পুরস্কারের প্রথম বিজয়ী ছিলেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি-মুন।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘দ্য কিং’স ফাউন্ডেশন’, যা তৎকালীন প্রিন্স অব ওয়েলসের উদ্যোগে গঠিত যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি দাতব্য সংস্থা, প্রতিবছর টেকসই উন্নয়ন ও মানবিক কর্মকা-ে অসামান্য অবদানের জন্য এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার প্রদান করে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে রাজা ও রানীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি ছবি উপহার হিসেবে প্রফেসর ইউনূসকে উপহার দেন রাজা। --১৭ পৃষ্ঠায়

বিএনপির সঙ্গে বাড়ছে জামায়াত-এনসিপির বিরোধ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল (এনসিসি) গঠনের প্রস্তাবে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, এবি পার্টিসহ বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিরোধ রয়েছে বিএনপির। গত বুধবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে চলমান ঐকমত্য কমিশনের দ্বিতীয় ধাপের সংস্কার আলোচনায় এনসিসি গঠনের প্রস্তাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। জাতীয় ঐক্যমত্য --১৭ পৃষ্ঠায়

সাপকে চুমু দিয়ে আইসিইউতে

পোস্ট ডেস্ক : বিষাক্ত সাপকে গলায় জড়িয়ে চুমু খেতে গিয়েছিলেন ভারতের এক ব্যক্তি। এর ফল হল ভয়াবহ। উল্টো সাপের কামড় খেয়ে ওই ব্যক্তি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং নেটিজেনদের কাছ থেকে ব্যাপক উপহাসের জন্ম দিয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতের উত্তরপ্রদেশের --১৭ পৃষ্ঠায়

আয়ারল্যান্ডের সাবেক হোমে ৮০০ শিশুর দেহাবশেষ উদ্ধারে খননকাজ শুরু

পোস্ট ডেস্ক : আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি গ্যালওয়েতে অবিবাহিত নারী ও তাদের শিশুদের একটি সাবেক হোমে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফরেনসিক খননকাজ শুরু হয়েছে। সেখানে মারা যাওয়া প্রায় ৮০০ শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের দেহাবশেষ শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় ইতিহাসবিদ ক্যাথরিন কর্লেসের মতে, পশ্চিম আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি গ্যালওয়ের টুয়ামে অবস্থিত এই হোমে মারা যাওয়া অনেক শিশুকে ‘পিট’ নামে পরিচিত একটি পয়ঃনিষ্কাশন ট্যাংকে ফেলে দেয়া হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। ১৯৬১ সালে --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk